২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা। বৈশাখ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১॥০ টাকা মাত্র।
মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵০ আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৶০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে ৪ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... ৴০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান,
মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সম্পাদক।

স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকারের স্মরণার্থক চিহ্নের নিমিত্ত চাঁদা।

রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহোদয় কর্ত্তৃক একটী সভা সংস্থাপিত হইয়া চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। চাঁদা গ্রহণের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, অতএব দাতাগণ আমার নিকট স্ব স্ব দান প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সভার সম্পাদক।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নরীশিক্ষা গরীয়সী॥

চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভার সম্পাদক
শ্রীভুবনমোহন সরকার কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১২৮৩।

কলিকাতা।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১॥৵০ টাকা ও ডাকমাশুল সমেত ২৲ টাকা।

সূচীপত্র।

// বঙ্গমহিলা।

নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী ॥

২য় খণ্ড। বৈশাখ ১২৮৩। ১ম সংখ্যা।

নববর্ষারম্ভ।

এই নববর্ষের আরম্ভে আমাদের "বঙ্গমহিলার" বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল। যাঁহাদের অনুগ্রহে "বঙ্গমহিলা" এতদিন প্রতি-পালিতা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। জগৎপাতার কৃপায় আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন, তাহা হইলেই আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির মঙ্গল। যাঁহাদের স্বচ্ছন্দ ও উন্নতির উপর, "বঙ্গমহিলার" অনাময় ও আজীবন নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের শুভকামনা, আমাদের পক্ষে নিতান্তই যে স্বাভাবিক হইবেক, তাহা বিচিত্র নহে। অধিক কি, যদি বাসনাই ক্ষমতার পরিমাণ হইত, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকাকে এক একটী "আলাদিনের দীপ" উপহার দিতাম। তাহা হইলে আমাদের পত্রিকাখানির সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু জগতে বাসনা ও ক্ষমতাতে বিস্তর অন্তর। পরন্তু আমরা সেকালের মুনি ঋষির ন্যায় সিদ্ধবাক নহি যে, বরদান করিয়া পাঠক পাঠিকা-গণের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিব। সুতরাং তজ্জন্য ঈশ্বরের করুণার

উপর নির্ভর করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। এই সাধারণ বিশ্বজনীন প্রথাই অস্মাদৃশ লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

আমরা পত্রিকার ভূমিকাতে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, সাধ্যমত তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের যতদূর অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা ছিল, তদনুরূপ যে ফল লাভ হয় নাই, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। বস্তুতঃ আমরা নিজের ত্রুটি ও অভাব বিষয়ে কখনই অন্ধ নহি। আমরা ভূমিকাতে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রিকাখানিকে নানা রসে রুচিরা করিব, এবং ইহাতে বর্ত্তমান ঘটনারও যথোচিত সমাবেশ থাকিবেক। কিন্তু পত্রিকাখানির সঙ্কীর্ণ আয়তন বশতঃ, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারি নাই; তন্নিবন্ধন আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিতেছি। কিন্তু সকলই সময় ও সুবিধা, বিশেষতঃ সাধারণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। হয় ত ক্রমে এমনও ঘটিতে পারে যে, আমরা পত্রিকাখানির কলেবর বৃদ্ধি করিয়া উল্লিখিত দুইটী বিষয়ে যে অভাব আছে, তাহার পরিহার করিতে অধিক পরিমাণে সমর্থ হইব। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কোন অঙ্গীকার করিতে অধিকারী নহি, কারণ সাধারণের অনুগ্রহ নিতান্ত অনিশ্চিত পদার্থ; তাহার উপর নির্ভর করিয়া যদিও অনেক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু কোন প্রকার অঙ্গীকার করা সমীচীন নহে। অতএব আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, বর্ত্তমান অবস্থাতে যতদূর সম্ভব, ততদূর পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তানুবর্ত্তন করিতে ত্রুটি করিব না। আমরা এপর্য্যন্ত যে পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভগ্নাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যুত অধিকতর যত্ন ও উদ্যোগকরা উচিত।

বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রাদির সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে বঙ্গমহিলাগণের পাঠোপযোগী পুস্তকসমূহ নির্ব্বাচন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, আমরা এই বৎসর হইতে নূতন পুস্তকাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কেহ কেহ বোধ হয় এমন ভাবিতে পারেন যে, আমরা পদ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান দিয়া ভাল করি নাই। আপাত-দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সমুদয় অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, অনুযোগ করিবার কারণ থাকিবেক না। এই পত্রিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যগুলি মনে করিয়া দেখিলে, প্রতীয়মান হইবেক যে, আমরা কি বিজ্ঞাপনে কি ভূমিকাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম যে, এই পত্রিকাতে বামাগণের রচনা সাদরে গ্রহণ করিব। তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর একপ্রকার প্রতিদ্বন্দিতা উত্তেজিত হইবেক, এবং তন্নিবন্ধন রচনার অধিকতর অভ্যাস ও জ্ঞানের অধিকতর অনুশীল হইবেক। আমাদের এই প্রত্যাশা নিতান্ত অপূর্ণ হয় নাই। তবে যে বামাগণ গদ্য অপেক্ষা পদ্যের অনেক অধিক রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা দায়ী হইতে পারি না। বিশেষতঃ পদ্যেরই সমধিক অনুশীলন হইতেছে বলিয়া, রচয়িত্রীগণকে নিরুৎসাহ করা উচিত নহে। ইহা প্রকৃতির একটী অপরিহার্য্য নিয়ম যে, বুদ্ধির ও কল্পনার নব উন্মেষকালে, গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই আধিক্য দেখা যায়। যেমন জাতীয় বুদ্ধি ও কল্পনার প্রথম উদয়ে কেবল পদ্যেরই রচনা দেখিতে পায়, তদ্রূপ নারীগণের পক্ষে সে প্রকার না ঘটিবার কারণ নাই। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞানের এই নব উন্মেষ মাত্র। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা প্রাচ্য রমণীদের কল্পনাশক্তি বোধ হয় অধিক স্ফূর্ত্তিমতী। এ অবস্থায় তাঁহাদের রচনাতে পদ্যের ভাগ অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা স্বভাবের গতি-রোধে সাহসী হই নাই বলিয়াই পদ্যের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে। এখন ভরসা করি, যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে সুধীগণ সন্তুষ্ট হইবেন।

যে দ্বাদশমাসে "বঙ্গমহিলার" জীবন সীমাবদ্ধ, তাহা পরি-বর্ত্ত-শূন্য নহে। আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের

কথা বলিতেছি না, অধিক কি এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থাভেদ সম্বন্ধেও এস্থলে বাক্যব্যয় করা আমাদের অভিলাষ নহে। কেবল "বঙ্গমহিলার" সম্বন্ধে যে দুই একটী প্রধান ঘটনা হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব। "বঙ্গমহিলার" প্রধান বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্যারীচরণ সরকার সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন, উৎসাহ ও আনুকূল্য, আমাদের কিরূপ সম্বল ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সেই প্রধান অবলম্বনে অকালে বঞ্চিত হইয়া "বঙ্গমহিলা" এই কোমল বয়সে যে কিরূপ ক্ষতি-গ্রস্তা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বঙ্গ-মহিলার বন্ধুগণ মার্জ্জনা করিবেন যদি আমরা বলি যে, সেই ক্ষতির পূরণ হইতে অনেক সময় লাগিবেক।

ফিয়ার দম্পতীর বিলাত যাত্রাই আমাদের ক্ষোভের দ্বিতীয় কারণ। বিচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ফিয়ার সাহেবের অমূল্য অপক্ষ-পাতিতার প্রসঙ্গ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ফিয়ার দম্পতীর উৎসাহ ও যত্নে বঞ্চিত হইয়া, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গস্বরূপ "বঙ্গমহিলার" ন্যায় পত্রিকা যে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহার উল্লেখ করাই আমাদের অভিলাষ। যাহা হউক এই সকল দুর্ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের কোমল অন্তঃকরণে বেদনা দিতে আমরা যার পর নাই অনিচ্ছুক। পরিবর্ত্তনই কালের নিয়ম। পরিবর্ত্তনে শুভাশুভ উভয়ই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রার্থনা করি, "বঙ্গমহিলা" হিতৈষিগণ ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলেরই প্রত্যাশা করিবেন। সৃষ্টিক্রিয়ার চরম পরিণাম শুভ, এবং কালের গতিতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তৎসমুদায়ের সমষ্টি ফল মঙ্গল ও উৎকর্ষ, অতএব এই বিশ্ব-জনীন বিশ্বাসের বশম্বদ হইয়া, আমরাও "বঙ্গমহিলার" উন্নতি কামনা করিতেছি।

দণ্ডকারণ্যের পৌরাণিক ইতিহাস।

আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষার একটী প্রধান দোষ এই যে, আমরা স্বদেশের ইতিহাস অবহেলা করিয়া পরদেশের ইতিহাস বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়া থাকি। কৃতবিদ্যেরা গ্রীস বা রোম-দেশের দেব-দেবীর অনায়াসে বিবরণ করিতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় দেব-দেবীর বিবরণ করিতে হইলে তাঁহাদের জিহ্বার ভয়ানক জড়তা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বিষয়েই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এই কারণে পুরাণাদি হইতে উত্তম উত্তম ইতিহাস মধ্যে মধ্যে বঙ্গমহিলায় উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে দণ্ডকারণ্য নামে একটী অদ্ভুততম অরণ্যানীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই যোজন শত বিস্তৃত মৃগাদি পরিপূর্ণ বিষম গহন মনোরম অরণ্য কিরূপে সমুৎপন্ন হইল, তাহার ইতিহাস পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

সত্যযুগে মহারাজ মনু দণ্ডধর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইক্ষাকু নামে এক অনুরূপ পুত্র সমুৎপন্ন হয়েন। তিনি যারপর নাই রূপবান্ ও জ্ঞানবান্, এবং সর্ব্বত্র খ্যাতবান্, ও সম্মানবান্ ছিলেন। রাজর্ষি মনু পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে রাজ-পদের উপযুক্ত দেখিয়া, পূর্ব্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পৃথিবীতে রাজবংশ সকলের অভিরাজ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। পুত্রও তথাস্তু বলিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

বহুতর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই নরপতি ইক্ষাকুর জন্ম হয়। এক্ষণে তিনি পিতার পরলোকান্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বহুসংখ্য দেবতাপর পুত্রের জন্ম দান করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অন্যান্য সমুদয় পুত্রের অপেক্ষা শান্ত, দান্ত, কৃতবিদ্য ও গুরু বিপ্রাদি পূজায় সংসক্ত ছিলেন। বুদ্ধিমান ইক্ষাকু তাঁহার

নাম দণ্ড রাখিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের শরীরপার্শ্বে ভাবী দণ্ডপতনরূপ ঘোরতর দুঃখ সন্দর্শন করিয়া, বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গদ্বয় মধ্যে পুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাভাগ দণ্ড সেই রমণীয় পবিত্র শৃঙ্গে রাজা হইলেন এবং অবস্থানার্থ এক অপ্রতিম নগরী বিনির্ম্মাণ করিলেন। ঐ নগরীর নাম মধুমন্ত বলিয়া বিখ্যাত। মহীপতি দণ্ড সাতিশয় শূর, মহাত্মা ও প্রবলপ্রতাপ ছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে সমস্ত অরাতি বিনিহত ও বিঘ্নপরম্পরা নিরাকৃত করিয়া, পুরোহিতের সহিত অনুল্লঙ্ঘিত শাসনে দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় রাজ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই প্রকৃষ্ট ধনধান্য সমাকীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে করিতে বহুশত বৎসর অতীত হইলে, দুরাশয় দৈব তাঁহার প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিল। মনোহর চৈত্রমাস সমুদিত হইয়া প্রকৃতির অনুরাগ বিবর্দ্ধিত করিলে, তিনি সমুচিত পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমপদ দর্শনার্থে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, তদীয় কন্যা বিরজা আশ্রমপদ অলঙ্কৃত করিয়া, মৃদুমন্দ সঞ্চারে মূর্ত্তিমতী তপোলক্ষ্মীর ন্যায় অথবা আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায়, বিচরণ করিতেছেন। তিনি রূপলাবণ্যের সাক্ষাৎ সীমা। ধরাতলে তাঁহার প্রতিমা বা উপমা নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, হাস্য কৌমুদীর ন্যায়, লোচনযুগল সুধাপানমত্ত চকোরীর ন্যায়, ললাটপট্ট শশধর-কিরণ-ধৌত বিশাল গগনপদবীর ন্যায়, বর্ণ প্রতপ্ত চামীকরের ন্যায়, কটাক্ষ খরতর সায়কের ন্যায়, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রত্নসারবিনির্ম্মিতের ন্যায়, পয়োধরযুগল বিধাতার সৃষ্টিচাতুর্য্যের চরমোত্তম, মধ্যদেশ সাতিশয় ক্ষীণ ও মনোহারি সৃষ্টির প্রথম বিকাশ এবং শরীর উন্নত ও পীবর। দর্শন মাত্র আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎকালে তিনি প্রথম যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া, মদন রাজার কুলদেবতার ন্যায় প্রতিভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুকুমার সৌন্দর্য্য, পৌর্ণমাসী

শশধর দর্শী সাগরের ন্যায় উদ্বেল হইয়া, আকাশ পাতাল দিক বিদিক যেন আত্মসাৎ করিতেছিল। তিনি একমাত্র বসন পরিধান করিয়া একাকিনী সেই বিরল অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন, দর্শন করিয়া, মহীপতি দণ্ড দুর্নিবার মোহাভিভব বশতঃ নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়া, তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মীর ন্যায় বোধ করিলেন, এবং সানুনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? তুমি জন্ম গ্রহণ বা অধিষ্ঠান দ্বারা কোন্ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছ? হে শোভনে? তোমার এই অনিসর্গজ অনুপম রূপরাশি দর্শন করিয়া, দুরাচার কুসুমশর আমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। সেই জন্যই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে চপলায়তলোচনে! তুমি দর্শনমাত্রে আমার মনঃ প্রাণ সমুদায়ই হরণ করিয়া লইয়াছ। আমি এখন কি করি। হে সুলোচনে! আমারে জীবন দান কর। হে বরারোহে! আমি তোমার ভক্ত ও কিঙ্কর, আমারে ভজনা কর।

মহীপতি দণ্ড দুর্নির্বার মদনাবির্ভাব বশতঃ উন্মত্তের ন্যায়, বিষমূর্চ্ছিতের ন্যায়, সুরাপায়ির ন্যায়, এই প্রকার প্রলাপপরম্পরা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিরজা অনুনয়সহকারে তাঁহারে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাভাগ শুক্রের দুহিতা, নাম বিরজা। আমি এই পিতার তপোবনেই বাস করিয়া থাকি। তুমি যে পথে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা তোমাদের কুলোচিত নহে। অতএব তুমি ইহা হইতে বিনিবৃত্ত হও। হে মতিমন্! মহামনাঃ শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। অতএব আমি ধর্ম্মতঃ তোমার ভগিনী, আমারে এবম্বিধ বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হয় না। দেখ, তোমার সহিত আমার যেরূপ সম্পর্ক, তাহাতে আমারে অন্যান্য দুরাত্মার হস্তে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মদীয় পিতা শুক্রদেব সাতিশয় কোপন ও রৌদ্রস্বভাব, তিনি জানিতে পারিলে এই মুহূর্ত্তেই তোমারে ভস্মসাৎ করিবেন। তুমি জানিয়া শুনিয়াও

কিজন্য এরূপ সঙ্কটসঙ্কুল বিষম পথে পদার্পণ করিতেছ। দুর্বুদ্ধি শলভ প্রাণত্যাগ জন্যই জ্বলন্ত অনলে নিপতিত হয়। অথবা যদি নিতান্ত আকুল হইয়া থাক, তাহা হইলে, ধর্ম্মসৃষ্ট কর্ম্মানুসারে পিতার নিকট আমারে প্রার্থনা কর। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন। যদি তুমি বলপূর্ব্বক ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, পরিণামে দারুণ ভয় সমুপস্থিত হইবে। যেহেতু মহামনাঃ শুক্র অসীমতপঃপ্রভাবসম্পন্ন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, তোমার কথা কি, সমুদায় সংসার দগ্ধ করিতে পারেন।

দুর্ব্বুদ্ধি দণ্ড মৃত্যুর আসন্নতরবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কালের কুটিল গতি বশতঃ তাঁহার দারুণ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তিনি শুক্রকন্যার অনুনয়সহকৃত উপদেশেও বিনিবৃত্ত হইলেন না। প্রত্যুত, তাঁহার অমৃতরসগর্ভ সুমধুর বচন শ্রবণে আরও উন্মত্ত ও হতচিত্ত হইয়া, মস্তক দ্বারা বন্দনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, অয়ি মদিরায়তলোচনে! আমি কুসুমশরের শরপাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা তোমার পিতার ক্রোধানল ভয়ঙ্কর বা মর্ম্মবিদারক নহে। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই প্রকার বলিয়াই বলপূর্ব্বক তাঁহারে ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাঘোর সুদারুণ অনর্থ সংঘটন করিয়া অবশেষে মধুমত্তচিত্তে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরপুরুষ সংস্পর্শে বিরজা খরকিরণতাড়িতা মুক্তালতার ন্যায় ম্রিয়মাণা হইয়া, আশ্রমের অবিদূরে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ তেজোরাশি বিপ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দারুণ অভিমানে উন্মাদিনী হইয়া, অশ্রুসাগর তরঙ্গে অবগাহনপূর্ব্বক, আপতিত-শোকাবেগ-সংবরণার্থ পিতৃপাদদর্শনের অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু পিতা মুর্ত্তিমান তপোরাশি ও স্বভাবতঃ দেবতার ন্যায়, কিরূপে তাঁহার নিকট এইপ্রকার কলঙ্ক প্রকাশ করিবেন; তিনি শুনিয়াই বা কি বলিবেন, এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, পদেপদেই উদ্বিগ্না হইতে লাগিলেন।

যে সময়ে এই লোকবিগর্হিত বিসদৃশ কাণ্ড সংঘটিত হয়, তৎকালে মহর্ষি শুক্র স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যগণে পরিবৃত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই স্বীয় আশ্রমপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার আত্মজা বিরজা ধূলিধূসরিতাঙ্গী ধরাতলে পতিতা রহিয়াছেন। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, ও বদন কুমুদ নিতরাং মলিন হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে ক্ষুধার্ত্ত মহর্ষির রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি যোগবলে সমুদায় জানিতে পারিয়াছিলেন, অতএব কন্যা না বলিতে বলিতেই যেন ত্রিলোকদাহে সমুদ্যত হইয়া, রোষকষায়িত চিত্তে শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা অদূরদর্শী ভ্রষ্টাচার দণ্ডের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোরসঙ্কাশ বিপত্তি অবলোকন কর। আমি এই মুহূর্ত্তেই দুরাত্মার সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া, শান্তি লাভ করিব। দুরাত্মা না জানিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখা স্পর্শ করিয়াছে; সেই অধর্ম্ম বশতই অনুগামী সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বলিতে কি, সেই পাপশীল দুর্ম্মতি যখন ঈদৃশ ঘোরশংসিত অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখনই তাহার দুর্নিবার বিপৎ আপতিত হইয়াছে! ঐ নরাধম যার পর নাই পাপাত্মা ও যার পর নাই পাপাবতার। অতএব কৃত্য বল ও বাহন সহিত সপ্তাহ মধ্যে বিনষ্ট হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণে পরাঙ্মুখ হইয়া, তদীয় অধিকারে শত যোজন সমন্তাৎ মহৎ পাংশু বৃষ্টি করিবেন। এই প্রকার অনবরত পাংশু বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া, পঞ্চ রাত্র মধ্যে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রাণী একেবারেই বিনষ্ট হইবে। মহাভাগ শুক্র ক্রোধপরীত চিত্তে এইপ্রকার শাপপ্রদানানন্তর স্বীয় আশ্রমবাসিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই কন্যাকে আশ্রম হইতে দূরে অপসারিত কর। চিরপবিত্র মহাপ্রভাব ভৃগুবংশ অদ্য ইহা হইতে কলঙ্কিত হইল। সরল-হৃদয়া বিরজা ব্যাকুল-লোচনে পিতার মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। এবং প্রতিক্ষণেই তাঁহার পরিহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দুরাত্মার কর-সংস্পৃষ্ট

পাপ-মলিন দেহে তাঁহার আর কিছুমাত্র মমতা ছিল না। অতএব পিতা এই প্রকার বলিবামাত্র তিনি স্বয়ংই আশ্রম হইতে বহির্গতা হইলেন। দুরাচার দণ্ড তখনও নগরে গমন করেন নাই। সরল-স্বভাবা বিরজা স্নানানন্তর বিরজা হইয়া তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্! ভবিতব্যতার প্রতিঘাত করা কাহারও সাধ্য নহে। অদৃষ্টের গতিও নিতান্ত কুটিল। যাহা হউক, আর আমার এই কলঙ্কিত দেহে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অতএব যাবৎ এই পাপমলিন দগ্ধপ্রাণ বিসর্জ্জন না করি, তাবৎ তুমি এই আশ্রমপদে অধিষ্ঠান কর।

এদিকে, মহাপ্রভাব ভার্গব কন্যাকে কহিলেন, অয়ি হতভাগিনি! তোমার জীবন দূষিত হইয়াছে। তুমি আর এই তপোবনবাসের বা তপস্বি-দেহ-ধারণের যোগ্য নহ। অতএব এই মুহূর্ত্তেই সরসী হও। অকৃতাপরাধা বিরজা পিতৃনিয়োগ আকর্ণন পূর্ব্বক নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যোজনবিস্তৃত পরম মনোহর সরোবর রূপে পরিণত হইলেন। মহারাজ দণ্ডও অকৃতাপরাধে ব্রহ্মকুল দূষিত করিয়া, নিতান্ত ম্লান ও একান্ত ভ্রষ্টশ্রী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর শুক্রের শাপ স্মরণ করিতে করিতে ব্যাকুল ও ম্রিয়মাণ হইয়া, স্বীয় নগরে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি শুক্র শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দুরাচার দণ্ড আমার এই পবিত্র আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে। আমা হইতেই সুপ্রসিদ্ধ ভৃগুবংশে কলঙ্কের নবাবতার সংঘটিত হইল। এখানে থাকিলে, সমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, নবীভূতের ন্যায় অন্তঃকরণ ব্যাকুল করিবে। অতএব চল, অন্যত্র আশ্রম বন্ধন করি। এই বলিয়া তিনি অন্যবাস আশ্রয় করিলেন।

ইক্ষাকুনন্দন দণ্ড নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কোন মতে স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। শুক্র অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন, তাহা তাঁহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। অতএব তাঁহার প্রদত্ত শাপাস্ত্র

যে কোন মতেই ব্যর্থ হইবে না, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত শঙ্কিত ও চকিতের ন্যায়, সেই ভয়ঙ্কর সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে প্রতিক্ষণ দুর্নিবার মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অনুতাপ রূপ সুদুঃসহ দহনে নিরতিশয় দহ্যমান হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবাদী শুক্র যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সপ্তদিন মধ্যেই তিনি সবাহন ও সপরিজনে ভস্মসাৎ হইলেন। এবং তদীয় অধিকার মধ্যে ঘোরতর পাংশুবৃষ্টি হইতে লাগিল। বিন্ধ্যশৃঙ্গে তাঁহার অধিকার সংস্থাপিত ছিল। তিনি শুক্রশাপে বিনষ্ট হইলে, পাংশুবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার সেই অধিকারও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তদবধি উহা দণ্ডকারণ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নূতন বৎসর।

ভব-রঙ্গভূমি করিয়া সৃজন
ঘটনা-অঙ্কিত-ঐহিক-জীবন
　নরনারীকুলে থুইলা ধাতা।

জীবনের চারু-নাটকাভিনয়
অনুদিন নব রসের আলয়,
আশৈশব অঙ্ক পঞ্চেতে* বিভাগ,
বিবিধ-ঘটনা-সচিত্র-সরাগ;
　ভাবি-করতলে কি সুখদাতা!

কালের পরীক্ষা তাহে সুকঠিন,
আশার কুহকে যতই নবীন,
দীপ্তিমান পট মানস-মোহন,
সুদূরে যতই নয়ন-রঞ্জন,

কিন্তু সে অপটী হইলে পতন,
আর কি সে শোভা জুড়ায় নয়ন?
　পরশে বিলুপ্ত সে ইন্দ্রজাল।

ঘূরিছে নিয়ত আয়ু চক্রাকার
তুলিছে ফেলিছে পট অনিবার;
খেলিছে তাহাতে মানব মানবী,
(সাক্ষীর স্বরূপ সুধাকর রবি)
নাচিছে গাইছে মনের প্রসাদে,
পরক্ষণে কাঁদে দারুণ বিষাদে;
কখন ধরিছে সিংহের গর্জ্জন
বীর রসে মাতি ঘূর্ণিত-লোচন,
আবার তখনি শিথিল-গঠন
ভয়-আকুঞ্চিত বিরস-বদন;
　বলিহারি তব মহিমা কাল!

*যথা শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য।

ভবসিন্ধু - নীরে মিলিল অতীত
আয়ু-পরমাণু তাহাতে নিহিত।
কালের তরঙ্গে দিবা দণ্ড পল
পরমায়ু - জাল সঙ্কুল বিরল।
অনন্ত সে কাল যুগ যুগান্তর
অবিরামগতি লভিতে সাগর,
ফেনপুঞ্জময় জীবন - রাশি।

অনন্ত - সাগর - অনন্ত - সলিলে
অনন্ত ঘটনা অনন্ত সংমিলে
পল অনুপল দিবস সহিতে
পূর্ণ বার মাস, দেখিতে দেখিতে
ডুবিল অচিরে ভরসা নাশি।

সুখের সুদিন নব অনুরাগ
অভেদ পরাণে কায়ার বিভাগ,
পরম কৌতুক সদা হাস্যময়
অসীম-সৌভাগ্য-প্রফুল্ল-হৃদয়!
তবে কেন এবে বিষণ্ণ বদন
ঝর ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন?
হারা'য়ে সে ধন অতীত-সলিলে
বৃথা ভাব তুমি, কি হবে ভাবিলে,
পুনঃ কি সে দিন লভিবে আর?

শৈশবের সখা অন্তর বিমল
এক বৃন্তে দুটী সরস কমল;
উদিত মুদিত হ'য়ে যুগপৎ
আনন্দ-হিমানী লভিয়া কিয়ৎ,
পরিণামে কাল করিল পৃথক্;
জীবিত নলিন মলিন সম্যক্
যাপি' অধোমুখে বিয়োগ-রজনি
বিষম বিষাদে পরমাদ গণি
ফেলে অশ্রুনীর নীহার-ধার।

আলুথালু-কেশী মলিন - বসনা
করতলে গণ্ড করিয়া স্থাপনা
করান্তরে মষী অঙ্গুলি - পরশে
কি লিপি লিখিছে অন্তর বিবশে?
ঘন ঘন বহে বিষাদে নিশ্বাস,
আঁখি ছল ছল গণিছে হতাশ;
কহ লো ভাবিনি কমল-বয়নি
কোন্ পরিতাপে মুদিত-নয়নী?
হারা'য়েছ বুঝি অঞ্চলের ধন
পরাণ পুতলি—সন্তান - রতন,
তাই কি স্মরণপথে সমুদিতে
ডুবিলে পয়োধি-তরঙ্গ অতীতে,
বাড়ব অনল পশিল মনে।

অহে ধনদাস, সুধাই তোমায়
হ'ল কি বিগত বরষ-সেবায়?
আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিবার
কিম্বা দারসুত মায়ার সংসার,
মমতা-বিহীনে করিলে বঞ্চনা
অনাহারতৃপ্ত অর্থের সাধনা;
ধিক্ নরাধম পাপি দুরাশয়,
পাষাণ - হৃদয় বাসনা - দুর্জ্জয়!
কি ফল তিমির-নিহিত ধনে?

অতুল-বিক্রম নরেন্দ্র ভূপতি
মদকল-চিত্ত নিরঙ্কুশ-গতি,
শোণিত-লোলুপ খল মৃগাদন,
সমর-প্রাঙ্গণ-সাক্ষাৎ-শমন।
হইল অতীত অশুভ বৎসর
কিন্তু রাজ্যলাভে প্রফুল্ল অন্তর,
ধিক্ নৃপ হেন রাষ্ট্র-অধিকার
হেন ভূপনাম কলঙ্ক-আধার,
বাসনার দাস নিরয়গামি!

নমঃ শুভ্রকেশ দশমি-প্রবর!
শুষ্ক আয়ুরন্ত সত্ব-শাখি'পর,
পতন উন্মুখ শ্মশান-ভূতলে
কুড়াইবে কাল পরমাত্মফলে;
তাই কি জপিছ অন্তরযামী?

মুদিত-নয়নে মলিন বসনে
পাপের জলধি দারুণ মন্থনে
হলাহল পান করিয়া সংসারে
কে তুমি কাঁদিছ মনের বিকারে
অবনত শিরঃ ধরি' জটাভার
দীর্ঘ-শ্মশ্রুধর—যোগীর আকার,
কিন্তু করপদে শৃঙ্খল-বন্ধন;
কেন এ নিগড় করিছ ধারণ—
অহো! দুরাচার তস্কর-রীতি?

কারাগার অন্ধ-তমস, বিজন,
অপরাধ-রাজি-কলুষ-ভবন;
নীরস-পাদপ-তনু-অনুদর
নরাধম, শঠ, কুটিল-অন্তর!
মুক্তিলাভ আশা তথাপি প্রবল
জ্বলিল অন্তরে নিষ্প্রভ অনল,
জাগিল স্মরণে রুচির কুটীর
উদিল সহসা প্রণয়-মিহির,
ফুটিল নলিনী আনন্দ-কাসারে
কাঁপিল হৃদয়-মৃণাল সে ভারে,
বহিল গৌরবে স্নেহের পবন
তাহে অনুকূল অতীত জীবন;
তদা সে অপাঙ্গ ঈষৎ স্ফুরণে
আসার-মণ্ডিত-সুধাংশু-বদনে
নিরখে তোরণ ঘুচায়ে ভীতি।

সাধের প্রতিমা বরষ নবীন!
ত্যজিল প্রকৃতি বসন মলিন,
নব সাজে রাজে সতী বসুন্ধরা
ধরিয়া মস্তকে মঙ্গল পসরা
বালার্ক-সিন্দুর মণ্ডিত তায়।

নবীন অরুণ নবীন গগনে
উজলিল মহী নবীন কিরণে;
নবীন সমীর বহে সুললিত,
নবীন পল্লব তাহে সঞ্চালিত;
নবীন বসন নবীন ভূষণে
উষা রসবতী নবীন যৌবনে
নবীন কাননে কৌতুকে ধায়।

নাচিল সে ঝিঙ্গা বিটপী-শিখরে
নাচিল ময়ূর গিরির কন্দরে,
কুহু কুহু রবে পূরিয়া কানন
কলকণ্ঠ করে সুধা বরষণ,

নানা বর্ণ-ধারী বিহঙ্গের গান
নব অনুরাগে মিলায়ে' সুতান
নবীন বরষ আগম ঘোষে।
নর্ম্মদা কাবেরী সিন্ধু গোদাবরী
সরযূ জাহ্নবী কলনাদ ধরি'
আনন্দ-প্রবাহে আকুল-পরাণ;
যমুনার বারি বহিছে উজান!
নীল নভস্তলে পূর্ণ শশধর
উড়ুবৃন্দ মাঝে শোভার আকর;
সরসী-সলিলে সরস মৃণালে
দুলিছে কুমুদী, খেলিছে মরালে;
রোহিণীর সখী কাদম্বিনী ধনী
খেলিছে গগনে ল'য়ে নিশামণি;
ধরণি-পিন্ধন-কৌমুদী-বসন
উড়ায় কৌতুকে মলয় পবন;
গুঞ্জরে মধুপ কুসুম কাননে
অনুরাগে ভোর প্রণয় সাধনে,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন চরাচর
পাপিষ্ঠ মানব বিরস-অন্তর,
কিছুতেই মনঃ নাহিক তোষে।
তবে কি মানবে বিভু দয়াময়
এতই বিরূপ এতই নিদয়?
নিখিল সংসার আনন্দ-কানন;
দাবানলে দহে মনুজ-জীবন?
এ রহস্য তবে সুধাই কাহারে
ত্যজিব পরাণ মনের বিকারে,
দেখিব মস্তিষ্ক পুটক-ভঞ্জনে
কোন্ উপাদানে সন্তোষ নিধনে;
ভবের প্রভুত্ব করিয়া ধারণ
কিসে তবে নর অধম-জীবন?
সুখের সহিত নাহিক দেখা।
শান্ত হও মনঃ ত্যজ ভবমায়া
ধন মান কায়া সকলিত ছায়া;
প্রকৃত পদার্থ সুখ নিরমল,
চিদানন্দভোগ্য চেতনা বিমল।
ধরিছ হৃদয়ে দুরাশার স্রোত,
কলুষ-কল্মষ-কলঙ্কিত-পোত,
কাঞ্চন বিভ্রমে রাঙ্গিক ব্যাপারী
সে হেতু অমূল্য সুখের ভিখারী,
করহ আয়ত্ত্ব মানস দুর্ব্বার
ধরমে পদবী প্রয়োগ তাহার,
অনন্ত সে কাল অমূল্য রতন
যাহার পরার্দ্ধ-ভগ্নাংশ জীবন,
হেলায় হোর'না সে দুর্লভ নিধি
(যাহাতে মিলিত আপনি সে বিধি)
এ মর্ত্ত্য জীবন বিতস্তি প্রমাণ,
কিন্তু পরমাত্মস্থিতি যুগমান;
তবে কেন মন বিষাদে মগন
চরমে সুলভ্য সুখ-নিকেতন,
দারা সুত ভাই বন্ধু পরিজন
সকলি সে মায়া-নটীর সৃজন;
সুযশ সুনাম রাখ চিরদিন,
কীর্ত্তির কুসুম কোর না মলিন;
অথবা হিরণ্য-রেতায় হিরণ্য
দহি কিছুকাল যেমতি সুধন্য;
রাখ তথা স্মৃতি-নিকষে রেখা।

শিশু বিনয়ন।

আমাদের, গৃহের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে নিতান্তই মনঃপীড়া জন্মে। পরিবারের অনেক ভাগই অতি দূষিত ও নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। পিতা সন্তানকে শিক্ষাদানে অপটু, মাতা সন্তান পালনে অক্ষম, স্বামী ভার্য্যাকে মর্য্যাদা করিতে জানেন না, ভার্য্যা স্বামিকে প্রীতি ও ভক্তি করিতে অনভিজ্ঞ, সন্তান পিতামাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশে অসমর্থ; এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম বলিয়া আমাদের গৃহ বিজাতীয় দুঃখ ও ক্লেশের আগার হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের গৃহের সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। কিরূপে আমরা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষালাভ করতঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহা শিক্ষা করা আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এক্ষণে অধিকাংশ বালক পিতামাতার নিকট ধনোপার্জ্জন প্রবৃত্তিই বিশেষরূপে শিক্ষা করে, গৃহের কর্ত্তা ও গৃহিণীগণ অনেকে নানাপ্রকার কুসংস্কার শিক্ষা দিয়া, তাহাদের কোমল চিত্তকে সঙ্কুচিত ও জড়িত করিয়া ফেলেন, তাহারা অনেক দিকেই সত্য এবং ন্যায় ব্যবহারের শিক্ষা পায় না, সুতরাং বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে কুটিলতা শিক্ষা করে ও বিষম স্বার্থপর হইয়া উঠে। কন্যাগণের ত কথাই নাই, অনেক পিতামাতার নিকট হইতে কি নীতিশিক্ষা, কি বিদ্যাশিক্ষা, এ উভয় হইতেই তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত সহকারে স্বার্থপর ও ধর্ম্মশূন্য হইয়া দাঁড়াইল, কন্যা যখন কেবল শরীরের শোভা সম্পাদন ও স্বার্থসাধনই শিক্ষা করিল, তাহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরিণামে যে নূতন পরিবারের সৃষ্টি করিবে, সে পরিবার যে কেবল দুঃখ ও বিপদের নিলয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব শিশুকে নীতিশিক্ষা দিতে যত্ন

করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে যে আমরা পরিবারের মূল সংস্কার করিতে পারিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিশুকে যথারূপে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলে পিতা মাতার চরিত্র ও স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ শিশু-গণের কোমল হৃদয় কিছুমাত্র ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে না পারিয়া যাহা দর্শন বা শ্রবণ করে, তাহাই অনুকরণ করিয়া বসে। অধিকন্তু পিতা মাতার শারীরিক অবস্থা কোন রূপে দূষণীয় হইলে সন্তান সন্ততির অমঙ্গলের আর ইয়ত্তা থাকে না। সাধু এবং অসাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাঁহারা আপনাদের পাপ ও পুণ্য উভয়ই সন্তানসন্ততি পরম্পরায় একপ্রকার অখণ্ডরূপে বিন্যস্ত করিতে পারেন। অনেকেই দেখিয়াছেন, এক এক বংশে বা জাতিতে এক প্রকার স্বভাব প্রবল থাকে, সেই স্বভাব দেখিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অমুক অমুকবংশ বা জাতি সম্ভূত। অতএব পৃথিবীতে যত প্রকার কর্ত্তব্য ভার আছে, তন্মধ্যে পিতামাতার কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর। তাঁহাদিগের হস্তে এক একটী বংশের সম্পূর্ণ উন্নতি ও অবনতি সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এজন্য প্রতি পরিবারের পিতামাতাকেই আমরা প্রকৃত দেশসংস্কর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে দেশসংস্কার প্রথম পিতামাতা দ্বারা আরম্ভ হয়, শিক্ষকেরা তাহা বর্দ্ধিত করেন, এবং প্রতি ব্যক্তি তাহাকে পরিণত করিয়া জগতে বিস্তার করেন।

এক্ষণে যে প্রণালীতে শিশুশিক্ষা প্রদান করিলে তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হইতে পারে তদ্বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নিম্নে নির্দ্ধারিত করা গেল, যথা :—

প্রথমতঃ—সংশোধন অপেক্ষা নিবারণ, এবং বলপূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধন করান অপেক্ষা অনুচিত কার্য্যের বিষম ফল প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখা উত্তম কল্প। যদি সন্তানদিগকে সাহসী করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কোন

না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক পা চলিলে বা একটী কথা কহিলেও আমাদের শরীরের কিছু না কিছু ক্ষয় হয়। কেবল যে ইচ্ছানুগত অঙ্গচালনা প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারাই আমাদের শরীর ক্ষয় হয় এমত নহে, শরীরের স্বাভাবিক কতকগুলি ক্রিয়া আছে, যথা শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, পাকক্রিয়া ইত্যাদি, যাহার দ্বারাও শরীরের সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শেষোক্ত ক্রিয়া সকল আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে এবং অজ্ঞাতভাবে সর্ব্বদাই সাধন হইয়া থাকে, নিদ্রাবস্থায়ও ক্ষান্ত নহে। যত আমরা চিন্তা করি, ততই আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষয় হয়। যদ্যপি প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা ত্যাগান্তে কোন ব্যক্তিকে ওজন করা যায় এবং তৎপরে তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আহারের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ওজন করিয়া দেখিলে, উভয় গুরুত্বের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। প্রথম ওজন অপেক্ষা শেষ ওজন অনেক কম হইবে, তাহার কারণ অঙ্গচালনা, চিন্তা প্রভৃতি নানা শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা ঐ তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে শরীরের অনেক ক্ষয় হইয়াছে। ক্ষয়ভাগ নানা উপায়ে শরীর হইতে বহির্গত হয়, যথা, কতকগুলি ফুস্‌ফুস দ্বারা নিশ্বাসিত বায়ুর সহিত নির্গত হয়, কতক মূত্রাশয় দ্বারা মূত্রের সহিত এবং কতক চর্ম্মের দ্বারা ঘর্ম্মের সহিত ইত্যাদি। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন সবল ব্যক্তির শরীর হইতে ৩ বা ৩।০ সেরের মধ্যে ক্ষয় পদার্থ নির্গত হয়। অতএব এইরূপ সর্ব্বদা ক্ষয় দ্বারা আমাদের শরীর নিশ্চয়ই শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যাইত যদ্যপি ঐ ক্ষতিপূরণের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিত। নিত্য নূতন দ্রব্য শরীর মধ্যে গ্রহণ না করিলে এই ক্ষতিপূরণের আর অন্য উপায় নাই। খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্য সকল শরীর মধ্যে গ্রহণ করিবার কৌশল থাকাতেই, ঐ সকল দ্রব্য পাকস্থলীতে গৃহীত হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন করে। বায়ুর জীবনীভাগ অম্লযান বায়ু যাহা আমরা নিশ্বাস দ্বারা শরীর মধ্যে গ্রহণ করি, তাহাও উক্ত ক্ষতিপূরণের

একটী উপায় বলিতে হইবে। যে পরিমাণে শরীর ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন নূতন আহারীয় দ্রব্য ব্যক্তি মাত্রেরই শরীর মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং শিশুগণের শরীর নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগের ক্ষয় ভাগ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই সকল জীবনশূন্য পদার্থ যথা, ভাত, রুটী, দাল, তরকারী ফলমূল, জল ইত্যাদি যাহা আমরা আহার করি, ইহারা কিরূপে জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাদের শরীরের মাংস, অস্থি, কেশ, চর্ম্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিণত হয়। ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য জীবন প্রণালী আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য, এবং এইরূপ কত শত আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার সৃষ্টিতে আমাদিগের নয়নগোচর হয়, যাহার ভাব আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি না, কেবল আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করি, এবং তাঁহার অসীম শক্তির প্রশংসা করিয়া মনের উদ্বেগ নিবারণ করি।

শারীরিক তাপ জীবন রক্ষার আর একটী অত্যাবশ্যক অবস্থা। এবং এই তাপ শরীর মধ্যে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান্ রাখিবার নিমিত্ত, অগ্নির আবশ্যক করে, এবং সর্ব্বক্ষণ অগ্নি রাখিতে হইলেই কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। এই জীবনাগ্নির কাষ্ঠ আমরা খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ করি। ভুক্তদ্রব্যের শ্বেতসার তৈলময় ও শর্করা অংশ রাসায়নিক কার্য্য বিশেষ দ্বারা নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে। অতএব ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য দ্রব্য আমাদের শারীরিক পুষ্টতা ও জীবনরক্ষার একটী প্রধান উপায়।

খাদ্যদ্রব্য প্রধান দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সজীব ও নির্জীব পদার্থ। সজীব খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীসমূহ হইতে সংগৃহীত হয়, যথা শস্য, ফলমূল, মাচ, মাংস ইত্যাদি এবং নির্জীব খাদ্যদ্রব্য খনিজ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহারা প্রায় সজীব দ্রব্যের সহিত স্বতই সংযুক্ত থাকে যথা লবণ, চূণ, জল ইত্যাদি। সজীব পদার্থ দুই প্রকার (১) যবক্ষারজান-বিশিষ্ট,

সাহসিক কার্য্যে বল বা উৎসাহ দিয়া নিযুক্ত করান অপেক্ষা তাহাদিগকে দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতা হইতে একেকালীন নিবৃত্ত রাখাই সমধিক কার্য্যকর।

দ্বিতীয়তঃ—উপদেশ ও শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত সমধিক ফলদায়ক। স্থানীয় বায়ু যেমন আমাদিগের শরীরের উপর অলক্ষিতরূপে কার্য্য করে, সেইরূপ সহবাসের দোষ গুণ শিশুগণ অলক্ষিত ভাবে গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ—কতকগুলি মহান্ সত্য উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা সামান্য ও সহজ বিষয় সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশু-হৃদয়ে মুদ্রিত করা অধিক কার্য্যকর।

শিশুগণকে কি করা কর্ত্তব্য বলিলে হইবে না, কিরূপে করিতে হয়, দেখাইয়া দিতে হইবে, এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিয়ম কার্য্যে ও কার্য্য অভ্যাসে পরিণত না হইলে সে নিয়মে কোন ফল নাই। শিক্ষাকার্য্যে এইটী প্রধান, অথচ ইহাতে যত অমনোযোগ এমন আর কিছুতে দেখা যায় না। এ কার্য্য কর, এতাদৃশ আদেশ অতি সহজ, কিন্তু সেই কার্য্য আদেশানুযায়ী করান এবং তাহা জীবনে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে। বেকন কহিয়াছেন, "অভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি," সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যে এই অভ্যাস যেন প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া না ফেলে। প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাসগত সঙ্কুচিত ভাব দ্বারা কোমল হৃদয়কে তদবস্থাপন্ন করা প্রকৃত শিক্ষাদানের ফল নহে।

চতুর্থ—কেবল বর্ত্তমান কালের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া শিশুদিগের ভাবী জীবনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের স্ব স্ব আচরণ বিশুদ্ধ করিতে হইবে, যেহেতু তাহাদের পরিণত বয়সে কোন দোষ না জন্মিতে পারে।

অকাল পরিণত জ্ঞান, অকাল পরিণত মানসিক তেজ, অকাল

পরিণত বোধ বা অনুভাব, এমন কি অকাল পরিণত উচিত আচরণও স্বভাবের প্রকৃত দৃঢ়তার পরিচয় দেয় না। এতাদৃশ ভাব ভাবীজীবনে যে অনুরূপ ফল উৎপাদন করিবে ইহা অতি অল্প সম্ভাবনা।

পঞ্চমতঃ—অনুদার ভাব হইতে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কি ইংলণ্ডে, কি এতদ্দেশে শিশুগণকে বাল্যকাল হইতেই এক স্থলে স্পষ্টরূপে অন্যত্র গূঢ়রূপে অনুদার ভাব শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু প্রতিবেশী এবং ঈশ্বর সকলকেই অনুদার ভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা পায়। বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান শিশুর কোমলান্তঃকরণে সতর্কতা ও বিজ্ঞতা সহকারে নিহিত করিয়া দিলে উন্নত্ত বয়সে তাহাদের চিত্ত উদার হইবে। আমাদিগের একথা মনে করা উচিত যে একজনের অন্তঃকরণে ঈশ্বর বিষয়ক প্রকৃতভাব বহুদিনে বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব শিশুর অন্তঃকরণে যে ধর্ম্মবীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহার ক্রমোন্নতি সাধনে যথাকালে যত্ন না করিলে তাহা হইতে সতেজ ধর্ম্মতরু উদ্ভূত না হইয়া বরং সেই বীজ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রমিক উন্নতভাব ধারণ করিলে সেই উন্নতি যেমন অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ী হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

খাদ্য।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিশ্বাস, জলপান ও আহার এই তিনটী আমাদিগের জীবন রক্ষার নিতান্ত আবশ্যক ক্রিয়া। তন্মধ্যে আহার কার্য্যটি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন হয়। শরীরের সমস্ত পদার্থ সতত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনায় এবং যন্ত্র সমূহের স্ব স্ব কার্য্য সাধনে, মাংস, স্নায়ু এবং অন্যান্য দৃঢ় ও জলীয় পদার্থের সততই ক্ষয় হইয়া থাকে। যে কোন সামান্য কর্ম্ম আমরা করি, তাহাতেই আমাদিগের শরীর কিছু

উহার সর বা পনির, তৈলময় পদার্থ উহার মাখন, শর্করা উহার মিষ্ট ভাগ এবং নানাবিধ খনিজ পদার্থ যথা লবণ, জল ইত্যাদি।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সন্তাপিনী নাটক। জনৈক ভদ্রমহিলাপ্রণীত। বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং। মূল্য এক টাকা।

সুশিক্ষিত বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক যত পুস্তক প্রণীত হয় ততই আমাদিগের গৌরবের বিষয়। এই নাটকখানির উৎসর্গ পত্র পাঠে আমরা জ্ঞাত হইলাম, এখানি উক্ত ভদ্রমহিলার দ্বিতীয় উদ্যম। নাটকের ভাষা উত্তম বলিতে হইবে এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের দুই একটী সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু আমরা পুস্তকখানি নাটকোচিত গুণবিশিষ্ট বলিতে পারি না। আমরা গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুরোধ করি, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকার আছে, তাহাতে তিনি যদি নাটক না লিখিয়া অন্যান্য বিষয়ে লেখনী চালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদরণীয় হইতে পারিবে।

২। হোমিওপেথিক সচিত্র পুস্তকাবলী। ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১ম সংখ্যা। সদৃশ ভৈষজ্যসার। এখানিতে তিনটী ঔষধের ইতিবৃত্ত, আকার, জন্মস্থান, প্রস্তুতপ্রণালী, মাত্রা, সমশ্রেণীস্থ ঔষধ, প্রতিষেধক ঔষধ, এলোপেথিক মতের ব্যবস্থা, ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ, লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ, সমশ্রেণীস্থ ঔষধের আপেক্ষিক গুণ বিচার এবং মৃত-দৈহিক অবস্থাবিশেষ বাহুল্যরূপে লিখিতহইয়াছে। এখানি হোমিওপেথিক চিকিৎসক এবং উক্ত চিকিৎসানুরাগী সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

২য় সংখ্যা সদৃশ চিকিৎসাসার। এখানিতে ভিন্ন প্রকার জ্বরের ইতিবৃত্ত, নিদান, রোগনির্ণয়, কারণ, লক্ষণ, ভাবীফল, এলো-

পেথিক মতের ব্যবস্থা, হোমিওপেথিক চিকিৎসা, মৃতদেহ পরীক্ষাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বসন্ত বাবু যেরূপ পরিশ্রমের সহিত এই পুস্তকাবলী সম্পাদিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা তাঁহাকে কেবল একটী কথা বলিব। তিনি যখন রোগের বিশেষ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার বর্ণনার সকল ভাগই সম্পূর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী হইয়া লিখিতে হইলে এই অসম্পূর্ণ দোষ দৃষ্ট হইবে। তাঁহার "এলোপেথিক মতের ব্যবস্থা" বর্ণন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

সংবাদসার।

আমাদের মান্যবর ছোট লাট্ সাহেব, কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলীর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শনার্থ মাননীয় পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলারকে তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যালয়গুলির বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা, বর্দ্ধমান ও ঢাকা বিভাগের বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে কতকগুলি বৃত্তি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বৃত্তির নিমিত্ত নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষার অন্যান্য বিষয় সকল বালকদিগের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সহিত সমান থাকিবে, কেবল গণিত ও পদার্থ বিদ্যার পরিবর্ত্তে সূচিকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইবে।

চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, আমরা মহিলাগণকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা স্ব স্ব নাম ও ধাম সত্বর উক্ত সভায় সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

যথা, মাংস, ডিম্ব, গোম, চাল, দাল প্রভৃতি শস্যাদি এবং (২) যবক্ষারজান-বিহীন, যথা, বসা, তৈল, শর্করা, শ্বেতসার, গোঁদ ইত্যাদি। যবক্ষারজান-বিহীন সজীব পদার্থ আবার দুই অংশে বিভক্ত, (১) আঙ্গার ও উদজানবিশিষ্ট, যথা বসা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি এবং (২) আঙ্গার উদজান ও অম্লজান-বিশিষ্ট, যথা শ্বেতসার, গোঁদ, শর্করা ইত্যাদি।

এইরূপে খাদ্য দ্রব্য প্রধান চারি অংশে বিভক্ত হইল, (১) যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ, যথা মাংস, ডিম্ব, গোম, চাল, দাল প্রভৃতি শস্যাদি। (২) আঙ্গার ও উদ্‌জানবিশিষ্ট পদার্থ, যথা, বসা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি। (৩) আঙ্গার উদ্‌জান ও অম্লজানবিশিষ্ট পদার্থ, যথা শ্বেতসার, গোঁদ, শর্করা ইত্যাদি। (৪) নির্জীব খনিজ পদার্থ, যথা, লবণ, চূণ, জল ইত্যাদি।

এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের গুণ এবং কে কি রকমে আমাদের শরীরের কার্য্য সাধন করে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

(১) যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থের দ্বারা শরীরের মাংস মেদ স্নায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকল নির্ম্মিত হয় এবং উহাদের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ সকল পূরণ হইয়া থাকে। এই খাদ্য দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণের অল্পতা হইলে, শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পাক ইত্যাদি প্রধান ক্রিয়া সকল নিয়মিতরূপে সম্পাদিত না হওয়াতে শারীরিক বলের এবং মস্তিষ্কের হ্রাস হইয়া পড়ে এবং শরীর ক্রমে দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হয়। আবার অধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া তাদৃশ পরিশ্রম না করিলে অতিরিক্ত পুষ্টিজনক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

(২) আঙ্গার ও উদ্‌জানবিশিষ্ট পদার্থ। ঘৃত, বসা বা চর্ব্বি, নানাবিধ উদ্ভিজ্জ তৈল, যথা নারিকেল-তৈল, সরিসা-তৈল, ভেরাণ্ডা তৈল, ইত্যাদি, এবং প্রাণিজ তৈল যথা কড্ মৎস্যের তৈল ইত্যাদি দ্রব্য সকল এই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল পদার্থ প্রধানতঃ তাপ উদ্ভাবনে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ, মেদ, পেশী

এবং মস্তিষ্কের তৈলময় অংশরূপে পরিণত হয় এবং কিয়দংশ স্বতন্ত্ররূপে শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। এই সকল দ্রব্য শরীরের প্রয়োজনাধিক আহার করিলে কতক অংশ শরীরের কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতিরিক্ত ভাগ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, মাখন ও সরিষার তৈল আমরা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। বসা আমরা ব্যবহার করি না, কিন্তু ইয়োরোপীয় এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে উহা একটী বিশেষ আহারীয় দ্রব্য।

(৩) আঙ্গার উদ্‌জান ও অম্লজানবিশিষ্ট পদার্থ। নানাবিধ শ্বেতসার, শর্করা, গোঁদ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। যদিও এই সকল দ্রব্য শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু প্রায় সকল জাতির মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পদার্থের ন্যায় ইহারাও শরীর মধ্যে তাপ উদ্ভাবন করে। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহারা বসায় পরিণত হয় এবং এই বসা অধিক পরিমাণে শরীর মধ্যে সঞ্চিত হইলে আমাদিগকে স্থূলাকার করিয়া ফেলে। শর্করা অধিক পরিমাণে আহার করিলে অম্ল এবং বায়ু উৎপত্তি হইয়া পাক-কার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট করে এবং নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সাগু, আরারুট, টাপিওকা গোল আলু, চাউল ইত্যাদি দ্রব্যে শ্বেতসার অধিক পরিমাণে আছে। এই নিমিত্ত ইহারা বহুমূত্র রোগে বিশেষ নিষিদ্ধ।

(৪) নির্জ্জীব খনিজ পদার্থ, যথা লবণ, চূণ, জল ইত্যাদি। ইহারা ১ম ও ২য় শ্রেণীর দ্রব্যের ন্যায় শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের জীবনধারণের নিমিত্ত জল একটী প্রধান পদার্থ এবং উহা অধিক পরিমাণে আমাদের সকল অঙ্গেই বিদ্যমান আছে। চূণ প্রভৃতি কঠিন খনিজ পদার্থ দ্বারা অস্থি নির্ম্মাণ হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুগ্ধকে আদর্শ করিয়া খাদ্যদ্রব্য এইরূপ চার অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দুগ্ধের উপাদান মধ্যে এই চারি প্রকার পদার্থই দৃষ্ট হয়, যথা যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ

২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।] [জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১॥০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৵০ আনা।

যাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে ৪ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট ' বঙ্গমহিলা ' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... ⁄০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান,
মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং।

শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২৲ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গমহিলা।

প্রকাশিতের পর।

আমরা বঙ্গমহিলার অনেকস্থলেই মনুসংহিতার উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের বোধ হইতেছে যে, বঙ্গমহিলাসম্বন্ধে মনুসংহিতার যাহা কিছু প্রয়োগ হইতে পারে, তাহার নিঃশেষে বিবরণ করা উচিত হইতেছে। নতুবা আমাদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ হইবে। আমরা এই নিমিত্ত সমগ্র মনুসংহিতা অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে যাহা কিছু দেখিয়াছি অদ্য ধারাক্রমে তাহাই উদ্ধার করিলাম।

মনু স্ত্রীলোকের বিষয়ে সাধারণতঃ নানাস্থানে নানাপ্রকার কহিয়াছেন, আমরা সে সকল পরিণামে উদ্ধার করিব। তাঁহার পঞ্চম পরিচ্ছেদ স্ত্রীদিগের বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে, আমরা প্রথমতঃ তাহাই উদ্ধার করিতেছি।—পাঠক মনুসংহিতার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১৪৬ কবিতা হইতে আমাদের অনুসরণ করুন, দেখিতে পাইবেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ রীতির অনুসারে স্ত্রীপালন করিতেন।—মহাত্মা মনু ১৪৬ কবিতায় মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—

"মানুষকে পবিত্রভাবে কালযাপন করিতে হইলে যে সকল নিয়ম আবশ্যক হয় তাহার সমগ্র বর্ণনা করা হইল, এক্ষণে স্ত্রীলোকের বিষয়ে কিরূপ নিয়ম আবশ্যক তাহা শ্রবণ কর।"

১৪৭। বালিকাই হউক্, তরুণীই হউক্ আর বৃদ্ধাই হউক্ স্ত্রীরা যেন স্বতন্ত্রভাবে কোন কর্ম্মই না করে। বাহিরের কথা দূরে থাকুক্, স্বগৃহেও যাহা করিবে যেন তাহাতে স্বেচ্ছাচার প্রদর্শন না করে।

১৪৮। বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তার মরণে পুত্রগণ স্ত্রীদিগের অবেক্ষণ করিবে। পুত্রবিরহে স্বামীর বান্ধবগণ, তদ্বিরহে পিতার বান্ধবগণ এবং তদ্বিরহে রাজা স্ত্রীদিগের শরণস্থল হইবে। অর্থাৎ স্ত্রীরা পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের শরণাগত হইবে।

১৪৯। স্ত্রী যেন পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রগণ হইতে পৃথক্ হইয়া বাস না করে, কারণ ওরূপ করিলে সে উভয় কুলকেই নিন্দাভাজন করিবে।

১৫০। স্ত্রীলোকের স্বভাব সদা প্রসন্ন হইবে। সে গৃহকর্ম্ম পটুতা সহকারে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। গৃহের দ্রব্যসামগ্রী সাবধানতা সহকারে অবেক্ষণ করিবে। এবং ব্যয়স্থলে মিতাচারী হইবে।

১৫১। পিতা বা পিতার অনুমতি লইয়া ভ্রাতা, তাহাকে যাহার করে সমর্পণ করিয়াছে, সে তাহাকে জীবিতকালে দ্বিধা রহিত হইয়া পূজা করিবে। এবং মরণেও বিস্মৃত হইবে না।

১৫২ ও ১৫৩ কবিতার মর্ম্মার্থ। স্বামী স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকারী। স্বামী রীতিমত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সে তাহার ইহকাল ও পরকালের গতি হইয়া থাকে।

১৫৪। স্বামী ভ্রষ্টাচার পরস্ত্রীরত ও গুণহীন হইলেও ধার্ম্মিকা স্ত্রী তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে।

১৫৫। যজ্ঞই বল আর ধর্ম্মকর্ম্মই বল স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রী কিছুই করিতে পারিবে না। স্ত্রী স্বামীর যেরূপ পূজা করিবে, পরিণামে তাহার সেই পরিমাণেই সদ্গতি হইবে।

১৫৬। পতিপরায়ণা স্ত্রী যদি স্বর্গে স্বামিসহবাস বাসনা করে, তবে সে যেন স্বামীর জীবনে বা মরণে তাহার অনভীষ্ট না করে।

১৫৭। বরং বিশুদ্ধ ফলপুষ্পমূলাহার করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইবে, তথাপি স্বামী মরিলে সে পরপুরুষের নামও উচ্চারণ করিবে না।

১৫৮। ক্ষান্তি, কষ্টকারিতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং ধর্ম্মব্রত পতি-পরায়ণা স্ত্রীদিগের আমরণ একমাত্র কর্ত্তব্য।

১৫৯। আজন্ম জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিলে মানুষ পুত্র না থাকিলেও স্বর্গারোহণ করিবে।

১৬০। এইরূপ যে স্ত্রী স্বামী মরিলে পর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করে সেই ধার্ম্মিকা পুত্রবতী না হইলেও স্বর্গারোহণ করিবে।

১৬১। বিধবা পুত্রার্থে মৃতপতির অবমাননা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে ইহলোকে তাহার কলঙ্ক এবং পরলোকে সে স্বামি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিতা হইবে।

১৬২। পুত্র পতির ঔরসজাতভিন্ন হইলে সে পুত্রে স্ত্রীর অধিকার নাই। ধর্ম্মরতা নারীর পক্ষে এই সংহিতার কোন স্থানে পত্যান্তর গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা নাই।

১৬৩। পূর্ব্বস্বামী নীচবংশের হইলেও তাহাকে বিস্মৃত হইয়া স্ত্রী যদি কুলীন পতি গ্রহণ করে, তথাপি সে ইহলোক ও পরলোকে নিন্দনীয় হইবে।

১৬৪। উঢ়া স্ত্রী পতির প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ না করিলে জীবনে কলঙ্কিনী এবং মরণে গাধাগর্ভে প্রবেশ করিবে বা তাহার কুষ্ঠাদি মহারোগ হইবে।

১৬৫। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামিশুশ্রূষা করে নিশ্চয়ই সে পরলোকে স্বামিসহবাস প্রাপ্ত হইবে। সাধুরা এইরূপ স্ত্রীদিগকেই সাধ্বী কহিয়া থাকে।

১৬৬। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, স্ত্রীলোকের কায় মন ও বাক্য এইরূপ সংযত হইলে নিশ্চয়ই সে পরলোকে স্বামিসহবাসের অধিকারী হইবে।

১৬৭। বেদপারগ ব্রাহ্মণ এইরূপ সতী স্ত্রীকে মরণের পর অবশ্য অবশ্য পবিত্র হুতাশন ও উপকরণ সহকারে সৎকার করিবে।

১৬৮। সতী স্ত্রীর এইরূপ সৎকার করিয়া সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

পতিসেবা বিষয়ে স্ত্রীদিগের এইরূপ কর্ত্তব্য মনুসংহিতার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতমহিলারা এইরূপ শাসনেই চিরকাল চলিয়া আসিতেছেন। স্ত্রীলোককে যতপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতে হয়, মহাত্মা মনু তাহা সকলই করিয়াছেন। বোধ হয় উল্লিখিত কবিতা সকলে যাহা কিছু লিখিত

হইয়াছে ইংরাজীসভ্যতাসমাকীর্ণ নব্য সম্প্রদায় তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবেন না।

অনন্তর আমরা মনুসংহিতার অন্তর্গত দণ্ডনীতি হইতে স্ত্রী-সম্বন্ধি শাসনসকল উদ্ধার করিতেছি;—

৮ পরিচ্ছেদ, ৬৮। স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যস্থলে স্ত্রীলোককেই গ্রহণ করিতে হইবে।

৭০। অন্যস্থলে সমুচিত সাক্ষ্য না পাইলে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে পারিবে।

২০৫। কন্যার অমুক অমুক দোষ আছে, অর্থাৎ কন্যা উন্মাদ-গ্রস্ত বা কুষ্ঠগ্রস্ত বা পরপুরুষসংসর্গকলুষিত হইয়াছে, যদি কন্যার আত্মীয়েরা কন্যার দোষ এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেও কোন ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে, তবে আত্মীয়েরা দণ্ডনীয় হইবে না।

২২৪। পুরস্কারলোভে কন্যার আত্মীয়েরা কন্যার দোষ ও দুশ্চরিত প্রকাশ না করিয়া তাহার বিবাহ দিলে দণ্ডনীয় হইবে। রাজা তাহার ৯৬ পণ জরিমাণা করিবেন্।

২২৫। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল ঈর্ষাবশে এইরূপ কহে যে, "যাহাকে বিবাহ করিতেছ সে কন্যা কুমারী নহে," তাহা হইলে তাহার ১০০ পণ জরিমাণা হইবে।

২২৬। পবিত্র বিবাহমন্ত্র অসম্ভুক্ত কুমারীদিগের বিবাহেই উচ্চারিত হইবে। যাহারা ওরূপ কুমারী নহে, তাহাদের বিবাহে কোনপ্রকার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সমাচরিত হইবে না।

আমরা জানিতাম স্ত্রীলোককে প্রহার করিবার ব্যবস্থা নাই, কিন্তু সংহিতার ২৯৯ কবিতায় তাহার উল্লেখ দেখিয়া আমরা সঙ্কুচিত হইলাম। সংহিতার অন্যান্য স্থলে বোধ হয় ইহার বিরোধ দৃষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ স্ত্রীকে প্রহার করা যে আর্য্যদের মধ্যেও চলিত, আমরা তাহা জানিতাম না। যথা :—

২৯৯। পত্নী, পুত্র, দাস, ছাত্র এবং কনিষ্ঠভ্রাতা দোষ করিলে

রজ্জু বা সামান্য বেত্রাঘাত দ্বারা তাহার সংশোধন করিবে। অনন্তর আবার লিখিয়াছেন।

৩০০। কিন্তু কেবল পৃষ্ঠে আঘাত করিতে হইবে, অন্য স্থানে আঘাত করিলে তাহার দোষ বা জরিমাণা চোরের দোষ বা জরিমাণার সমান হইবে !!!

ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অতি সাবধানে প্রহার করিতে হইবে।—অর্থাৎ প্রহার না করাই প্রশস্ত হইবে। অনন্তর কবিতায় পুনর্ব্বার স্ত্রীলোকের এইরূপ উল্লেখ আছে।

৩২৩। স্ত্রীলোককে কেহ চুরি করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

অবশ্য রাক্ষসবিবাহ চুরির মধ্যে গণ্য হইত না। ইংরাজী আইনে পিতামাতা স্ত্রী প্রভৃতিরা আপনাপন কর্ত্তব্য সমাধান না করিলে তাহাদের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু মনুতে তাহাও আছে, যথা :—

৩৩৫। পিতা বা শিক্ষক বা বন্ধু বা মাতা বা স্ত্রী বা পুত্র বা পুরোহিত আপনার কর্ত্তব্য দৃঢ়রূপে সমাধান করিবে। না করিলে, রাজা তাহার দণ্ডদান করিবেন।

মনু ব্যভিচার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা পশ্চাল্লিখিত কবিতাসকল ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছি।

৩৫২। যদি দেখা যায় যে, অমুক ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে পরদারাসক্তি প্রদর্শন করিতেছে, তবে তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। কেবল বহিষ্কৃত নহে, শরীরের প্রকাশ্যস্থলে এরূপ দাগ দিতে হইবে, যাহাতে তাহার প্রতি লোকের ঘৃণোদ্রেক হয়।

৩৫৩। ব্যভিচারে সর্ব্বনাশ হয়, ইহাতে শঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়। এইরূপ উৎপত্তি হইলে কর্ত্তব্যহানি হইয়া থাকে এবং কর্ত্তব্যহানি স্বর্গলাভের অন্তরায় হয়।

৩৫৪। যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে বলিয়া একবার ধরা গিয়া থাকে, তবে সে যদি গোপনে আবার কাহার স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছে এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার জরিমাণার সীমা থাকিবে না।

৩৫৫। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্ব্বে ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া জানা নাই, এরূপ একজন পুরুষ কোন কারণবশতঃ কাহারও স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছে, তাহা হইলে তাহার দণ্ড হইবে না।

৩৫৬। তীর্থস্থানে, অরণ্যে, কুঞ্জে বা নদীসঙ্গমে কোন ব্যক্তি কাহারও স্ত্রীর সহিত কথা কহিলে সে ব্যভিচারদোষে দোষী বলিয়া গণ্য হয়।

৩৫৭। পরদারের সহিত পরিহাস বা আমোদ প্রমোদ করিলে, বা পরদারকে পুষ্পোপহার প্রেরণ করিলে বা পরদারের বসন ভূষণ স্পর্শ করিলে, বা পরদারের সহিত এক শয্যায় আসীন হইলে, তাহাকেও ব্যভিচারী বলা যায়।

৩৫৮। পরিণীতা স্ত্রীর বক্ষঃস্থল বা অন্য কোন অস্পৃশ্য স্থান স্পর্শ করিলে বা পরিণীতা স্ত্রী পুরুষের ঐরূপ স্পর্শ করিলে এবং ঐরূপ স্পর্শের পর তাহা সহ্য করিলে ব্যভিচারকে পরস্পরের সম্মতি-জন্য বলিয়া মনে করা যায়।

এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথনাদি মনুর সময় হইতেই ভারতবর্ষে নিরাকৃত হয়, উহা কখনই আধুনিক নহে।

৩৫৯। ব্রাহ্মণী হরণ করিলে শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইবে। সকল বর্ণের স্ত্রীদিগকেই বিশেষ করিয়া রক্ষা করা উচিত।

৩৬০। সন্ন্যাসী, স্তাবক, পুরোহিত, পাবক ও তদ্রূপ অন্যান্য কর্ম্মচারী পরিণীতা স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে পারিবে।

৩৬১। এ সকল নিয়ম নৃত্যকর বা গীতকর পত্নীদের প্রতি খাটিবে না। যাহারা স্ত্রীদিগের উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের প্রতিও খাটিবে না। যাহারা স্ত্রীদিগকে বহন করে তাহাদের প্রতিও খাটিবে না। যাহারা অন্তঃপুর লুকাইয়া থাকে তাহাদের প্রতিও খাটিবে না। স্ত্রী স্বামির অনুমতি লইয়া ব্যভিচার করিলেও তাহার প্রতি এ নিয়ম খাটিবে না।

৩৬২। উক্তবিধ স্ত্রীদিগের সহিত গোপনে ব্যবহার করিলে পরের দাসীর সহিত ব্যভিচার করিলে, বা ধর্ম্মভ্রষ্ট যোগিনীর সহিত ব্যভিচার করিলে কেবল সামান্য জরিমাণা হইবে।

৩৬৩। সম্মতি বিনা স্ত্রীলোককে কলুষিত করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে। সম্মতি লইয়া সবর্ণার সহিত ব্যবহার করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে না।

৩৬৪। বালাগণ কুলীন পুরুষকে অনুরাগ প্রকাশ করিলে তাহার কিছুই জরিমাণা হইবে না। কিন্তু নীচ পুরুষকে এরূপ করিলে তাহাকে গৃহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৩৬৫। নীচ পুরুষ উচ্চ বর্ণার অভিলাষ করিলে তাহার শারীরদণ্ড হইবে। কিন্তু সবর্ণার অভিলাষী হইলে তাহার পিতাকে উপহার দিয়া পিতার সম্মতি লইয়া বিবাহ করিতে পারিবে। ...

৩৬৬। স্ত্রীলোককে বলাৎকার করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ দোষীর অঙ্গুলিদ্বয় কাটিয়া দিবেন এবং ছয় শত পণ জরিমাণা করিবেন।

৩৬৮। স্বামির অনভিমতে বা অজ্ঞাতে সবর্ণা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া ব্যবহার করিলে দোষীর দুই শত পণ জরিমাণা হইবে। কারণ এরূপ জরিমাণা না করিলে সে ভবিষ্যতে আবার অপরাধ করিবে।

৩৬৯। কোন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোককে অসতী করিলে তাহার দশ বেত হইবে, এবং দূষিতা স্ত্রীর বিবাহসময়ে তাহাকে স্বামী ও পিতা যাহা দান করিয়াছিল পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীকে তাহার দুই গুণ ও অতিরিক্ত দুই শত পণ জরিমাণা দিতে হইবে।

৩৭০। তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার দুই অঙ্গুল কাটিয়া দিতে হইবে এবং তাহাকে গাধায় চড়াইয়া সদর রাস্তায় ভ্রমণ করাইতে হইবে।

৩৭১। যে স্ত্রী পিতৃকুলের ঐশ্বর্য্যগৌরবে অহঙ্কৃত হইয়া স্বামির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবে তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

৩৭২। ব্যভিচারীকে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করাইয়া তাহার তলায় অনবরত অগ্নি দান করিতে হইবে। পাতকী যতক্ষণ না মরিবে ততক্ষণ এইরূপ করিতে হইবে।

৩৭৩। বিজাতীয় নারী বা চণ্ডালী সেবন করিলে, দুই গুণ (?) জরিমানা হইবে।

৩৭৪। শূদ্র বা তদ্রূপ নীচ জাতীয় লোক ব্রাহ্মণী হরণ করিলে তাহার দণ্ড হইবে। সে যদি কোন অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীকে সেবন করে তবে তাহার দূষিত অঙ্গ ছেদন ও পুরুষত্ব নষ্ট করিতে হইবে। সুরক্ষিত ব্রাহ্মণীর পরিসেবন করিলে জীবনপর্য্যন্ত বিনাশ করা যাইবে।

৩৭৫। বৈশ্য সুরক্ষিতা ব্রাহ্মণী হরণ করিলে প্রথমতঃ তাহার এক বৎসর কারাবাস ও তৎপরে সমুদয় ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয় ওরূপ করিলে তাহার হাজার পণ জরিমাণা হইবে এবং গর্দ্দভমূত্রে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে।

৩৭৬। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় অরক্ষিতা ব্রাহ্মণী হরণ করিলে বৈশ্যের পাঁচ শত এবং ক্ষত্রিয়ের হাজার পণ জরিমাণা হইবে।

৩৭৭। কিন্তু বৈশ্যই হউক্ আর ক্ষত্রিয়ই হউক্, গুণবতী অথচ অভিভাবকসংরক্ষিতা ব্রাহ্মণী অপহরণ করিলে তাহার তুষানল হইবে।

৩৭৮। ব্রাহ্মণ কোন কুলস্ত্রীর অনভিমতে তাহার পরিসেবন করিলে সহস্র পণ অর্থদণ্ড হইবে। সম্মতি লইয়া করিলে ৫০০ পণ।

৩৭৯। ব্রাহ্মণ পরদার হরণ করিলে তাহার মস্তকমুণ্ডন হইবে অন্য কোন দণ্ড হইবে না।

ক্রমশঃ

অশোকে রাজবালা।

১

নিবিড় তমসাবৃত শীতল রজনী,
তিমির বসন ল'য়ে ক্রমে আগুসরি
অবনী হইতে যবে যায় সুবদনী,
তখন কুটীরে সীতা উঠেন শিহরি॥

২

"কেন রে ও কালনিদ্রা ভাঙ্গিল আবার,
কেন রে এ কাল নিশি পুনঃ পোহাইল,
কোথা সে রাঘব-ইন্দ্র—বল্লভ আমার,
বুঝিনু ভুঞ্জিতে দুঃখ জীবন রহিল।

৩

"হায় নাথ! কতদিনে দিবে দরশন,
অনুপম তনু শ্যাম জুড়াবে নয়ন।
অধরে মধুর হাসি, হায়, কবে পরকাশি,
দাসীর এ চিরজ্বালা করিবে মোচন,
জ্বালিয়ে আশার দীপ তুমি হে কখন?

৪

"মধুর বচন কবে শুনিব রে হায়,
পূতধারা - নীরময়ী - সুরধুনী - প্রায়,
কাঞ্চন - তপন - ভাতি বিমল সলিল কাঁতি,
বিবিধ কুসুম মালা বিরাজিত কায়,
"সুধাবে কি 'প্রিয়ে' বলে আবার আমায়?"

৫

বিয়োগবিধুরাবালা—কৃশাঙ্গী কাতর,
তরুহীন লতা সম ধূলায় ধূসর॥
কাঁদিছে কুটীরে বসি, রাহুর গরাসে শশী
নাহি সে উজ্জ্বল ভাতি মুনি-মনোহর;
ভেবে ভেবে হীনপ্রভা ক্ষীণ কলেবর।

৬

কাঁদিবে যে মুক্তকণ্ঠে হেন শক্তি নাই,
চারিদিকে চেড়ীগণ রয়েছে ঘেরিয়া,
প্রহারিবে এই ভয় কেবল সদাই,
মনেতে জাগিছে দুঃখ মরমে পশিয়া।

৭

অসিতা শর্ব্বরী দেবী হেরি গতপ্রায়,
বন্দিবারে বৈদেহীরে সরমা সুন্দরী,
বিয়োগ-বিধুরা-বালা কাঁদেন যথায়,
সভয়ে চলিলা তথা গৃহ পরিহরি।

৮

আলু থালু কেশপাশ, হ'য়ে সাভিলাষ,
দ্রুত পদে ধায় তথা নিশান্তে সুন্দরী
যদ্যপি না পূরে আশা পোহালে শর্ব্বরী।
উঠিলে দুরন্ত চেড়ি ঘেরিবে সীতারে
না পাব দেখিতে আর রাঘব-রামারে।

৯

উতরিয়া ধনী, তবে অশোক কাননে,
পত্রের কুটীর দ্বারে দেখে নিরখিয়া,
কনক ব্রততী এক বিটপি - বিহনে,
অচেতনে ধরাতলে রয়েছে পড়িয়া।

১০

'মা' 'মা' রবে বার বার সরমা সুন্দরী
ডাকেন সীতারে আহা অনুনয় করি।
অচেতনে রাজবালা ভূতলে লুটায়,
নিরখি সে দীন তনু সুকোমল হায়,
দর দর দুনয়নে অশ্রু অবিরল,
ভাসাইল সরমার চারু উরস্থল।

১১

"নির্ম্মম বিধাতা তোর একি অবিচার,
কমলা-জনক-বালা অতি সুকুমার।
পারে কি সহিতে বালা, এ কঠোর জ্বালা,
একেত তরুণ এবে তাহাতে অবলা।

১২

"কি ব'লে দিতেছ জ্বালা দেখ না নয়নে
নাথের বিহনে এর কত দুঃখ মনে।
পতিধ্যান, পতিজ্ঞান পতিপরায়ণা,
পতি বিনা সদা কাঁদে সীতা সুলোচনা।

১৩

"প্রফুল্ল কমল সম সুন্দর আনন,
আ মরি সুন্দর কিবা আয়ত লোচন।
মৃণাল-নিন্দিত দেখ বাহু সুললিত,
নাথের বিহনে আহা ভূতলে লুণ্ঠিত।

১৪

"দেখিতে আইনু ফিরে হীনপ্রাণা সীতা
ধিক্ রে কঠোর তুই নির্ম্মম বিধাতা।
জীবন-সর্ব্বস্ব যার রাম প্রাণধন,
যাঁর জন্য পয়োনিধি হইল বন্ধন।

১৫

"যাঁর জন্য সিন্ধুতীরে বাঁধেন কুটীর
যাঁর জন্য সহে জ্বালা শ্রীরাম সুধীর
যাঁর জন্য সৈন্যচয় হইল সঞ্চয়
যাঁর জন্য ঘোরতর সদা রণ. হয়।

১৬

"যাঁর জন্য দিবা নিশি মরিছে রাক্ষস
যাঁকে উদ্ধারিতে রাম চঞ্চল-মানস।
তাঁর কিরে এই দশা এ ঘোর বিপিনে?
শোকানলে দগ্ধ করে, সান্ত্বনা-বিহীনে?"

১৭

শুনিয়া বিধাতা বুঝি বামা-তিরস্কার
জাগালে কোমল প্রাণী সীতায় আবার,
কতক্ষণে সীতা সতী মেলিল নয়ন
ভাতিল প্রভায় আহা অশোক কানন।

১৮

ভাবিয়া দুরন্ত চেড়ি সরমা সতীরে,
'হা নাথ' 'হা নাথ' বলি ডাকেন অধীরে,
বুঝিয়া সরমা তবে সে ভাব সতীর
"শুন কথা, নহি চেড়ি, অভাগা দাসীর।"

১৯

শুনিয়া সরমা-বাণী বিস্মিত অন্তরে,
"সরমা, এস, মা," বলি ডাকেন সতীরে।
বর্ষাগমে শুষ্ক নদী যেমন প্রবল,
কহেন বিষাদে সীতা আঁখি ছল ছল।

২০

উথলিল শোক-সিন্ধু সরমা নিরখি
কাঁদেন কাতরে বামা মনোদুঃখে দুঃখী।
"নবীন নীরদ সম, সেইরূপ অনুপম
হেরিয়া আনন্দ মম হবে কি আবার,
হায় সেই হারা নিধি, আবার দিবেন বিধি,
যার জন্য নিরবধি যাতনা অপার।

২১

"আশার প্রদীপ কবে, আবার প্রদীপ্ত হবে
ভাসিবে হৃদয় কবে আনন্দে অপার,
কাল নিশি পোহাইবে, সুখ-ভানু সমুদিবে
উজ্জ্বল হইবে কবে জগৎ আবার।
সুধার সু-ধারা নিন্দি কবে সে বচন,
'প্রিয়ে' 'প্রিয়ে' রবে মোর তুষিবে শ্রবণ।

২২

"ত্যেজিয়া বসন ভূষা রঞ্জিত সুন্দর,
ত্যেজিয়া রাজার ভোগ মন প্রীতিকর।
ত্যেজিয়া কাম্যক বন আইনু কাননে,
ত্যেজিয়া সুখের আশা বৃথা ভাবি মনে।

২৩

"ত্যেজিয়া অযোধ্যাপুরী স্বর্গপুর প্রায়
আইনু নাথের সহ সুখের আশায়।
কাননে ভাবিনু স্বর্গ আইলাম বনে
দেখিব সতত মম নাথেরে নয়নে,
তিলেক বিচ্ছেদ মম বর্ষযুগ জ্ঞান,
অদর্শনে রাঘবের বাহিরায় প্রাণ।

২৪

"মধুবনে ছিনু যবে মনের হরষে,
ভুঞ্জিতাম কত সুখ রজনীর শেষে।
শত শত পাখী করি মধুর ঝঙ্কার,
আনন্দে ঢালিত কাণে সুধার সু-ধার।

২৫

"কোকিল ভাঙ্গিত ঘুম মধুর কূজনে,
বিতরিত সুখ-বাস মৃদু সমীরণে।
আনন্দে নাথের সহ ভ্রমিতাম বনে
বনবাস স্বর্গবাস ভেবেছিনু মনে।

২৬

"মধুর নিকুঞ্জে আসি হরিণ-দম্পতী,
নাচিত কতই রঙ্গে হরষিত-মতি।
মেলিয়া সোণার পাখা ময়ূর ময়ূরী,
নাচিত কুটীরদ্বারে, আহা মরি মরি।

" নাথ— ২৭
প্রভাতে তোমার সহ কুসুম কাননে,
ভ্রমিতাম কত রঙ্গে হরষিত মনে।
পড়িত কুসুম-রেণু আমার গায়েতে,
'বনদেবি' বলি দেব আমায় ডাকিতে।

" সখি— ২৮
হায় সে সুখের দিন আর কবে হবে,
সুদিন কুসুম মম কবে রে ফুটিবে।
কবে রে রাঘব-সূর্য্য প্রখর আমার,
বিনাশিয়া দুঃখতম উদিবে আবার!

" সখি— ২৯
ওই দেখ সুখতারা উদিত গগনে,
সুখতারা সুখহারা হইল কেমনে।
কেন কেন কিসে বল অন্তর আমার,
নেহারি সুখের তারা কাঁদে অনিবার।

৩০
" তরল বারিদজাল ঘেরিল তারারে,
নিবাইল আহা সখি কিবা মনোহর,
যেমন আশার জাল মানস মাঝারে।
প্রথমে উদিয়া শেষে হয় রে অন্তর।

৩১
" ওই দেখ প্রিয়সখি জ্বলিল আবার,
ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করে অনিবার।
ওরূপে কবে রে সখি আমার কপাল,
বিনাশিবে মম এই বিপদ বিশাল।

৩২
" হায় কবে আঁখি তারা হরষে মানসে,
কাটিয়া বারিদজাল আবার উদিবে?
কবে রে হেরিব নিধি মনের হরষে
কবে রে মনের তমঃ মম গত হবে?

৩৩

"কেও যেন স্বজনি লো বিহরি অম্বরে
করিছে মধুর রব মধুর ঝঙ্কারে,
অহে চারু পক্ষিবর! শুন মম কথা ধর,
সত্বর গমনে তুমি যাও সিন্ধু-তীরে,
জানাও নরেন্দ্রে, আমি ভাসি দুঃখনীরে।

৩৪

"কাঁদ কি হে পিকবর আমার দুখেতে,
ভাল জানি ভাল বাস মনের সহিতে,
প্রণয়ীর এই ধারা, পর দুঃখে সুখ-হারা
পারে না সখীর দুঃখ কখন দেখিতে,
প্রণয়ীর উপকার করে বিধি মতে।

৩৫

"এলে কি মলয়ানিল করিতে প্রচার
'দিনেশ' আইল বলি জগৎ-মাঝার
দুঃখিনীর কুটীরেতে কেন আগমন?
বাঞ্ছ কি বিষাদরাশি করিতে বহন?

৩৬

"যাও হে পবনবর, যথা সেই নরবর
আকুল-হৃদয় নাথ বিপদ-ভঞ্জন,
কও হে দুঃখের ভাব তাঁহার সদন।
অবশ্য মমতা হবে আমার উপর,
অধিনীর মনঃ-জ্বালা হইবে অন্তর।"

শ্রীমতী শ——দেবী
সাং নৈহাটী।

স্বাভাবিক সংস্কার।

নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গের সহজ জ্ঞানকে সংস্কার কহে। এই সংস্কারের প্রভাবে, কেহ শিখাইয়া না দিলেও কীট পতঙ্গাদি বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় শাবকগণকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় এবং পক্ষীগণ নানাপ্রকার কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করে; ফলতঃ মনুষ্য যে সকল কার্য্য বহুদর্শন ও বুদ্ধিচালনা ভিন্ন করিতে পারে না, তাহা এই সংস্কারবলে নিকৃষ্ট প্রাণীসমূহ অবলীলাক্রমে করিতে পারে। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবসমূহ সকলকার্য্য যে কেবল সংস্কারবশতঃই করিয়া থাকে, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভাবিয়া কার্য্য করিতে অক্ষম, এরূপ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়। অনুধাবন করিলে ইহাদের কার্য্য-প্রণালী বিষয়ে বিলক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

অনেক প্রকার কীট শরীররক্ষার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কোন কোন কীট স্পর্শ করিবামাত্র মৃতের ন্যায় আকার ধারণ করে; কাহার বা গাত্র হইতে এরূপ দুর্গন্ধময় পদার্থ নিঃসৃত হয় যে, কীটাহারী জীব উহার গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া উহাকে ত্যাগ করে। এক প্রকার কীট আছে, যাহারা তাড়িত হইলে উদর হইতে একপ্রকার ধূম ত্যাগ করিয়া আততায়ীকে ভয় দেখায় এবং উহা নির্গত হইবার সময় বন্দুকের ন্যায় শব্দ হয়। মধুমক্ষিকারা আত্মরক্ষা করিতে বিলক্ষণ পটু। যদি কোন শত্রু মধুক্রমের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহার গাত্রে হুল ফুটাইয়া উহাকে বধ করে, এবং উহা ক্ষুদ্র জীব হইলে তাহাকে মধুক্রম হইতে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু আততায়ী নিতান্ত বৃহৎ হইলে, উহাকে তাহারা ঠেলিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় না। পাছে উহা পচিয়া দুর্গন্ধ বহির্গত হয় ও মধুক্রমকে বিষাক্ত করিয়া ফেলে, এই নিমিত্ত তাহারা একটী অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। বোধ হয়, অনেকে শ্রুত আছেন যে, পূর্ব্বকালে মিসরদেশীয় লোকেরা মৃতদেহ অবিকৃতাবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত উহার উদর মোম ও নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিত। সেইরূপ করাতে মৃতদেহ সহস্র বৎসরেও বিকৃত হইত না; এমন কি এখন পর্য্যন্ত ঐ মৃতদেহ অবিকৃতাবস্থায়

প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধুমক্ষিকারাও সেইরূপ উপায় অবলম্বন করে। উহারা নানাবিধ পুষ্প হইতে এক প্রকার সার্জ্জরসিক (সর্জ্জরস অর্থাৎ ধুনা সম্বন্ধীয়) পদার্থ আহরণ করিয়া মৃতজীবের গাত্রে প্রলেপ দিতে থাকে; এরূপ করাতে তাহা হইতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয় না। শম্বূকাদি মধুক্রম আক্রমণ করিলে, উহাদিগকে মারিবার নিমিত্ত আর এক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শম্বূকের গাত্র কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকাতে হুলের দ্বারা আঘাত করিতে পারে না। এই নিমিত্ত পুষ্প হইতে আটাযুক্ত পদার্থ আহরণ করিয়া শম্বূকের চতুঃপার্শ্বে লাগাইয়া দেয়; তাহা হইলে শম্বূক কঠিন আবরণ হইতে শরীর বহির্গত করিতে না পারিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, মধুমক্ষিকা দুই প্রকার; পুংজাতি ও স্ত্রীজাতি। পুংমক্ষিকারা নিতান্ত অলস, তাহারা কোন কার্য্যই করে না। স্ত্রীজাতিরাই চক্রের সকল কার্য্য সম্পাদন করে। আহার সামগ্রী আহরণ, গৃহনির্ম্মাণ, শিশুপালন, বিপক্ষ-দমনাদি নানাপ্রকার কার্য্যে তাহারা সতত নিযুক্ত থাকে। প্রতি চক্রে সকল মধুমক্ষিকা অপেক্ষা বৃহৎকায় একটী স্ত্রী-মক্ষিকা থাকে, তাহাকে ঐ চক্রের রাজ্ঞী কহে। ঐ চক্র মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ প্রভুতা থাকে। রাজ্ঞী-মক্ষিকা যে সকল ডিম্ব প্রসব করে, তাহা হইতে অন্য রাজ্ঞী-মক্ষিকা এবং পুংজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকাসকল জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর স্ত্রীজাতিমক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল অণ্ড হইতে রাজ্ঞী-মক্ষিকা জন্মগ্রহণ করে, সেই প্রকার অণ্ড হইতে, লালনপালনের তারতম্য হেতু জননশক্তিহীন—স্ত্রীমধুমক্ষিকা জন্মিয়া থাকে। রাজ্ঞী অণ্ড প্রসব করিলে উহা হইতে স্ত্রীমক্ষিকা প্রস্তুত করিতে হইলে শ্রামিক মধুমক্ষিকারা ঐ ডিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে এবং ইহাদিগকে অল্প পরিমাণে খাদ্য প্রদান করে; শাবক যতই কেন আহারের জন্য লালায়িত

হউক না, শ্রামিক মধুমক্ষিকারা কিছুই প্রদান করে না এবং প্রচুর খাদ্যবিহনে শাবকগণ জননশক্তিহীন হইয়া থাকে। কিন্তু রাজ্ঞী-মক্ষিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ অণ্ডকে বৃহৎ প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে এবং প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য প্রদান করে; এইরূপ করিলে ঐ শাবক ক্রমে ক্রমে রাজ্ঞী-মক্ষিকা হইয়া উঠে ও অন্যান্য মধুমক্ষিকারা উহাকে গ্রহণ করিয়া রাজ্ঞী-পদে বরণ করে।

কীট ও পতঙ্গাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে একেবারে বিমোহিত হইতে হয়। জাতিভেদ, ব্যবসায়ভেদ, ক্ষীণ প্রাণীদিগকে দাস করা, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি যে, কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের ফল এমত নহে, ইহা অনেক কীট পতঙ্গেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী বটে কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যদক্ষতা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অবলোকন করিলে কাহার না প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সমুদয় তাহাদিগের সুমহৎ জ্ঞানবিকাশি শৃঙ্খলার ফল। পিপীলিকা নানাজাতীয়। এক জাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা অতিশয় শ্রমকাতর। তাহাদিগকে নবাব-পিপীলিকা বলা যাইতে পারে। ভৃত্যের সাহায্য বিনা তাহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না; এমন কি আহার পর্য্যন্ত গ্রহণে অক্ষম। যুদ্ধ করিয়া অন্যজাতীয় পিপীলিকাকে দাস করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। তাহাদের যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধপ্রণালী দেখিতে বিশেষ আমোদ পাওয়া যায়। তাহারা প্রায় রাত্রিকালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে পরাভব করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের অস্ফুট অণ্ডগুলি মুখে করিয়া আপনাদের দুর্গ মধ্যে আনয়ন করে। তথায় যে সকল দাস থাকে, তাহারা শত্রুপক্ষের অণ্ডগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া অতি যত্নের সহিত প্রস্ফুটিত করে; ও প্রস্ফুটিত হইলে উহাদিগকে দাসত্ব পদে বরণ করে। নবাব-পিপীলিকাগণ যুদ্ধের পর নিতান্ত অলসভাবে কালযাপন করে। দাসদিগের উপর সমস্ত সংসারের ভার নির্ভর করে; এবং বাসস্থান পরিবর্ত্তনকালে

উহাদিগকে মুখে করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। হিউবার নামক একজন সাহেব কতকগুলি নবাব-পিপীলিকাকে তাহাদের শাবক ও প্রচুর খাদ্যের সহিত একটী কাচপাত্রে আবদ্ধ করেন। তাহারা এরূপ শ্রমবিমুখ যে, শাবকদিগকে যত্ন পূর্ব্বক লালনপালন করা দূরে থাকুক, আপনাদিগের আহার মুখে তুলিয়া খাইতে না পারিয়া, অল্প দিনের মধ্যে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া গেল। এই দেখিয়া সেই সাহেব একটী দাস-পিপীলিকা সেই পাত্র মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। সে মৃতপ্রায় নবাবদিগকে আহার প্রদান করিয়া সজীব করিল ও শাবকদিগকে যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিল। বলিতে কি, সেই একটী মাত্র দাস-পিপীলিকা সে যাত্রা নবাবদিগের জীবন রক্ষা করিল।

পিপীলিকারা আবার গোসেবা করিয়া থাকে। 'এফাইডিস' নামক উকুনের ন্যায় এক প্রকার কীট তাহাদের গোস্বরূপ। উহাদের পশ্চাদ্দেশে নলের ন্যায় দুইটী অঙ্গ আছে, তাহা দোহন করিলে এক প্রকার রস নির্গত হয়। ঐ রস পিপীলিকাগণ অতি আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কখন কখন তাহারা ঐ সকল কীটদিগকে গৃহে লইয়া গরুর ন্যায় বদ্ধ করিয়া রাখে ও তাহাদের আহারের নিমিত্ত পত্রাদি দান করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত কীটগণ পিপীলিকা ভিন্ন আর কাহাকেও দুগ্ধ দান করে না। পিপীলিকারা যেরূপে শুণ্ড দ্বারা দুগ্ধদোহন করে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুয়িন সাহেব সেইরূপ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই!

স্ত্রীশিক্ষা ও ছাত্রীবৃত্তি।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অল্পই হইতেছে। আমরা শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যবিবরণ পাঠে অবগত হইলাম, এক্ষণে প্রায় চারি শত (তন্মধ্যে তিন শত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত) বালিকা-

বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় নয় সহস্র বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। পূর্ব্ব বৎসর প্রায় তিন শত বালিকা-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে প্রায় আট হাজার বালিকা পাঠ করিত। ১৮৭৫ সালে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত ১৮২,২৯৫ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৮৭,৯৭২ টাকা সাহায্য করেন। ছয় কোটী লোকের মধ্যে নয় সহস্র বালিকামাত্রের শিক্ষালাভ করা, আর সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য দুই সমান। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অস্মদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিদ্যাভ্যাসে বর্ত্তমান অনুরাগ অনেকাংশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ও যত্নসম্ভূত। গবর্ণ-মেণ্ট কর্ত্তৃক বালকদিগের উত্তরোত্তর পরীক্ষা করিবার এবং পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগের শিক্ষানৈপুণ্য বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ মনোযোগ না থাকাতে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। যাহা হউক সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। বালকদিগের ন্যায় বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক ও ছাত্রীবৃত্তি প্রদান করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন করিতে গবর্ণমেণ্ট কৃত-সংকল্প হইয়াছেন।

বালকদিগের নিমিত্ত যেরূপ নিম্নশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর তিন প্রকার পরীক্ষা ও বৃত্তির নিয়ম আছে, বালিকাদিগের পরীক্ষা ও বৃত্তিতেও সেইরূপ তিনটী বিভাগ থাকিবে প্রস্তাব হইয়াছে। পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়সকল বালকদিগের সহিত সমান থাকিবে, কেবল বালকদিগের জন্য উচ্চ গণিত ও বিজ্ঞান স্থানে বালিকাদিগের সূচিকার্য্য পরীক্ষা হইবে। কিন্তু ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র সাহায্য দান না করিয়া ছাত্রবৃত্তির হিসাবে যে টাকা প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয়, তাহার অনধিক চতুর্থাংশ ছাত্রীদিগের জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও বর্দ্ধমান এই তিন বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি হইতেছে বলিয়া ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা আপাততঃ এই তিন ভাগে করা হইয়াছে। এবং ঐরূপ উন্নতি অন্য স্থানে দৃষ্ট হইলে, এই ব্যবস্থা সে সকল স্থানেও করা হইবে। কিন্তু অর্থাভাবে আপাততঃ এ প্রণালী কলিকাতায় প্রচলিত হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত ছাত্রীবৃত্তি দ্বারা যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু আপাততঃ আশানুযায়ী ফল লাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ উত্তম ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বালিকারা তাহাদের সহিত কখনই প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে না। এবং কাজে কাজেই বালকদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অল্পমাত্রই প্রসাদ বালিকাদের ভাগ্যে পড়িবে। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের বালিকাদিগের জন্য বৃত্তির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বালিকাদিগের জন্য ছাত্রীবৃত্তি ব্যবস্থা করিলে যে তাহাদের বিদ্যাভ্যাসে অধিক প্রবৃত্তি জন্মিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বালকগণ যেমন ছাত্রবৃত্তি লইয়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে, বালিকারা সেরূপ পারে না, যেহেতু বাল্যবিবাহনিবন্ধন অল্পকাল মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে অন্তঃপুর-নিবদ্ধা হইতে হয়। ভবিষ্যতে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলন করা বৃত্তিদানের একটী উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। যখন ছাত্রীবৃত্তি দান করিয়া সে উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না, তখন কি করা কর্ত্তব্য? গত চৈত্রমাসের বঙ্গমহিলায় অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষাসম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার অনুকরণে গবর্ণমেণ্ট যদি সেইরূপ অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা করেন এবং উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া মহিলাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত। ইহা বলা বাহুল্য যে, অনেক ভদ্রলোক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে বালিকা পাঠাইতে অনিচ্ছুক। তাহারা যে বিবাহিত কন্যা বা ভগিনীকে প্রকাশ্য স্থানে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন, তাহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। তবে যদি প্রতিপল্লীর কোন ভদ্রব্যক্তির বাটীতে ঐ ব্যক্তির পরিচিত কতকগুলি পরিবারের বিবাহিতা রমণী নির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হন ও একটী সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী সেই স্থানে উহাদিগকে প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা যথানিয়মে শিক্ষা দেন এবং অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রীর সম্মুখে লিখিত প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে সেস্থলে পাঠাইতে বোধ হয় সকলেই সম্মত হইতে পারেন। এরূপ করিলে, ছাত্রীবৃত্তিদানের সফলতা হইবে ও স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে।

আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, সেই অনুসারে যদি প্রতিপল্লীতে ও প্রতিগ্রামে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ও বৃত্তি দানদ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে যে অনতিবিলম্বেই স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

পূর্ণশশী।

জাহ্নবী-হৃদয়ে যবে
কেলি করে মৃদু রবে,
থেকে থেকে কেঁপে উঠি তরঙ্গ নিচয়।
হেন কালে ছাদে বসি,
হেরিলাম পূর্ণশশী,
উঠিয়াছে নভো মাঝে—পীযূষ-আলয়।

আসে পাশে তারাগুলি,
যেন রে কুমুদ তুলি,
সাজায়েছে চাঁদে বিধি মনের মতন;
নীলাকাশে পূর্ণশশী,
যেন রে অপ্সর বসি,
ঢাকিয়াছে নীলাম্বরে শরীর আপন।

অথবা সুনীল জলে,—
যেখানে ভ্রমর দলে,
ঘুরে ঘুরে খেলা করে মধুপান আশে;
বসি সেথা (বোধ হেন)
অশ্বিনীকুমার যেন,
আপন রূপের গর্ব্বে আপনিই হাসে।

নিম্ন দিয়া হুহু স্বরে,
জাহ্নবী হৃদয়োপরে,
সারি সারি তরী চারি দিকে চলি যায়;
সেই জলে শশিকর
(নয়নের তৃপ্তিকর,)
পড়িয়া উজলে দিক রজত বিভায়।

হৃদয় আনন্দ ভরে,
চাহিলাম নভোপরে,
হেরিবারে পূর্ণশশী নয়ন - রঞ্জন ;
কিন্তু হায় মেঘরাশি
কোথা হতে দ্রুত আসি,
হরিল কৌমুদী . ঢাকি চাঁদের বদন

কলিকাতা শ্রীমতী——— দেবী

আমি ভাল বাসি না ?

কি শুনালে প্রিয়তম ?—আমি ভাল বাসি না—
শত বজ্র এক কালে
পড়িত যদি হে ভালে,
তাহা হ'লে এ হৃদয় কাতর তো হ'ত না,
কেন হে বলিলে তবে আমি ভাল বাসি না ?
এই দেখ দর দরে
আঁখি ধারা সদা ঝরে
তথাপি নিঠুর তুমি রহিয়াছ গুমরে
নাহি কি দয়ার লেশ তোমার হে অন্তরে ?

ফাটিছে হৃদয় নাথ কেন কথা কহ না,
যারে মন ভালবাসে
তাহার সামান্য ভাষে
হৃদয় কেমন করে তাও কি হে জান না ?
কি বলিলে প্রিয়তম আমি ভাল বাসি না ?
যে সংসারে বাস করি
সকলে আমার অরি
তুমি সুধু অভাগীর হৃদয়ের বাসনা—
কি বলিলে প্রিয়তম আমি ভাল বাসি না ?

শাশুড়ী বিমাতা তব বাঘিনী সমান হে
অণুক্ষণ কষ্ট দেন
তাহাতে আমার প্রাণ
কাতর ত এই রূপ কভু নাথ হয় না—
কি বলিলে প্রাণনাথ আমি ভাল বাসি না ?

তব মৌন বিষ শর
করে প্রাণ জর জর
কিরূপে অবলা তাহে থাকিবে হে বাঁচিয়া।
তাই বলি কৃপা করি কহ কথা তুষিয়া।

শ্রীমতী সুর-সোহাগিনী দেবী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। পরীও স্বর্গ। সুচারুযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।
এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি কবিবর মুর প্রণীত লালারুখ্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি কাব্য হইতে অনুবাদিত। ইংরাজি পদ্যের এরূপ সুন্দর পদ্যানুবাদ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। অবিকল অনুবাদ করিয়াও ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল ও সুখশ্রাব্য করা যায়, তাহা গ্রন্থকার এই কাব্যে স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন।

২। ব্রটস্ ও এণ্টনির বক্তৃতা। ভাওয়াল-রাজ-দুহিতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবীর সাহায্যে শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এখানিও ইংরাজী কাব্যের অনুবাদ। যাঁহারা এরূপ সরল ও ওজোগুণ বিশিষ্ট কবিতা লিখিতে সক্ষম, তাঁহারা ইংরাজি পুস্তক হইতে যে কেন অনুবাদ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কাব্যখানিতে কবির যতই কেন গুণপনা থাকুক না, তথাপি কবিতিলক সেক্সপীয়ারের "জুলিয়াস্ সিজার" নামক নাটকে এণ্টনির বক্তৃতার সহিত তুলনাই হয় না! কবি যদি উহার ছায়া মাত্র লইয়া স্বীয় কল্পনা-প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর আদরণীয় হইতে পারিত।

৩। গৃহ-চিকিৎসা। বাবু বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত। ইহার সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা মাত্র। ইহাতে সাধারণ রোগ, ওলাউঠা, স্ত্রীচিকিৎসা ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা এরূপ সরল যে স্ত্রীলোকেরাও পাঠ করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।] [আষাঢ়, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১৷৹ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাশুল .. .. ৷৵৹ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৵৹ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে ৪ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /৹ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান,
মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং।

শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵৹ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গমহিলা।

প্রকাশিতের পর।

কিজন্য এ প্রস্তাবে মনুসংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকদিগকে ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি। যাঁহাদের সংস্কার আছে যে, প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিলে প্রাচীনদিগকে উপহাসাস্পদ করা হয়, আমরা তাঁহাদের অনুসারী নহি। আমরা পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, বঙ্গমহিলার ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রস্তাবে মনুসংহিতার উল্লেখ করা হইতেছে। আমরা সময়ক্রমে নারদ প্রভৃতি ঋষিদিগের মতামতও উল্লেখ করিব। এক্ষণে আমরা প্রস্তুত বিষয়ে অবতরণ করিলাম।—

৩৮৩। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-বধূর প্রতি ব্যভিচার করিলে তাহার সহস্র পণ জরিমাণা হইবে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শূদ্রাণীর প্রতি ঐরূপ করিলেও সহস্র পণ জরিমাণা হইবে।

৩৮৪। বৈশ্য ক্ষত্রিয়ার প্রতি ব্যভিচার করিলে তাহার ৫০০ পণ এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যার প্রতি ঐরূপ করিলে তাহার ৫০০ পণ জরিমাণা ও মূত্রদ্বারা তাহার মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে।

৩৮৫। অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রানী অপহরণ করিলে ব্রাহ্মণের এক শত পণ জরিমাণা হইবে। অপকৃষ্ট শঙ্করজাতীয়া অপহরণ করিলে সহস্র পণ জরিমাণা হইবে।

৩৮৬। যে রাজ্যে ব্যভিচার নাই সে রাজ্যের রাজা মরণে ইন্দ্রপুর লাভ করিবে।

৩৮৯। মাতা পুত্রকে বা স্বামী স্ত্রীকে অকারণে পরিত্যাগ করিলে তাহার ৬০০ পণ জরিমাণা হইবে।

৪০৭। দুই মাস গর্ভবতী স্ত্রীলোককে যাতায়াতকালে পথকর প্রদান করিতে হইবে না।

৪০৮। পত্নী যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা সে নিজস্ব বলিয়া

মনে করিবে না, পরন্তু তাহা তাহার স্বামীর অধিকার বলিয়া মনে করিবে।

অনন্তর নবম অধ্যায়ে পুনর্ব্বার স্ত্রীদিগের নিয়মাদি উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

২। স্ত্রীলোক দিবারাত্র অভিভাবকদিগের অধীন হইয়া কার্য্য করিবে। তবে নির্দ্দোষ ক্রীড়া ও আমোদস্থলে তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। এমন কি, সেসকলস্থলে অতিরিক্ত আসক্তি প্রদর্শন করিলেও তাহাদের ব্যাঘাত করা হইবে না।

৩। স্ত্রী কখন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে না, সে যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হইয়া থাকিবে।

৪। উপযুক্ত সময়ে কন্যার বিবাহ না দিলে পিতাকে এবং যথা-কালে স্ত্রী গমন না করিলে স্বামীকে দূষিত হইতে হইবে। যে পুত্র ভর্ত্তৃহীনা মাতার পালন না করে, তাহাকে পতিত হইতে হইবে।

৫। স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানতা সহকারে বিগর্হিত ইন্দ্রিয়-সেবন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। না করিলে তাহার উভয়কুল দুঃখভাগী হইবে।

৬। স্বামী ইহাকে পরম বিধি বলিয়া মনে করিবে। সে যতই কেন আসক্ত হউক্ না, প্রাণপণে উক্ত প্রকার রক্ষা করিবে।

৭। কারণ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে পাপ হইতে রক্ষা করে, সে অপত্যকে জারজ সন্দেহ হইতে রক্ষা করে। এবং তাহার কুলা-গত ব্যবহার অব্যাহত, তাহার পরিবার অকলঙ্কিত এবং তাহার কর্ত্তব্য অব্যাহত থাকে।

৮। স্বামী পুত্ররূপে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ইহ-লোকে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করা হয়। এবং এই কারণেই পত্নীকে জায়া কহিয়া থাকে।

৯। স্ত্রী এইরূপে স্বামীর অনুরূপ সন্তান প্রসব করে। এইরূপ সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইলে, পুরুষ অবশ্য স্ত্রীকে পূর্ব্বোক্ত-রূপ রক্ষা করিবে।

১০। স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক কেহই ওরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিরত রাখিতে পারে নাই। যদি পাপ হইতে উহাকে বাস্তবিকই রক্ষা করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করা উচিত ;—

১১। স্বামী স্ত্রীকে এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, যথা অর্থ-সংগ্রহ, অর্থ ব্যয়, পাবনক্রিয়া, স্ত্রীক্রিয়া, রন্ধন ও গৃহসামগ্রীর পর্য্যবেক্ষণ।

১২। গৃহ মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিলেই স্ত্রীর সচ্চরিত্রতা রক্ষা হইতে পারে না। অভিভাবকেরা প্রণয় বা যত্ন পূর্ব্বক অবরোধ করিয়া রাখিলেই ঐরূপ হইবে না। যে স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনি রক্ষা করে, সেই যথার্থ রক্ষিত।

১৩। মদ্যপান, অসৎ সংসর্গ, স্বামিবিরহ, যথেচ্ছভ্রমণ, অসঙ্গত নিদ্রা ও পরগৃহবাস, স্ত্রীলোকের এই ছয়টী দূষণ।

১৪। উল্লিখিত স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য্যও দেখিতে চায় না, বয়সও দেখিতে চায় না। প্রিয় পুরুষ সুন্দর কি কুৎসিত তাহা ভাবিতে চায় না। সে পুরুষ হইলেই যথেষ্ট হইল, তাহা হইলেই যথেচ্ছ সুখানুসরণ করে।

১৫। নূতন নূতন পুরুষে অনুরাগ, চপলতা, প্রণয়ের ক্ষণিকতা, এবং কুপ্রবৃত্তিতা বশতঃ স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি অপরাগ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সহস্র রক্ষা করিলেও রক্ষা করা যায় না।

১৬। ঈশ্বর এইরূপ প্রকৃতি স্ত্রীদিগকে প্রদান করিয়াছেন জানিয়া স্বামিগণ স্ত্রীদিগকে অবশ্য অবশ্য সাবধানতাসহকারে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

১৭। মনুর মতে স্ত্রীলোকেরা শয্যাপ্রিয়, স্থানপ্রিয়, ভূষণপ্রিয়, অসৎ সঙ্গ, কোপনা, প্ররোচনীয়, অপকার প্রিয়; এবং অসচ্চরিত্র।

১৮। স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। সুতরাং প্রমাণ জ্ঞান ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানাদি স্ত্রীলোকের অগোচর। অতএব স্ত্রীলোক পাপকর্ম্ম করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ পাপ বলিয়া মনে করিতে হইবে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম।

১৯। ২০। পুত্র বেদ হইতে এইরূপ পাঠ করিবে যথা— আমার মাতা ব্যভিচার বাসনা, পরগৃহ ভ্রমণ ও পতির প্রতি অনাচার করিয়া যে পবিত্র শোণিত দূষিত করিয়াছেন সেই শোণিত,আমার পিতা পবিত্র করুন্। মাতাকে অসৎস্বভাব জানিলে পুত্রকে এইরূপ বেদোচ্চারণ করিতে হইবে।

২১। পত্যনুরাগের বিরুদ্ধ কোন প্রকার কুচিন্তা হইলেই স্ত্রীলোকের এইরূপ পাপশুদ্ধি প্রার্থনা করিতে হয়। কারণ ঐরূপ কুচিন্তাই ব্যভিচারের প্রারম্ভ।

২২। স্বামীর দোষ গুণ স্ত্রীলোকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। যেমন নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলে তাহার দোষ গুণ প্রাপ্ত হয়।

২৩। অক্ষমালা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বশিষ্ঠের সহধর্ম্মিণী হইয়া সাতিশয় উন্নত হইয়াছিলেন। নীচ জন্মা শারঙ্গবীও এইরূপ মন্দপালের গৃহিণী হইয়া এইরূপ হইয়াছিলেন।

২৪। এই সকল ও অন্যান্য স্ত্রীরা নীচকুলে প্রসূত হইলেও স্বামীর গুণে ইহলোকে পরাগত লাভ করিয়াছিলেন।

২৬। সতীস্ত্রী পুত্র কামনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া যে সৌভাগ্যবান মহান্-পুরুষের গৃহ উজ্জ্বল করে, তাহার শ্রী অচলা হয়।

২৭। সন্তানোৎপাদন, সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ স্ত্রীলোকের বিশেষ ধর্ম্ম।

২৮। স্ত্রী হইতেই সন্তান উৎপন্ন হয়। স্ত্রী হইতেই পরিবার পালন ব্যবস্থা হয়, স্নেহ মায়া দাক্ষিণ্যাদি স্ত্রী হইতেই উৎপন্ন হয়, স্ত্রী হইতেই স্বামী ও পিতৃগণের সদ্গতি হয়।

২৯। যে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিবে না, প্রত্যুত কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করিবে, সে চরমে স্বর্গলাভ করিবে। এবং ধার্ম্মিকেরা তাহাকে ইহলোকে সাধ্বী বলিয়া ডাকিবে।

৩০। কিন্তু যে স্ত্রী অসতী হইবে, ইহলোকে তাহার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। এবং সে পরলোকে গোধাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এবং উৎকট পীড়ায় অস্থির হইবে।

৩১। এক্ষণে সন্ততিবিষয়ক ব্যবস্থাসকল বর্ণিত হইতেছে।

৩২। পুত্র স্বামীর অধিকৃত। কিন্তু এস্থলে স্বামীশব্দে বেদে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ তাহাকে জন্মদাতা কহে, কেহ বা ন্যায়ানুসারে পরিণেতা ভর্ত্তা মনে করে।

৩৩। স্ত্রীকে ক্ষেত্র এবং পুরুষকে বীজ কহিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ সকল ক্ষেত্র ও বীজের সহযোগে উৎপন্ন হয়।

৩৪। কোন কোন স্থলে পুরুষের এবং কোন কোন স্থলে স্ত্রী-লোকের উৎপাদনকারিতার প্রশংসা করিতে হয়। উভয়ের সমান শক্তি হইলেই সন্ততির প্রশস্ততা হইয়া থাকে।

৩৫। সাধারণতঃ পুরুষশক্তিই উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। কারণ জীবমাত্রেরই অপত্যে পুরুষশক্তির উৎকর্ষই লক্ষিত হইয়া থাকে।

৪১। বেদপারগ বেদাঙ্গবিৎ পুরুষ পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে না।

৪৬। বিক্রয় বা পরিত্যাগ দ্বারা স্ত্রী স্বামীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

৪৭। দায়ভাগ একবার হইতে পারে, স্ত্রীলোকের বিবাহ একবার হইতে পারে, এবং "অহং দদামি" এই বাক্য একবার বলা যাইতে পারে। এই তিন সামগ্রীর একবার দান হইলে আর প্রত্যপহার হইতে পারে না।—

এইরূপ আরও কয়েকটী তর্কবিতর্কের পর মহাত্মা মনু স্ত্রী-দিগের সম্বন্ধে পুনর্ব্বার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা।—

৫৭। জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে কনিষ্ঠ শাশুড়ীর ন্যায় মনে করিবে। কনিষ্ঠের স্ত্রীকে পুত্রবধূর ন্যায় মনে করিতে হইবে।

আমরা এস্থলে দেবরেণ সুতোৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার উল্লেখ করিলাম না।

৭২। রীতিমত বিবাহের পরও পত্নীকে দূষিতা রোগগ্রস্তা বা অনক্ষতা জানিলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

৭৩। প্রতারণা পূর্ব্বক কাহাকে দূষিতা কন্যা প্রদান করিলে, পতি তাহার বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

৭৪। স্বামী প্রবাসকালে স্ত্রীর জন্য অশন বসনের আয়োজন করিয়া যাইবে। কারণ স্ত্রী পরম সতী হইলেও আহারাদির অভাবে প্রতারিত হইতে পারে।

৭৫। এইরূপ ভরণপোষণের আয়োজন করিয়া গেলে, প্রবাসীর পত্নী কঠোরব্রতা হইয়া বাস করিতে থাকিবে। আর স্বামী ভরণপোষণ না রাখিয়া গেলে, স্ত্রী চর্‌কা ও অন্যান্য নির্দ্দোষ শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

৭৬। স্বামী ধর্ম্মকর্ম্মোপলক্ষে বিদেশবাসী হইলে স্ত্রী তাহার জন্য আট বৎসর, জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত হইলে ছয় বৎসর, আমোদের জন্য হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। নির্দ্দিষ্ট কালের অবসানে তাহার অনুগমন করিবে।

৭৭। স্ত্রী স্বামীকে বিরাগ প্রদর্শন করিলে স্বামী তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে। কিন্তু পরে তাহার বিভবাদি কাড়িয়া লইয়া তাহার সহিত সহবাস রহিত করিবে।

৭৮। স্বামী ব্যসনাসক্ত, মদ্যাসক্ত বা আতুর হইলেও স্ত্রী যদি তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে তিন মাস পরিত্যাগ করিবে। এবং তাহার ভূষণ ও গৃহসামগ্রী কাড়িয়া লইতে পারিবে।

৭৯। কিন্তু যে স্ত্রী উন্মাদগ্রস্ত বা মহাপাতক বা ক্লীব বা পুরুষত্ববিহীন বা কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত স্বামীতে বিরাগ প্রদর্শন করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ বা তাহার ভূষণাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

৮০। মদ্যপায়িনী, দুরাচারিণী, স্বামি-বিরাগিণী, অচিকিৎস্য রোগা, অপকারিণী, ধনক্ষয়কারিণী স্ত্রীর মায়া পাশ ছেদন করিয়া যে সে সময়ে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৮১। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর দেখিয়া পরে বিবাহ করা যাইতে পারে। মৃতবৎসা হইলে দশ বৎসর, কেবল কন্যা প্রসব

করিলে একাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু অপ্রিয়-ভাষিণী হইলে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিবে না।

৮২। কিন্তু প্রিয়া ও ধার্ম্মিকা স্ত্রী অতি রোগিণী হইলেও তাহার অবমাননা করিবে না। তবে তাহার সম্মতি লইয়া বিবাহ করা যাইতে পারে।

৮৩। পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিলে পূর্ব্ব স্ত্রী যদি কুপিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অবরোধ বা সর্ব্ব-সমক্ষে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৮৪। স্ত্রীকে বারণ করিলেও যদি সে পানবিরত না হয় বা যাত্রাদি স্থানে গতায়াত পরিত্যাগ না করে তবে তাহার ছয়রতি সুবর্ণ জরিমানা হইবে।

৮৮। উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন সুন্দর ও সবর্ণ যুবককে লোকে কন্যা প্রদান করিবে। বর সৎপাত্র হইলে কন্যা আট বৎসরের অধিক বয়স্কা না হইলেও প্রদান করা যায়।

৮৯। বরং যাবজ্জীন অবিবাহিতা থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করা ভাল, তথাপি নির্গুণ পাত্রে পাণিদান করিবে না।

৯০। বিবাহযোগ্যা হইলেও তিন বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে। পরে পিতা মাতা কন্যার বিবাহ না দিলে সে স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবে।

৯১। এরূপ স্থলে বিবাহ করিলে কন্যা বা বরের অপরাধ হইবে না।

৯২। কিন্তু এরূপ স্থলে কন্যা পিতৃ মাতৃ বা ভ্রাতৃদত্ত অলঙ্কার স্বামিগৃহে লইয়া যাইতে পারিবে না। লইয়া গেলে সে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী হইবে।

৯৩। পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীকে বিবাহ করিলে বরকে কন্যার পিতাকে পণ দিতে হইবে না। কারণ সময়ে বিবাহ না দিয়া পিতা তাহার স্বত্ব হইতে আপনি বঞ্চিত হইয়াছে।

৯৪। ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক বর দ্বাদশ বার্ষিকী হৃদ্যা কন্যাকে বিবাহ

করিতে পারিবে। ২৪ বৎসর বয়সের বর ৮ বৎসর বয়সের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। কিন্তু পঠদ্দশা স্বল্পকালে নির্ব্বাহিত হইলে বা আশ্রমান্তরের ব্যতিক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ।

কামিনী ফুল।

একি দেখি কুসুম কামিনি!
ধরিলে সহসা শোভা মানস-মোহিনী।
গত কল্য সুবদনে!
কোথা ছিলে সংগোপনে
ঘোমটা খুলিয়া কিন্তু আজি উষাগমে,
সৌরভে মাতালে পান্থ তেয়াগি সরমে।

কমলিনী রবি-সোহাগিনী
মিহির-উদয়ে হয় মহা উল্লাসিনী;
কিন্তু তুমি কার তরে
নিশান্তে এ শোভা ধরে,'
একান্তে কাননধারে বিরাজ সুন্দরি!
বাড়াইয়া প্রকৃতির আনন্দ-লহরী?

রূপে তুমি উজলি কানন,
রসজ্ঞ-ভাবুক-চিত্ত করিছ হরণ।
শুনি আজি কলরব,
তব ধামে মহোৎসব,
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিপুঞ্জ মক্ষিকার সনে;
গুন্ গুন্ রবচ্ছলে মত্ত আলাপনে।

মৃদু মন্দ চতুর সমীর,
তোমার সুষমা হেরি হয়েছে অধীর।
সুরভি - হরণ আশে,
ঘুরিতেছে আশেপাশে,
হতাশ শ্বসনে তার, কোমল - হৃদয়ে!
কাঁপিতেছে অঙ্গ তব নিদারুণ ভয়ে।

কিন্তু তাহে মরন্দ ঝরিয়া
উল্লাসে পবনচিত্ত দিছে মাতাইয়া।
নবীন - কিশোরী তুমি,
করি তোমা রঙ্গভূমি,
খেলিছে রসিক বায়ু ধূর্ত্ত - শিরোমণি,
বহিছে বারতা তব জুড়িয়া অবনি!

তোমার মঞ্জরী মুনিলোভা,
কোমল কামিনী-কুল কবরীর শোভা!
কত শত সীমন্তিনী,
নিত্য তব বিলাসিনী,
হেরিয়া তোমায় মুগ্ধ যতেক ভাবিনী;
কামিনী-স্বজনী তুমি বিকচ কামিনি!

এ' রূপমাধুরী ক্ষণকাল
বিরাজি লভিবে হায় নিধন করাল!
যৌবন তরঙ্গ - মালা,
অবলা কুলের জ্বালা,
তাহার বিগমে কিন্তু ধরণি সুস্থির;
শুকালে কামিনী তুমি তোষে কি সমীর?

অসভ্যজাতির বিবাহ প্রথা।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পশুর সহিত তাহাদের অল্পই প্রভেদ। যে সকল জাতি অসভ্যতার সর্ব্ব-নীচ পদবীতে অবস্থান করিতেছে, তাহারা বিবাহ যে কি পদার্থ তাহা অবগত নহে। দক্ষিণ আমেরিকায় পারাগুয়ানিবাসী অসভ্যজাতির মধ্যে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইচ্ছানুসারে স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত হয়, ইচ্ছানুসারে আবার পৃথক হইয়া থাকে। যে সকল অসভ্যজাতির মধ্যে উদ্বাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহারা প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় কাহাকে বলে তাহা জানে না, কেবল ইন্দ্রিয়তুষ্টিই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে। গ্রিন্‌লণ্ড-নিবাসী এস্ক্‌কুইমো জাতির পুরুষেরা বহুপত্নী গ্রহণ করিতে পারে। যুবতী, সুন্দরী ও চতুরা হইলে কোন কোন রমণী দুই পতির ভার্য্যা হয়। আত্মীয় বন্ধুকে কিছু কালের নিমিত্ত ভার্য্যাকে ঋণ দেওয়াও দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। উড়িষ্যা জাতীয় নীচ বর্ণের মধ্যে ভ্রাতার প্রাণ বিয়োগ হইলে ভ্রাতৃজায়ার পাণি-গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে এবং তিব্বতদেশে পাণ্ডবদিগের ন্যায় সকল সহোদরে মিলিয়া একটী রমণী বিবাহ করে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী।

মলবারনিবাসী নায়র সম্প্রদায়ের (রাজা ও ভূম্যধিকারী) উদ্বাহপদ্ধতি অতিশয় জঘন্য। ইহারা দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বিবাহ করে ও বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত কোন সম্পর্কই থাকে না। পুরুষেরা অন্য রমণী অবলম্বন করে, ও স্ত্রীরা পিত্রালয়ে বাস করিয়া মর্য্যাদাপন্ন স্বজাতীয় পুরুষকে গ্রহণ করে; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বোধ করে না। স্ত্রীদিগের গর্ব্ভে যে সকল সন্তান হয়, তাহাদের সহিত বিবাহকর্ত্তার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা স্ব স্ব মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। এরূপস্থলে স্ত্রী পুরুষে বিবাহ যে কেন দেওয়া হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বলপূর্ব্বক স্ত্রী হরণ করা অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রবল দৃষ্ট হয়। ইহাকে রাক্ষস বিবাহ বলা যায়। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু হিন্দুরা ইহাকে সর্ব্বনিকৃষ্ট বিবাহপ্রথা বলিয়া গণ্য করিত। অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত আছে, তদ্দেশীয় পুরুষ জাত্যান্তর হইতে আপনার ভাবী ভার্য্যা মনোনীত করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে তাহাকে অনুসরণ করে। পরে তাহাকে তাহার রক্ষকগণ হইতে কিয়দ্দূরে দেখিতে পাইলেই গোপনে তাহার সন্নিধানে আগমন করে। এবং তাহার সহিত প্রীতিগর্ভ মধুরালাপ করার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ যষ্টি বা অন্য কঠোর দণ্ডদ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া এককালে অচৈতন্য করিয়া ফেলে। তদনন্তর তাহাকে স্বজাতির মধ্যে আনয়ন করিয়া বিবাহ করে। কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু বিবাহোৎসবে উহা একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ইহারা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে না, তথাপি বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে।

কেম্বেল নামক একটী সাহেব সম্বলপুর নিবাসী খণ্ডজাতির বিবরণে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"আমি এক দিন রাত্রিতে একটী গ্রামে মহা কোলাহল শুনিতে পাইলাম এবং মারামারি হইতেছে এরূপ মনে করিয়া তথায় উপনীত হইলাম। দেখিলাম, যে একটী যুবা রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন পদার্থ পিঠের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং সেই যুবার চতুর্দ্দিকে প্রায় বিশ ত্রিশটী যুবা তাহাকে কতকগুলি যুবতী রমণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, একজন বলিল যে, ঐ যুবা বিবাহ করিয়া আপনার স্ত্রীকে স্কন্ধে করিয়া নিজগ্রামে গমন করিতেছে। কন্যার সখীরা তাহাকে ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বরের গাত্রে ঢিল ছুড়িতেছে।"

ক্লার্ক সাহেব মালয় দেশের বিবাহপ্রথা উপলক্ষে এইরূপ

লিখিয়াছেন :—"বর ও কন্যা ধার্য্য হইলে তাহাদিগকে এ বৃহৎ মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। কন্যা প্রথমে ঐ মাঠে দৌড়াইতে থাকে এবং বর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। যদি বর কন্যাকে দৌড়াইয়া ধরিতে পারে, তবে তাহাদের মধ্যে শুভ বিবাহ অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হয় ; ধরিতে না পারিলে, বরকে কন্যাপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়। ইহাতে এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে যে, যে পুরুষ দ্রুত দৌড়াইতে পারে, তাহারই ভাগ্যে স্ত্রীরত্ন ঘটে। যদি বর কন্যার মনোনীত হয়, তাহা হইলে কন্যা আপনা হইতেই ধরা দেয় ; মনোনীত না হইলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে ধরে।

পূর্ব্বোক্ত প্রথার নিদর্শন অধুনাতন সুসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকলদেশেই "বরটী যেন চোরটী।" বর বিবাহ করিতেছে, কন্যাকে আপনার গৃহে লইয়া যাইতেছে, অতি কুকর্ম্ম করিতেছে, অতএব বরের নিগ্রহ কর। ইংরাজদিগের মধ্যে বিবাহের সময় বরকে চটি জুতা ছুড়িয়া মারা হয় ; আর আমাদের মধ্যে কাণ মলা, নাক মলা খাইতে খাইতে বরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

আমরা এতৎসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রথার কথা বলিয়া উপসংহার করিব। দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত ব্রেজিলে কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিলে, তাহার স্বামীকে তৎক্ষণাৎ শয্যায় লইয়া গিয়া মাদুর চাপা দেওয়া হয়। প্রসূতি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করে ; কিন্তু তাহার স্বামীকে দুই তিন দিবস অনাহারে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। তাহার সেবা দেখিলে এইরূপ বোধ হয় যেন সেই সন্তান প্রসব করিয়াছে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

আমরা খাদ্যদ্রব্য প্রধান চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি, এক্ষণে যে সকল ভক্ষ্যদ্রব্য আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে সকল সজীব যবক্ষারজানবিশিষ্ট বলকারক দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করি, তাহা কতক উদ্ভিজ্জ হইতে এবং কতক প্রাণী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ-বলকারক-দ্রব্য।—অর্থাৎ যাহাতে শরীরের মেদ মাংস প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইহা দুই প্রকার, কলাই ও শস্য।

কলাই।—যাহা শুঁটীর মধ্যে জন্মে। আমাদের দেশে কলাই নানাপ্রকার, যথা মুগ, মাসকলাই, মসুর, তেওড়া বা খেঁসারি, অরহর, ছোলা বা বুট প্রভৃতি দাল বিশেষ, শিম এবং নানাবিধ কলাই যথা, শাদাছোলা, মটর, বরবটী ইত্যাদি। দুধের মধ্যে যেমন সর উহার বলকারক পদার্থ, এই সকল কলাইয়ের বলকারক পদার্থকেও উদ্ভিজ্জ সর বলে। কলাইয়ের সমস্ত উপাদান পদার্থের ১০০ ভাগের মধ্যে এই বলকারক সার পদার্থ ২৫ হইতে ৩০ ভাগ। আধসের কলাইয়েতে যে সার আছে, /৭॥ সের গোলআলুতে তাহা আছে। কিন্তু মানুষের পাকাশয়ে শস্য বা মাংস যেরূপ সহজে জীর্ণ হয় কলাই সেরূপ হয় না, এই নিমিত্ত উহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে গণ্য। এ সকল দ্রব্য রন্ধন দ্বারা সুসিদ্ধ না হইলে পরিপাকের ব্যাঘাত করে, এবং অজীর্ণতা হেতু পেটের পীড়া উপস্থিত হয়। কলাইয়ের সহিত ঘৃত বা শ্বেতসার কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিলে অধিক উপকারী হয়। সকল দাল অপেক্ষা মসুর দালে বলকারক সার পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, এই নিমিত্ত বৈদ্যেরা দুর্ব্বল রোগীকে মসুরের ঝোল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শস্য।—এই দ্রব্য মনুষ্যজাতি মাত্রের জীবন ধারণের প্রধান

খাদ্য। আমাদের দেশে প্রধান শস্য চাল, গোম, যব, জনার ইত্যাদি।

চাল।—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই এই চাল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশেই ইহার জন্ম এবং বহু-কাল হইতে ইহা ভারতবর্ষ, চীন এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহ বাসী-গণের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। চালে বলকারক সার ভাগ অপেক্ষা-কৃত কম, ইহার সমস্ত পদার্থের ১০০ ভাগের মধ্যে ৩ হইতে ৭ ভাগ সার পদার্থ। বলকারিত্বে ইহা সকল শস্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই নিমিত্ত ইহার সহিত মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, দাল ইত্যাদি অন্য প্রকার দ্রব্য ব্যবহার না করিলে, শরীরের সম্যক পুষ্টি হয় না। ভাতের স্বাদ পান্‌সে, এই নিমিত্ত রুটী অপেক্ষা ভাত খাইতে অধিক তরকারী বা মিষ্ট সাম-গ্রীর আবশ্যক হয়। চাল কিছু দিন শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র জীর্ণ হয়, এই নিমিত্ত নূতন চালের ভাত খাইলে প্রায় পেটের পীড়া হয়। অভাব-পক্ষে ছয় মাস কাল পরে নূতন চাল ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকেরা অগ্র-হায়ণ মাসে নূতন চাল উঠিতে না উঠিতে নবান্ন উৎসর্গ করিয়া ফেণে ফেণে নূতন চালের ভাত বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুরাতন অপেক্ষা নূতন চালের ভাত সুস্বাদ হইতে পারে, কিন্তু পীড়াদায়ক বলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। বাঙ্গালাদেশে দুই প্রকার চাল প্রস্তুত হয়, আতপ ও সিদ্ধ। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ চাল অধিক পুষ্টিকর। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা আতপ চাল ভিন্ন সিদ্ধ চাল ব্যবহার করে না।

গোম।—সকল শস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং বলকারক সার পদার্থ চাল অপেক্ষা ইহাতে অধিক আছে; ইহার ১০০ ভাগে সার পদার্থ প্রায় ১০ ভাগ। ইহাতে তৈলময় পদার্থের ভাগ অল্প থাকাতে ইহা রুটী করিয়া খাইতে হইলে ঘৃত বা মাখনের সহিত ব্যবহার করা উচিত। গোম হইতে ময়দা, আটা এবং সুজি প্রস্তুত হয়।

আমরা ইহার দ্বারা রুটী, লুচী, ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ লোকে কেবল গোম ব্যবহার করে এবং এই নিমিত্ত তাহারা অন্নাহারী বাঙ্গালী অপেক্ষা পুষ্টকায় এবং বলবান।

প্রাণিজ-বলকারক-দ্রব্য।— পশু পক্ষ্যাদির মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি।

মাংস।—ইহাতে যবক্ষার জানবিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। মনুষ্যেরা জাতিভেদে ভিন্ন প্রকার মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা, হিন্দুজাতির মধ্যে কেবল ছাগ ও মৃগ এবং দুই এক প্রকার পক্ষীর মাংস ভক্ষণীয়। ইউরোপখণ্ডের লোকেরা গরু, মেষ, শূকর, কুক্কুটজাতীয়-পক্ষী এবং কখন কখন অশ্ব মাংসও ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানেরা শূকর ব্যতীত শেষোক্ত সকল মাংসই ব্যবহার করে। পাকা মাংস অপেক্ষা কচি মাংস নরম এবং শীঘ্র জীর্ণ হয়।

মৎস্য।—আমাদের দেশে মৎস্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে রুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অধিক তৈলযুক্ত মৎস্য মাত্রেই গুরুপাক, যথা, ইলিস, তপ্‌সে, ভাঙ্গন, পার্‌সে ইত্যাদি। এই সকল মৎস্য অধিক খাইলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, ছোটপোনা, মৌরোলা, বেলে প্রভৃতি মৎস্য সকল লঘুপাক এবং রোগীর পক্ষে উপকারী। চিংড়ীকে আমরা মৎস্যের মধ্যে গণ্য করি এবং সচরাচর চিংড়ি মাছ বলিয়া থাকি কিন্তু উহা বাস্তবিক মৎস্য নহে, কাঁকড়া শ্রেণীভুক্ত। চিংড়ী মাছের মাথার মধ্যে ঘৃতবৎ বস্তু অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর কিন্তু উহার শরীরভাগ সুসিদ্ধ না হইলে শীঘ্র জীর্ণ হয় না।

ডিম্ব।—হংস, কুক্কুট প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষীর ডিম্ব মনুষ্যের ভক্ষ্য। ডিম্ব বিলক্ষণ পুষ্টিকর, এবং সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ অপেক্ষা আধসিদ্ধ বা কাঁচা ডিম্ব শীঘ্র জীর্ণ হয়।

দুগ্ধ।—সকল খাদ্যের আদর্শ স্বরূপ এবং শিশুগণ কেবল ইহাই

পান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এবং দিন দিন বল প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ সারক এবং এক বা দুই বলক্ জ্বাল দিয়া খাইলে বিশেষ উপকারী হয়, অধিক জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার সামান্য থাকাতে, দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক আদরণীয়। আমাদের প্রধান আহারই দুগ্ধ। দুগ্ধ হইতে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত হয়, যথা ঘৃত, মাখন, সর, চাঁচী, ঘোল, দধি, ছানা, ক্ষীর ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমিষ ভোজন করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত কি না। আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য ব্যবহার করে। কেহ কেবল উদ্ভিজ্জভোজী, কেহ আমিষভোজী এবং কেহ মিশ্রভোজী অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও আমিষ দুই ব্যবহার করে। মনুষ্যের পক্ষে আমিষ ভোজন নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হউক, অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক কেবল উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং প্রাণিহত্যা করিয়া আমিষ ভক্ষণ করাকে নিতান্ত নিকৃষ্ট ও অস্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে করে। উদ্ভিজ্জভোজীগণ তর্ক করিয়া থাকেন যে, জীবহিংসা করিয়া আমিষ ভক্ষণ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, এবং মাংস মনুষ্য পাকযন্ত্রের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উত্তরে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বহুকাল হইতে সমস্ত মনুষ্যজাতি আমিষপ্রিয় বলিয়া বোধ হয় এবং দেশ বিশেষে কোন কোন জাতি উদ্ভিজ্জ অভাবে কেবল আমিষ ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। শীতপ্রধান দেশের যেস্থানে উদ্ভিজ্জ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, লোকদিগকে উদ্ভিজ্জের অভাবে কেবল মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে উদ্ভিজ্জের আতিশয্য থাকাতে সে স্থানের লোকেরা আহারের নিমিত্ত প্রায় উদ্ভিজ্জের উপর অধিকাংশ নির্ভর করে। আবার সমশীতোষ্ণ দেশে প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জের ভাগ সমতুল্য থাকাতে সে স্থানের

লোকেরা উভয় প্রকার দ্রব্য হইতে নানাবিধ খাদ্য সংগ্রহ করে স্তন্যপায়ী জীবগণের পাকযন্ত্রের কৌশল দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি যে কাহারা উদ্ভিজ্জ এবং কাহারা আমিষভোজী আমিষ ও উদ্ভিজ্জভোজীদিগের দন্তেরও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য-জাতির ন্যায় মিশ্রভোজীদিগের পাকযন্ত্র এবং দন্তের গঠন এই উভয় প্রকারের মাঝামাঝি। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুষ্যজাতির মিশ্র-ভোজনই অভিপ্রেত এবং আমিষ ভক্ষণ তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয় না। ভারত-বর্ষে কিম্বা পৃথিবীর কোন স্থানে সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জভোজী ব্যক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্দেশে অনেকে আমিষ ভক্ষণ করে না বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণী হইতে উদ্ভূত দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি দ্রব্য সকল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জভোজী ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে বিরল।

বামাগণের রচনা।

লঙ্কার পতন।

নীলাম্বুধি বক্ষে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
স্বর্ণ সৌধশ্রেণী বিরাজে তায়,
যেন স্বর্ণ পদ্ম সাগর-হৃদয়ে
অটল প্রণয়ে বাঁধা সদায়।

বীররস পূর্ণ সুবর্ণ কমল
বিজয় নিশান বক্ষে উড়ায়;
বীরপত্নীপ্রেমে বীরেশ জলেশ
তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে বেড়ায়।

প্রণয় উচ্ছ্বাসে উছলে উছলে
প্রেমিকাচরণ প্রক্ষালি ধায়;
বীর্য্যাভিমানিনী বীর - প্রসবিনী
প্রেমের সোহাগে ভাসিয়া যায়।

অবহেলে যেন অমর নগরী
আপন গৌরবে আপনি মাতে,
থাকিবে গৌরব কত দিন আর?
চির গর্ব্ব চূর্ণ কালের হাতে।

দগ্ধ লঙ্কা এবে, হায়! কালবশে।
কপি সেনাবৃত তোরণ - দ্বার;
রণে মত্ত অই লঙ্কেশ রাবণ,
দেব - দৈত্য - ত্রাস প্রতাপ যার।

পুত্র-শোকানলে বীর্য্যহীন আহা!
রাঘব-বিশিখ-প্রহারে হায়।
ক্ষত কলেবরে রুধির প্লাবন;
রণে ভঙ্গ দিয়ে চলিয়ে যায়।

রক্ষকুল - অরি রাম রঘুমণি
হাসিয়া হাসিয়া বলে তখন,
গরিমা - পূরিত বীরত্ব - ব্যঞ্জক
মর্ম্মভেদী অতি ধীর বচন।

"কোথা যাও, ফিরে চাও, ওহে দশানন!
লঙ্কেশের শোভে কি হে রণে পলায়ন?
কেন রক্ষকুলে ঢালিবে কালী?
আজি না মরিলে মরিবে কালি,
বাঁচিবার পথ, নাহি মহারথ!
প্রবেশ সমরে যা করে কালী।

"শমনের দূত এই অসি খরধার
নিবারিবে তৃষা—রক্ষরক্ত-পিপাসার,
রণস্থলে তব বক্ষ ভেদিয়া
হৃদয়-শোণিত লবে শোষিয়া,
যুদ্ধ পারাবারে, নিস্তারিতে পারে,
হেন জন নাহি পাবে খুজিয়া।

"ভ্রাতৃবর কুম্ভকর্ণ কোথায় এখন?
রক্ষিত যাহার তুমি ছিলে হে রাজন্!
কোথা ইন্দ্রজিৎ? স্মর তাহারে,
স্মরণ কররে বীরবাহু রে,
নাহি রক্ষা আর, এস একবার,
পাঠাব এবার অন্তক-পুরে।

"ধরে ছিলে যেই করে সতীর কুন্তল,
কেন এবে সেই কর সমরে অচল?
এস মহারাজ! সমর কর,
ভিখারী রামেরে কেন হে ডর?
তুমি যোদ্ধৃপতি, আমি ক্ষুদ্র অতি,
কি ভয়? সমরে ধৈরয ধর।

"বনচারী রাম আমি ক্ষীণ-কলেবর,
স্বর্গজয়ী রাজা তুমি খ্যাত চরাচর,
সঙ্গে তব সেনাবল প্রবল,
মম সঙ্গে মাত্র বানর দল,
তুমি বিমানেতে, আমি অবনীতে,
কেন তবে ভয়ে পলাও বল?

"করিলে কি এই বলে জানকী-হরণ?
এই না কি তব ভুজ-বল দশানন!
এই মুখে না কি দেবের নারী
বীরবীর্য্যে বীর! আনিলে হরি!
কোথা সেই বীর্য্য! কেন হীনবীর্য্য?
প্রকাশ বীরত্ব, বীর কেশরি;

"ফিরে এস শুনি দিগ্বিজয় সমাচার,
হেন রূপে যুদ্ধ করিয়াছ কত বার,
করিলে কিরূপে বালীরে জয়,
কিরূপে বালীর গৌরব ক্ষয়,
অর্জ্জুনের সনে, ঘোরতর রণে,
করিলে কিরূপে যশঃ সঞ্চয়।

"সবংশে লঙ্কেশ! চল যম-নিকেতন,
বাঁচিবার সাধ আর করো না এখন।
শর ধনু মম নহে ভুষণ,
অসি নহে মাত্র কটি-শোভন।
সতের পালনে, অসৎ নাশনে,
অসি ধনু শর করি ধারণ।

"বৃথা আর পলায়নে ফলিবে কি ফল?
ঘেরিয়াছে চারিদিকে সীতা-কোপানল।
পলায়নে ত্রাণ পাবে না আর,
কর ইষ্টদেবী স্মরণ সার,
আপন কুক্রিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
প্রতিফল এবে ভোগ তাহার।

" মরণ এড়াতে নাহি পারে কোন জন,
কাল গতে কাল মুখে হইবে পতন।
জনম হইল মর ভুবনে
যদি পলাইবে অঘোর বনে,
তথাপি মরিবে, অমর নহিবে,
কেন তবে ভীত মরিতে রণে ?

" হলো কেন মতিচ্ছন্ন ওহে বীরবর !
ভুলে বীরগর্ব্ব, কেন হইলে কাতর ?
বীরধর্ম্ম বীর ! রাখ যতনে,
অধর্ম্ম আচরে বর্ব্বরগণে,
সম্মুখ সংগ্রাম, কর গুণধাম,
কি ভয় বীরের দেহ-পতনে ?

" অযশঃ হইতে মৃত্যু অতি শুভকর,
এস রামে রণে জিনে যশোলাভ কর।
সম্মুখ সংগ্রামে পলাও ডরে,
কেমনে এ মুখ দেখাবে পরে,
ত্যজি লোকলাজ, কেন মহারাজ !
পলায়ন - পর হলে সমরে ?

" তুমি নাকি ত্রিভুবনে বীর চূড়ামণি !!
তব বাহুবলে নাকি সশঙ্ক ধরণী !!
কেন রণে তবে জম্বুক - বৃত্তি
আরাধিলে এবে হে মহারথি !
সে সব গৌরব, ফুরাল কি সব,
এই কি তোমার চরম-গতি ?

"আপনার দুর্ব্বলতা জানিতে আপনি,
শূন্যগর্ভ গর্ব্বে কেন ঘাঁটাইলে ফণী?
কাকের ছলতা, ভেকের বল
জম্বুক-চাতুরী তাহে সম্বল,
হৃদয়ে ভীরুতা, আশয়ে নীচতা,
সিংহ সনে রণ-বাঞ্ছা প্রবল।

"জ্বলন্ত দহনে যেন পতঙ্গ পতন;
বজ্রের শিখায় যেন তৃণের দলন;
মত্ত মাতঙ্গের ভৈরব রণে,
অজা অগ্রগণ্য নিয়তিক্রমে,
তেমতি তোমার, হইল এবার,
অবাধে যাইবে যম-সদনে।

"'ধিক্ দশানন!' বলে কপি সেনাগণ;
কি বলিবে মন্দোদরী শুনে পলায়ন;
যদি হে মরণ হবে আহবে
খ্যাতি প্রতিপত্তি ভূলোকে রবে,
অন্তে স্বর্গবাস, হেন ধর্ম্মনাশ
কেন করিতেছ? লোকে কি কবে?

"না পলাও ফিরে চাও ওহে দশানন!
লঙ্কেশের শোভে কি হে রণে পলায়ন?
গৌরব গরিমা সকলি দূর,
শূরত্ব বীরত্ব হইল চুর,
রণে পলায়ন, রমণী-হরণ,
এই কি তোমার বল প্রচুর?

"আপনিই হাতে ধ'রে খাইলে গরল,
আপনিই গর্ব্বভরে গেলে রসাতল;
ছিল না'কি তব অজেয় বল,
কালের কবলে বিচূর্ণ হল,
ঘৃণিত জীবন, করিয়া ধারণ,
হইবে কি ফল? তুমিও চল।

"ফিরে চাও, ফিরে এস, দেখা(ও) বীরপণা;
ধর শর, কর যুদ্ধ, দা(ও) জয় ঘোষণা;
ভজ কালী, বল হরি, অন্তিম সময়;
মহা পাপে পরলোকে অনন্ত নিরয়।"

ক্রমশঃ।

জয়দেবপুর। শ্রীমতী কৃ—দেবী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অবসর-সরোজিনী।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

রাজকৃষ্ণ বাবু বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ও সুকবি বলিয়া খ্যাত। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা, হেম বাবুর কবিতাবলী, নবীন বাবুর অবকাশ-রঞ্জিনীর ন্যায় অবসর-সরোজিনী একখানি উৎকৃষ্ট কোষকাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, ভাবপূর্ণ কবিতা আমরা অল্পই পড়িয়াছি। ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল যে, পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কবির মনের ভাব আপনা আপনিই সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত কবি এই রূপই হইয়া থাকে। তাঁহাকে নূতন নূতন ভাবের নিমিত্ত মস্তিষ্ক বিলোড়ন অথবা তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। আমাদের অনুরোধ যে, শিক্ষিত বঙ্গমহিলাগণ সকলেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করেন।

অবকাশ-গাথা।—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত। এখানিও একখানি কোষকাব্য। ইহার কতকগুলি কবিতা প্রথমে বঙ্গমহিলায় প্রকা-

শিত হইয়াছিল। ইহার প্রশংসা করিতে হইলে, আত্ম-প্রশংসা করা হয়, এই নিমিত্ত আমরা ইহার সমালোচনা করিলাম না।

ভারত-সুহৃদ।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্রের উদ্দেশ্য মহৎ। "বঙ্গমহিলার" স্বত্ব যেরূপ বঙ্গমহিলাগণের উপকারার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে, ভারত-সুহৃদের স্বত্বও সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার উপকারের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে। লেখকগণ সকলেই লিপিপটু। তবে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে।

অঙ্ক-সূত্র।—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত।

এই পুস্তকখানি পাটীগণিত শিক্ষাসম্বন্ধে উপক্রমণিকা স্বরূপ। ইহাতে পাটীগণিতের মৌলিক নিয়মগুলি বিস্তারিতরূপে এবং সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সুকুমার বালক বালিকাদিগের পাঠার্থে এখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। তবে যে কতকগুলি ইংরাজি মাপ, ওজন ইত্যাদির বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা উহাদিগের পক্ষে এক্ষণে অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা ভরসা করি এ পুস্তকখানি সকল বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয় ও মূল্য অতি স্বল্প, ৵১০ দশ পয়সা মাত্র।

বিয়োগী বন্ধু।—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত।

লেখক তরুণ বয়স্ক এবং কবিতা লেখায় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। কবিতাটী অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং মধুর হইয়াছে। সময়ে লেখক একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

চিকিৎসাতত্ত্ব। মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইহার কয়েক সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এখানি পাঠ করিলে প্রাচীন আর্য্য ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।] [শ্রাবণ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১॥০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাশুল .. .. ।৵০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. ... ৵০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গমহিলা।

প্রকাশিতের পর।

৯৫। স্ত্রী দৈবপ্রাপ্তা হইলেও যদি সে সতী হয় তবে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ না করিলেও স্বামী তাহাকে গ্রহণ ও পালন করিবে। এবং এইরূপ করিলে দেবতারা তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকিবে।

৯৬। স্ত্রী মাতা হইবার নিমিত্ত এবং পুরুষ পিতা হইবার নিমিত্ত জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত বেদোক্ত বিধি সকল স্বামী সস্ত্রীক হইয়া সমাচরণ করিবে।

৯৭। বালা যে ব্যক্তির যৌতুক গ্রহণ করিয়াছে সে বিবাহের পূর্ব্বে মরিলে তাহার ভ্রাতা উহার সম্মতি লইয়া উহাকে বিবাহ করিতে পারে।

৯৮। কন্যার বিবাহ দিয়া নীচবংশীয় লোকেরাও যেন বরের নিকট দান গ্রহণ না করে। কারণ দানগ্রহণ করিলে কন্যাকে বিক্রয় করা হয়।

৯৯। পুরাতন বা আধুনিক কালের কোন ভদ্রলোকেই এক জনকে বাক্‌দান করিয়া অন্যকে কন্যাদান করে নাই।

১০০। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতেও আমরা কখন কোন ব্যক্তিকে কন্যা-বিক্রয় করিতে শুনি নাই।

১০১। স্ত্রী ও স্বামী মরণকাল পর্য্যন্ত পরস্পরে অনুরাগ রক্ষা করে ইহাই সংক্ষেপে বলিতে গেলে স্ত্রী পুরুষের পরম ধর্ম্ম।

১০২। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর বিবাহবদ্ধ হইয়া সাবধানভাবে বাস করিতে থাকিবে। সাবধান যেন পরস্পর বিরহিত হইয়া পরস্পর ধর্ম্মভঙ্গ না করে।

১০৩। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর ধর্ম্ম এইরূপ বর্ণনা করা হইল। এক্ষণে দায় মীমাংসা কথিত হইতেছে।

১১৮। ভ্রাতারা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবার সময় অবি-

বাহিতা সহোদরাদিগকে প্রত্যেকে আপন আপন ধনের চতুর্থাংশ প্রদান করিবে। না করিলে পতিত হইবে।

১২২। নীচ কুলজাতা অথচ শেষ বিবাহিতা পত্নীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে এবং প্রথম বিবাহিতা উৎকৃষ্ট কুলজাতা পত্নীর পুত্র কনিষ্ঠ হইলে দায় মীমাংসার গোলযোগ হইতে পারে।

১২৩। এরূপ স্থলে প্রথমা স্ত্রীর পুত্র একটী উৎকৃষ্ট গরু সর্ব্বাগ্রে বাছিয়া লইতে পারিবে, অন্যান্য গো সকল অপরের অধিকৃত হইবে।

১২৪। প্রথম বিবাহিতা পত্নীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে সে সর্ব্বাগ্রে একটী উৎকৃষ্ট গো এবং পঞ্চদশ গাভী গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২৫। মাতৃকুলের উচ্চতা ও নীচতা অনুসারে পুত্রদিগের উচ্চ নীচতা হইবে। কিন্তু সমাতৃকস্থলে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠত্বের ধারাক্রমিক মীমাংসা হইবে।

১২৭। পুত্রাভাবে কন্যাই পিতৃবংশ রক্ষা করিবে।

১৩১। মাতা বিবাহকালে যে কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কুমারীগণ তাহা পরস্পর বিভাগ করিয়া লইবে। পুত্রাভাবে দুহিতার পুত্র সমুদায় ধন অধিকার করিবে।

১৩২। অপুত্র পিতার কন্যার পুত্র নিজ পিতা ও মায়ের পিতা উভয়কেই এক এক পিণ্ড প্রদান করিবে।

১৩৩। পৌত্র এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুহিতার পুত্রে ব্যবস্থাশাস্ত্রে কোন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৩৫। পিতা কন্যাকে বিবাহ দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিলে যদি সে কন্যা ঘটনাক্রমে পুত্র না পাইয়া মরিয়া যায় তবে তাহার স্বামী তাহার পিতার সমুদয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

১৩৬। পিতা এইরূপ দৌহিত্রের পিতাস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে।

১৩৭। পূর্ব্বোক্তরূপ দৌহিত্র পৌত্রের ন্যায় নরক হইতে উদ্ধার করে।

১৩৮। এইরূপ দুহিতার পুত্র প্রথমতঃ আপনার মাতাকে পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে পিতা ও পরে মাতামহকে পিণ্ড দান করিবে।

১৪৩। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি না লইয়া পরপুরুষযোগে পুত্র উৎপাদন করিলে সে পুত্র বিষয় পাইবে না। কেন না এরূপ স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া মনে করিতে হয়।

১৪৪। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি লইয়াও যদি পবিত্র মনে এইরূপ পুত্র উৎপাদন না করে তবে সে পুত্রও বিষয়ের অধিকারী হইবে না।

১৪৫। আর যদিইং অনুমতি লইয়া পবিত্র মনে ঐরূপ করে তাহা হইলেও সে পুত্র ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ না হইলে বিষয় পাইবে না।

১৪৬। ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে পালন ও তাহাতে বিধিপূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার পূর্ব্ব পিতার সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর বিষয় তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

১৪৭। স্ত্রী স্বামীর অনুমত হইয়াও পরপুরুষ-সংযোগে রিপু-চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে পুত্র উৎপাদন করিলে সে পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না।

অনন্তর মহাত্মা মনু স্ত্রীদিগের কুল-মর্য্যাদার অনুসারে তাহা-দের পুত্রকন্যাদির যেরূপ দায় মীমাংসা করিয়াছেন আমরা তাহার সমুদয় বিবরণ না করিয়া কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।—কারণ সমুদায় বিবরণ আমাদের আবশ্যক হইতেছে না। মনুর সময়ে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় সামাজিক নিয়ম কিরূপ ছিল নিম্ন-লিখিত কয়েকটী ধারা পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে।

১৬৬। বিবাহিতা স্ত্রীতে স্বামীর যে উৎপাদিত পুত্র এবং যাহাকে ঔরস পুত্র কহে সেই পুত্রই কুলমর্য্যাদার সর্ব্বপ্রধান।

১৬৭। মৃত, ক্লীব বা রোগীর ভার্য্যা অনুমতি লইয়া পরপুরুষ-সংযোগে পুত্র উৎপাদন করিলে তাহাকে বাপের ছেলে না বলিয়া মায়ের ছেলে মনে করিতে হয়।

পোষ্যপুত্রের ব্যবহার অদ্যাপি রহিয়াছে সুতরাং তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

১৭০। স্বামী যাহার বহুকাল অনুদ্দেশ হইয়াছে এরূপ পরিণীতা স্ত্রী পরের গৃহে অন্যপুরুষসংসর্গে পুত্র উৎপাদন করিলে সে পুত্র গৃহস্বামীর অধিকৃত হইবে। এস্থলে অন্য পুরুষ শব্দে যাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে যদি সে ব্যক্তি অজ্ঞাত হয় অথচ যদি তাহার কুলশীল পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীর অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হইলেই এরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে।

১৭২। কন্যা পিতৃগৃহে গোপনে সন্তান প্রসব করিলে এবং সন্তান প্রসবের পর প্রণয়ীকে বিবাহ করিলে ওরূপ সন্তানকে কানীন বলিয়া মনে করা যায়।

১৭৩। যুবতী গর্ব্ভিনী হইবার পর বিবাহ করিলে তাহার গর্ব্ভ জ্ঞাত থাকুক্ আর নাই থাকুক্ তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সে বিবাহকর্ত্তারই অধিকৃত।

১৭৫। স্ত্রী পরিত্যক্তা বা বিধবা হইলে আপনার ইচ্ছানুসারে অথচ ব্যবস্থার বিপরীতে বিবাহ করিয়া যে পুত্র উৎপাদন করে উহাকে পৌনর্ভব কহিতে পারা যায়।

১৭৬। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রী কুমারী থাকিলে সে রীতিমত বিবাহবিধি সমাপন করিবে। আর যদি এমন হয় যে, স্বামীর শৈশবকালে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া হইয়াছিল অথবা স্বামীর যৌবনোদয়ে তাহার কাছে ফিরিয়া আসা হইল তাহা হইলেও স্বামীর সহিত পুনর্ব্বার বিবাহাচার নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

১৭৮। ব্রাহ্মণ রিপুবশে শূদ্রানীতে পুত্রোৎপাদন করিলে ওরূপ পুত্র জীবিত হইলেও তাহাকে মৃতস্বরূপ মনে করিতে হয়।

১৭৯। শূদ্র আপনার ক্রীতদাসী বা আপনার ক্রীতদাসের ভার্য্যায় পুত্র উৎপাদন করিলে সে অন্যান্য পুত্রের সম্মতি লইয়া বিষয়ের অংশ পাইতে পারে।

১৮৩। কোন ব্যক্তির একাধিক ভার্য্যার মধ্যে একতর ভার্য্যা পুত্র উৎপাদন করিলে অন্যান্য ভার্য্যাদিগকেও ঐ পুত্রের দ্বারা পুত্রবতী মনে করা যাইতে পারে।

১৮৪। ঔরসপুত্র না থাকিলে অন্যান্য পুত্রেরা যথাক্রমে দায়-ভাগ করিয়া লইতে পারে।

১৯০। অবীরা মৃতস্বামীর বংশরক্ষার্থ পুরুষান্তরসহযোগে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পূর্ণ বয়সে মৃতের সমুদায় বিষয়ের উত্তরা-ধিকারী হইবে।

১৯১। কোন নারীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্বামী উভয়েই মৃত হইলে যদি তাহাদের প্রত্যেকেরই এক এক পুত্র থাকে এবং যদি উহারা বিষয় লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে দায়ভাগ-বিধানানুসারে উহারা স্ব স্ব পিতার বিষয় গ্রহণ করিবে।

১৯২। মাতার মৃত্যু হইলে সহোদর ও অবিবাহিতা সহোদরা-গণ মাতার বিষয় সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা হইলে মাতৃবিষয়ের চতুর্থাংশ পাইবে।

১৯৩। কন্যার কন্যাও মাতামহীর বিষয়ের অংশ পাইতে পারে। স্নেহের অনুরোধ এইরূপই প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

১৯৪। বিবাহের পূর্ব্বে যে ধন পাওয়া হইয়াছিল, বিবাহের সময় যে ধন পাওয়া হইয়াছিল, প্রীতিবশতঃ আত্মীয়দিগের নিকট যে ধন পাওয়া হইয়াছিল এবং ভ্রাতা বা মাতা বা পিতার নিকট যে ধন পাওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায়কে স্ত্রীধন কহিতে পারা যায়।

১৯৯। স্ত্রীলোক যেন অতিসঞ্চয় না করে। স্বামীর বিষয় হইতেও স্বামীর অনুমতি না লইয়া অধিক সঞ্চয় করিবে না।

২০০। স্বামীর জীবনসময়ে যে সকল অলঙ্কার স্ত্রীলোকে পরিধান করে, স্বামীর উত্তরাধিকারীরা যেন তাহা ভাগ করিয়া না লয়। ওরূপ ভাগ করিয়া লইলে তাহারা ঘোরতর পাপে পতিত হইবে।

২২২। জুয়াখেলা আর চুরি করা সমান।

২৩০। অতএব স্ত্রীলোকে জুয়া খেলিলেও রাজদ্বারে তাহার স্বল্প বেত্রাঘাত হইবে।

মনুসংহিতায় স্ত্রীলোকসম্বন্ধে যাহা কিছু আছে বোধ হয় আমরা তাহার উদ্ধার করিয়াছি। মনুসংহিতা পাঠ করিলে আর্য্যসমাজের বিচিত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যার যে কত বয়সে বিবাহ হইত তাহা স্থিরই করা যায় না। কারণ বিবাহ অধুনাতন সময়ের ন্যায় যৌবনের পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইলে কখন কানীন-পুত্র উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

মনুসংহিতায় কোন কোন স্থল পাঠ করিলে স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোম-সমাজের শেষ দশায় এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বোধ হয় যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও পূর্ব্ব সমাজ পরস্পর এত বিভিন্ন হইয়াছে যে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। আর বর্ত্তমান সমাজ পূর্ব্বসমাজের অপেক্ষা সুশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেক দেখিয়া বর্ত্তমান সমাজের রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই বর্ত্তমান সমাজে জারজ সন্তান অল্প হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায় মধ্যে মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্থানে এত কঠোর বিধি রহিয়াছে যে স্ত্রীলোকের বস্ত্র স্পর্শ করিলেও দোষ, আবার কোন স্থানে জারজেরা বিষয় লাভ করিতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবস্থা পর পর ব্যবস্থায় খণ্ডিত হইয়া থাকিবে। উহা মনুর সময়েই বার বার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। কখন বা এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পর পর ধারার খণ্ডন পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রহিয়াছে। এরূপ স্থলে মীমাংসা করা সহজ বোধ হয় না। তবে আমাদিগকে সম্ভবতঃ ইহাই ভাবিতে হয় যে, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ ওরূপ বৈষম্য হইয়া থাকিবে। অসা-

ধারণ পণ্ডিত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন প্রভৃতি পূজ্যতম ব্যবস্থাপকেরা উহার মীমাংসা এইরূপে করিয়া থাকেন। কোন কবিতার সহিত কোন কবিতার বিরোধ দৃষ্ট হইলে উহার মধ্যে যেটী পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থায় অধিক চলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অখণ্ডিত বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবে, জগতের এইরূপই নিয়ম বোধ হয়। অথবা এরূপ নিয়ম না হইলে স্ত্রীরা অবশ্য কোন না কোন সময়ে কোন না কোন দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা করিতে পারিত। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা এইরূপ ভাবিয়াই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগকে অতি সতর্ক বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন স্থলে সতর্ক হইতে গিয়া উৎপীড়কভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে আবার কাহার কাহারও মতে এরূপ সতর্কতা অনুল্লঙ্ঘনীয় বলিয়াও বোধ হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, এরূপ সতর্ক না হইলে হয় ত অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা হইতে পারিত। তাঁহাদের মতে বরং উৎপীড়কভাব প্রকাশ হওয়াও ভাল তথাপি বিশৃঙ্খলা হইতে দেওয়া ভাল নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, মনুর সময় "সে এক কাল গিয়াছে।" "নির্ব্বোধ বৃদ্ধেরা" যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার সমুদায়েরই যে প্রামাণ্য হইতে পারে তাঁহাদের মতে এরূপ নহে। আমরা বলিতে পারি যে, "নির্ব্বোধ বৃদ্ধেরা" স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে যে কোন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রশস্ত মনে পাঠ করিলে ইহাই বোধ হয় যে ব্যভিচারে তাঁহাদের সাতিশয় বিদ্বেষ ছিল, এই নিমিত্ত তাঁহাদের শাসন মধ্যে মধ্যে অতি কঠোর হইয়া গিয়াছে। পাপে অতি বিদ্বেষ ও ধর্ম্মে অত্যনুরাগবশতই তাঁহাদের ব্যবস্থা সকল মধ্যে মধ্যে এরূপ অতি কঠিন হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের অভিসন্ধি সৎ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

শেষ দেখা।

১

জনম আমার অই গঙ্গার সুন্দর কূলে।
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মর্ম খুলে;
যেখানে পবিত্র নদী
কলনাদে নিরবধি
রবি শশী দেখি' দেখি', পারাবারে যায় চ'লে।
যেখানে তরঙ্গমালা দোলে রে সে নদী-গলে।
যেখানে দিনের বেলা
মানবগণের মেলা
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ জ্বলে;
নদী-কোলে বায়ু-বলে তরিগুলি টলমলে।

২

তপন লুকা'লে পরে, যেখানে যামিনীকালে
ঢালিয়ে কৌমুদীরাশি হাসে শশী নভোভালে।
চাঁদের কিরণ মাখা
পর্ণময়ী তরুশাখা
ছায়ার সৃজন করি, সমীরণে ধীরে দোলে;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, হৃদয় মানস ভোলে।
রেতে স্তব্ধ কোলাহল,
নীরব গঙ্গার জল,
ঢ'লে পড়ে গ্রামবাসী নিদ্রার কোমল কোলে,
নির্ব্বাক্ রসনা, শুধু নাসায় নিশ্বাস চলে।

৩

বিধাতার বিড়ম্বনে এ হেন সুন্দর গ্রাম
(আমার বিচারে যেন ভূতলে স্বরগ-ধাম)
ছাড়িয়ে যাইব, হায়,
চিত নাহি যেতে চায়;
তথাপি কি করি, অহ, বিধাতা আমারে বাম,
ঘুচা'লেন বুঝি তিনি এ গ্রামে আমার নাম!
আশা ছিল মনে মনে;
বান্ধবনিচয় সনে
আরো কিছুকাল রব; হতাশ্বাস হইলাম;
বাসনা বিফল হ'ল, চিরতরে চলিলাম!

৪

চলিলাম চিরতরে; ছাড়িলাম যত আশা;
ভুলিলাম সকলের সুধামাখা ভালবাসা;
খুলিলাম অলঙ্কার,
(সারহীন অহঙ্কার!)
ত্যজিলাম রসনার চাটু রসময়ী ভাষা;
চলিলাম চিরতরে; ছাড়িলাম যত আশা।
যে দিকে নয়ন যাবে,
যে দিকে মানস ধাবে,
সে দিকে আমার গতি; যথা সরিতের দশা।
কি লাভ বাড়ায়ে শুধু অন্তহীনা কুপিপাসা?

৫

অয়ি গো জাহ্নবি, তুমি আমার জনম দিনে
কতই বাজালে ধীর নিনাদে মধুর বীণে;
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি
কতই করিলে কেলি,

চুলাচুলি দিলে কত আমারে আশীষ সনে।
ভুলি নাই জননি গো, এখনো তা আছে মনে।
যত দিন রবে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
কি আছে আমার আর তোমার চরণ বিনে?
এ অধমে, দয়াময়ি, রেখেছ চরণে কিনে।

৬

কিন্তু যাইবার কালে—এই আমি যাই যাই—
গুটিকত কথা আজ তোমারে সুধায়ে যাই;—
জনম-ভূমির মাটী
সুপবিত্র পরিপাটী,
খাঁটি সোণা ছাড়া আমি মাটী ব'লে ভাবি নাই;
আজ কেন হেন হ'ল? মনে মনে ভাবি তাই।
আছিলাম যত দিন
জড় সম জ্ঞানহীন,
ভাবিতাম তত দিন ইহারে সুখের ঠাঁই;
এবে আর নয়; এ যে অসীম অনন্ত ছাই!

৭

এ ভূমির যশোগান, এই যে খানিক আগে,
গাইলাম মন খুলে হৃদয়ের অনুরাগে।
প্রশংসিনু যেই মুখে,
পুনরায় সেই মুখে
মনোদুখে নিন্দা করি ঘোরতর সবিরাগে;
আমি তো কৃতঘ্ন তবে বিশাল ভূতল ভাগে!
তা নয়, কৃতঘ্ন নই,
এ জনম ভূমি বই
স্বর্গও আমার মনে ক্ষণ তরে নাহি জাগে;
হৃদয় অঙ্কিত মোর এ ভূমির স্নেহ-দাগে।

৮

এমন সুখের ধন, তবু তার নিন্দা গাই?
গাইবার হেতু আছে, কুযশ গাহি রে তাই।—
আমার জনম ভূমি,
এই কথা বলি আমি,
কিন্তু রে আমার হেথা কিছু অধিকার নাই,
পরকরগত ইহা, আমাদের আর নাই!
নরক ব্যতীত তবে
কে এরে স্বরগ কবে?
এ হেতু এখানে আর থাকিবারে নাহি চাই,
এ হেতু এ ভূমি হ'তে এই আমি যাই যাই।

৯

যাই আমি তেয়াগিয়ে এ দেশের মায়ামোহ,
হাসির বদলে সাথী করিয়ে লোচন-লোহ!
সদাই ইহার তরে
গাই গে কাতর স্বরে
ভৈরবীতে দুখ এর, ভেদিয়ে গগন-দেহ,
গাইয়ে শুনিব নিজে, যদি নাহি শুনে কেহ।
য দিন চেতনা রবে,
য দিন শোণিত ববে,
য দিন বিনাশ নাহি হইবে মাটীর দেহ,
দুখের সঙ্গীত এর গাইব রে অহরহ!

১০

সঙ্কল্প করেছি আমি স্থলে জলে ঘোর বনে
ইহার দুখের গান গাইব দুখিত মনে;
প্রতি লোমকূপ যদি
কথা কয় নিরবধি,

কহিব ইহার দুখ সবারে, তাদের সনে ;—
জনম ভূমিরে মোর পরে শাসে কুশাসনে !—
আমার জনম ভূমি
ভূতলে স্বরগ ভূমি,
এবে রে নরক ভূমি, বিদেশীয় প্রপীড়নে !
গাইব এ গান সদা অতীব দুখিত মনে।

১১

যে জিহ্বায় সুখ এর করিয়াছি বরণন,
সে জিহ্বায় দুখ এর কব এবে, প্রতিক্ষণ।
নয়নের নীর সহ—
গাব শোকে অহরহ ;—
আমার জনম ভূমি বিষাদের নিকেতন,
আমার জনম ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন ;
বিদেশীয় দস্যু এসে,
দ্বিতীয় যমের বেশে
প্রতিপলে করে এরে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন ;
আমার জনম ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন।

১২

রব না এ দেশে আর, কি লাভ থাকিলে হবে ?
জনম ভূমির দুখ চিত মোর নাহি সবে।
ভাগীরথি, থাক তুমি,
থাকুক জনম-ভূমি
থাকুক পাদপ লতা, থাকুক অপর সবে ;
কেবল আমার চিত হেথা আর নাহি রবে।
যে দিকে নয়ন যাবে,
যে দিকে মানস ধাবে,
সে দিকে আমার গতি ; জননি গো যাই তবে ;
অন্তিম বিদায় দাও ; যা হবার, তাই হবে।

১৩

সে দিন যাহারে আমি ভাবিতাম শশী রাকা,
নিদাঘে মরুভূ মাঝে কিসল-ভূষিত শাখা;
সে জনম ভূমি কি না
পরবশে দীনা হীনা,
পরের পীড়ন সয়, বদনে বিষাদ মাখা!
বিহঙ্গিনী কাঁদে যেন কাটিলে যুগল পাখা!
যাই তাই, যদি পারি
মুছা'তে এ আঁখি-বারি
আসিব আবার তবে ফিরায়ে ললাট-লেখা।
নতুবা এ জন্মে মোর এই দেখা—শেষ দেখা!

শিশুবিনয়ন।

(সত্য এবং সরলতা।)

সর্ব্বদোষশূন্য সচ্চরিত্র জীবন সকল সুখের আকর, কিন্তু তাহা এ জগতে পাওয়া নিতান্ত দুর্ল্লভ। কিরূপে আমরা সেই সুখের যথার্থ অধিকারী হইতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইলে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন প্রকার অত্যাচার যেন জীবনের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনকে বিচলিত এবং আচরণকে কলুষিত করিয়া না ফেলে। অনেকেই জানেন যে, সত্যভ্রষ্ট হওয়া নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ, সুতরাং জ্ঞাতাচারে মিথ্যারোপ করিতে বাস্তবিক কাহারও ইচ্ছা নাই, কিন্তু অনেকে ভ্রমবশতঃ কোন কোন স্থলে কখন কখন এরূপ মিথ্যা কথায় জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা তাঁহাদের মিথ্যা বলিয়াই উপলব্ধি হয় না। যখন তাঁহারা কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহা এরূপ

বাক্‌বিতণ্ডার সহিত বাড়াইয়া বসেন যে, সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের বাক্যের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রকাশ পাইত। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক সত্যপ্রিয় ব্যক্তিও আত্মকৃত কার্য্যের বর্ণন-কালে আপনাদের দোষগুণ সতর্কতাসহকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে অংশে আপনাদের দোষ, প্রায় সেই অংশটী পরিত্যাগ করিয়া যে অংশে গুণ সেই অংশটী উত্থাপন করিয়া তাহা সমর্থন করেন। এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইতে হইলে আমাদের জীবনের কোন কার্য্যে যেন মিথ্যা স্পর্শ না হয়। স্পষ্টরূপে মিথ্যা কথা কহিলাম না বলিয়াই সত্যনিষ্ঠা রক্ষা হইল তাহা কখনই নহে; অন্তরে মিথ্যা, বাহিরে সত্য, ইহা অত্যন্ত ভয়ানক। অতএব এরূপ ব্যক্তির চরিত্র মিথ্যাবাদী অপেক্ষা অনেকাংশে দূষ্য। ইহাতে কেবল তাঁহার শঠতার পরিচয় প্রদান করা হয় এমত নহে, এরূপ চরিত্র শিশুবিনয়নের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শিশুগণ যাহা দেখে ও শুনে তাহা আশু অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহার উপর শিশুবিনয়নের সমস্ত ভার অর্পিত হয়, তাহার কতদূর সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদক্ষেপ করা উচিত। শিশুগণের নিকট কেবল সত্যকথা কহিলে চলিবে না। তাহাদের প্রতি ও তাহাদের সমক্ষে অপরের প্রতি যে আচার ব্যবহার করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, আপনাদের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে কোনপ্রকার শঠতা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা শিশুদিগকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য। এরূপ অনেক স্থলে দেখাগিয়াছে, পিতা মাতা অথবা ধাত্রী শিশুদিগের ক্রন্দন নিবারণার্থে নানা প্রকার ভাণ ও মিথ্যা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে দ্রব্য পাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, কিম্বা যে দ্রব্য প্রদান করা সুকঠিন, সেই দ্রব্য দিব বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করেন। কেহ কেহ শিশু-দিগকে তিক্ত ঔষধ সেবনকালীন উহা মিষ্ট বলিয়া খাওয়াইতে সচে-

ষ্ঠিত হন। এইরূপ নানা লোকে নানাপ্রকার অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব এই সমস্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ইহাতে কতদূর অনিষ্টোৎপাদন হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে কোনরূপ প্রবঞ্চনা বাক্যে শিশুগণকে সান্ত্বনা করা যায়, তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং সেই মিথ্যাকথন যে পাপকর্ম্ম তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ মিথ্যা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিলে শিশুরা তাহা শিক্ষা পাইয়া নিজ নিজ কার্য্য সাধনকালে যে তদনুরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কথায় বলে "একবারকার রোগী ও আরবারকার ওঝা"। অতএব শিশুগণও যে ধাত্রীর ন্যায় শঠতা ও প্রতারণাবিষয়ক ওঝা হইয়া উঠিবে তাহা কে না স্বীকার করিবে? তৃতীয়তঃ, যখন তাহারা পিতা মাতা অথবা ধাত্রীর এরূপ প্রবঞ্চনা বাক্য বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার বাক্য কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না, সুতরাং শিশুকে সান্ত্বনা করা কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা সর্ব্বদা শিশুসন্তানগণকে লালন পালন করিয়া থাকেন, তাহারা জানেন ইহারা কত সহজে সত্য ও প্রতারণা বুঝিতে পারে।

শিশুদিগের নিকট যাহা অঙ্গীকার করা যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। কোন দোষ করিতে দেখিলে তন্নিবারণার্থে যথোচিত দণ্ডবিধান করা উচিত। দোষের দণ্ডবিধান এবং অঙ্গীকারের স্থলে অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া একের দ্বারা অপর কার্য্য সিদ্ধ করা অতিশয় অন্যায় কার্য্য। যথা, কোন শিশুকে কহিলাম "তুমি এই পাঠটী কণ্ঠস্থ কর, আমি তোমাকে একটী উৎকৃষ্ট লাঠিম দিব।" সে লাঠিম পাইবার প্রত্যাশায় যৎপরোনাস্তি যত্নসহকারে পাঠাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাঠাভ্যাস পরিসমাপ্তিকালে আমি তাহাকে পুনরায় কহিলাম, "তোমার ওমুক বিষয়ে অত্যন্ত দোষ প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তোমাকে এই লাঠিমটী দেওয়া যাইতে পারে না।" বিবেচনা

কর, এরূপ ব্যবহারে শিশুর কোমল হৃদয় কতদূর ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে সেরূপ কিছুই করা হইল না। যদি কোন বিষয়ে শিশুগণের অপরাধ থাকে, তজ্জন্য দণ্ডবিধান না করিয়া পুরস্কারের স্থলে তাহা হইতে বঞ্চিত করা কোনরূপে শ্রেয় নহে। তাহাদের নিকট যেরূপ বাক্য ব্যক্ত করা হয়, তদনুরূপ কার্য্য করা অত্যন্ত আবশ্যক, নচেৎ তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস যাইবে না।

যাহাতে কুটিলতা ও অসত্যপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মনীতি-বহিভূর্ত নীচ প্রবৃত্তি সকল শিশুগণের অন্তঃকরণে কোনরূপে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য। সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়, সরলতার পরম সুখ ও কুটিলতার ভয়ানক অসুখ, ইত্যাকার প্রভেদ তাহাদের মনে এইরূপ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে যে, শিশুদিগের সকল কার্য্যে তাহা জাজ্বল্যমান জাগরূক থাকে। বিশেষতঃ সত্য ও সরলভাবে কালযাপন করা যে কতদূর সন্তোষ ও কতদূর গৌরবের কার্য্য ইহা যেন সর্ব্বদা শিশুরা শিক্ষালাভ করে। কি আপনাদের বিষয়, কি অপরের বিষয়, যে কোন বিষয় হউক না কেন, তাহারা তাহা বর্ণনকালীন যেন সত্য ও সরলভাবে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত না হয়। যদি কোন অংশে আপনাদের দোষ থাকে তাহা যাহাতে শিশুরা গোপন না রাখিয়া সহজে স্বীকার করে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আত্মদোষ স্বীকার না করা যে কতদূর অন্যায় ও পাপকার্য্য তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক শিশু নানাপ্রকার অলীক ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হইয়া দিনযাপন করে; সত্যকে মিথ্যাচ্ছন্ন করিয়া অন্যায় মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত দোষ জীবনের প্রাক্‌কালে নিরাকরণ না করিলে পরিণামে অশেষ অমঙ্গলের আকরস্বরূপ হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

শিশুদিগকে সত্য ও সরল পথে লইয়া যাওয়া অতি সহজ।

তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইবে, যখন তাহারা কোন বস্তু দর্শন করিয়া বর্ণন করে, তাহা ঠিক বলিতেছে কি না তৎপ্রতি কর্ণপাত করা উচিত। যে স্থলে ভুল বর্ণন করে তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া দিলে তাহাদের ভুলের দিকে দৃষ্টি থাকে। নচেৎ তাহারা সত্যকে মিথ্যায় জড়িত করিয়া এরূপ বলিবে যাহাতে সত্য মিথ্যায় কিছুই প্রভেদ থাকিবে না।

অনেক প্রতিপালিকা শিশুদিগকে মিথ্যা কহিতে শুনিয়াও তৎপ্রতি অবহেলা করেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে সত্যভ্রষ্ট হইলে পরিণামে কোন না কোন সূত্রে যে শিশুগণকে কুপথগামী হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রথম হইতে সতর্ক হওয়া সৎপরামর্শ। বৃক্ষকে প্রথমাবস্থায় যেরূপে হেলান যায়, সে সেইরূপেই থাকে।

স্বাভাবিক সংস্কার।

অনেকে বলিয়া থাকেন, যে পশুরা স্বাভাবিক সংস্কারবলেই আপনাদের সমস্ত কার্য্য অভ্রান্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে। মনুষ্য ঐ সংস্কারের অধীন নহে। মনুষ্যের জ্ঞান শিক্ষা ও বহুদর্শনের ফল। কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক পশুদিগের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হইবে যে, অনেক বিষয়ে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি না; এই বিষয়ে মানবের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে তাহা শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। আমরা পশুপ্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়া দেখাইব যে, তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই; দেখাইব যে, উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণও মনুষ্যের ন্যায় বিস্ময়, কৌতূহল, অনুকরণ, অভিনিবেশ,

স্মৃতি, কল্পনা, স্বপ্নপ্রবণতা ইত্যাদি বৃত্তিসমুহের দ্বারা ব্যাপৃত হইয়া থাকে এবং ভয়, সন্দেহ, ঈর্ষা, বৈরসাধন, ক্রোধ, আত্মরক্ষা, দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্যসমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মনুষ্যের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগেরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া, বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, উভয়েতেই সমান। জন্তুগণ মনুষ্যের ন্যায় আনন্দ, ক্লেশ, সুখ, দুঃখ বোধ করিতে পারে। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, মেষ ইত্যাদি জন্তুর শাবকেরা যে মানবশিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে সুখ বোধ করে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এমন কি, হিউবার সাহেব পিপীলিকা-দিগকে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সমবেত হইতে দেখিয়াছেন। কুকুর যে প্রভুর মৃত্যু হইলে তাহার শোকে প্রাণত্যাগ করে, তাহার উদাহরণ আমরা অনেক পুস্তকে পাঠ করিয়াছি।

কৌতূহলের বশীভূত হইয়া হরিণ নানা বিপদে পতিত হইয়া থাকে। বালকেরা সর্পকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হয়, কিন্তু তাহাদের কৌতূহলপ্রবৃত্তি এত অধিক যে, তাহারা যে বাক্সে সর্প বদ্ধ থাকে তাহার ডালা অল্পমাত্র খুলিয়া উঁকিমারে। ডারুয়িন্ সাহেব ইংলণ্ডের পশুবাটিকায় একটী সর্প ব্যাগের ভিতর রাখিয়া ঐ ব্যাগ বানরদিগের বাসস্থানে রাখিয়া দেন। রাখিবামাত্র একটী বানর ঐ ব্যাগের নিকট আসিয়া তন্মধ্যে সর্প দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। তাহার পর এক এক করিয়া সকল বানর ব্যাগের নিকট আসিয়া তাহার মধ্যে উঁকি মারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

"মনুষ্য অনুকরণকারী জীব"—এই একটী প্রবাদ আছে। কিন্তু মনুষ্য যে কেবল অনুকরণ করিয়া থাকে এমন নহে। বানরেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। পরিহাস ও দুষ্ট বুদ্ধিতে তাহারা বিলক্ষণ পটু। আমেরিকায় এক প্রকার পক্ষী আছে তাহারা অন্যান্য পক্ষীর স্বর ঠিক অনুকরণ করিতে পারে।

... স্মৃতি—কুকুর বানর প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, পাঁচ ছয় বৎসরের পরও লোক চিনিতে পারে। হিউবার সাহেব দেখিয়াছিলেন যে, একজাতীয় পিপীলিকা চার মাসের পর সেই জাতীয় অন্য একটী পিপীলিকাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

কল্পনা—মনের যে শক্তিদ্বারা পূর্ব্বানুভূত বিষয় ও ঘটনার অংশ লইয়া আমরা নূতন ও স্বতন্ত্র একটী পদার্থ গঠন করি, তাহাকে কল্পনা বলা যায়। স্বপ্ন দেখা কল্পনার একটী কার্য্য। কুকুর, বিড়াল, ঘোটক এবং বোধ হয় সকল উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। গাঢ় নিদ্রাক্রান্ত হইলেও ঐ সকল জন্তুদিগকে ডাকিতে ও নড়িতে দেখা গিয়াছে।

বিবেচনাশক্তি—সমুদয় মানসিক প্রবৃত্তি হইতে বিবেচনাশক্তি যে সর্ব্বপ্রধান তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুতে যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ শক্তি বিদ্যমান আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাহারা অবস্থাভেদে বিভিন্নপ্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করে। অবস্থাভেদে কার্য্যপ্রণালীভেদ নির্ব্বাচন করা কেবল সংস্কারের ফল বলা যায় না। আমরা একখানি পত্রিকায় বানরের নিম্নোক্ত অদ্ভুত গল্প পড়িয়াছি। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। "কিছু দিন হইল এদেশে এক জন বেদিয়া একটী বানর ও ছাগল নাচ দেখাইয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিত। এক দিন বেদিয়া একটী নির্জ্জন স্থানে এক ভাঁড় দধি কিনিয়া উহা ঐ বানর ও ছাগলটীর নিকট রাখিয়া স্নান করিতে গেল। সে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ভাঁড়ে দধি নাই এবং ছাগলটীর মুখ ও দাড়িতে দধি মাখান রহিয়াছে। ছাগল ভাণ্ড হইতে দধি খাইয়াছে দেখিয়া বেদিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিল বানর নিজে দধি ভক্ষণ করিয়া ছাগলকে দোষী করিবার জন্য তাহার মুখ ও দাড়ীতে দধি মাখাইয়া দিয়াছে।" এরূপ কার্য্য করা সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম নয়।

এক জন সাহেব দুইটী পক্ষী শিকার করেন, পক্ষী দুটী কেবল

আহত হইয়াছিল। সেই সাহেবের শিকারী কুকুর প্রথমে দুটীকেই একবারে সাহেবের নিকট আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহা না পারিয়া, পাছে পলাইয়া যায় এই নিমিত্ত একটী ঘাড় ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গেল, আর অন্য আহত পক্ষীটীকে প্রভুর কাছে আনয়ন করিল; তাহার পর মৃত পক্ষীটী লইয়া আসিল।

আমরা স্বচক্ষে পিপীলিকার আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অনেকগুলি ক্ষুদ্রজাতীয় পিপীলিকা একটী ক্ষুদ্র জীবন্ত সুয়াপোকা ধরিয়া বাসস্থানদিকে লইয়া যাইতেছিল। দ্বারের ক্ষুদ্রতাহেতু, আবাসমধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারিয়া, তাহারা দ্বার ভগ্ন করিতে লাগিল। তখন সুয়াপোকা যেন অনন্যোপায় হইয়া দেহায়তনের বৃদ্ধিহেতু আপনার দেহ জড়াইয়া গোলাকার হইল। এরূপ করাতে পিপীলিকাগণ আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিল। এক দল পিপীলিকা সুয়াপোকার এক মুখ ও অন্য এক দল অন্য মুখ ধরিয়া এমনি সজোরে টান দিতে লাগিল যে, সুয়াপোকাকে পুনর্ব্বার স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতে হইল এবং সেই অবস্থাতে অনায়াসে পিপীলিকাসমূহ তাহাকে আবাসমধ্যে সত্বর লইয়া গেল।

ফিয়ার সাহেবের বিদায়।

কিছু দিন হইল আমরা মাননীয়া ফিয়াররমণীকে উপযুক্ত অভিনন্দন দ্বারা বিদায় দিয়াছিলাম। এক্ষণে মান্যবর বিচারপতি ফিয়ার সাহেবও এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাতে যে বঙ্গবাসিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন তাহা বলা বাহুল্য। ফিয়ার সাহেব একজন আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং এদেশের হিতার্থে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। যাহাতে আমাদের সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হয় তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেন। এদেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি

তাঁহার বিশেস অনুরাগ ছিল। তিনি বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভার সভাপতি ছিলেন এবং চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতেন। বাঙ্গালীর প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার সহৃদয়তা ছিল। তাঁহার বিরহে কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীমাত্রেই কাতর হইয়াছেন। দেশীয় প্রায় সকল সম্প্রদায় লোকই তাঁহার কাছে ঋণী এবং তাঁহারাও কৃতজ্ঞতা সহকারে সমুচিত অভিনন্দন প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে ত্রুটি করেন নাই। ফিয়ার সাহেবের ন্যায় অন্য কোন ইংরাজ এরূপ পরিমাণে অভিনন্দিত হন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এক্ষণে তিনি সুস্থশরীরে স্বদেশে গমন করিয়া আরও কীর্ত্তি-বান ও দীর্ঘজীবী হয়েন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

বামাগণের রচনা।

"নিদাঘ নিশিতে"—

বিশাল অনন্ত গভীর গগনে
ভাসিছে সুন্দর পূর্ণেন্দু-মণ্ডল।
চকোর চাহিছে চন্দ্রমা উপর,
সেই দিকে আমি চাহিয়ে কেবল।

মরি কি সুন্দর তুই রে চকোর,
অন্তরীক্ষ তোর আবাসের স্থল।
নাহি জানি কোন্ দূর দেশ হতে
করিতেছ মম মানস চঞ্চল।

সহস্র নক্ষত্র দীপ-প্রায়-শিখা,
জ্বলিছে প্রশস্ত প্রশান্ত গগনে।
বার বার আমি ঐ দিকে চাই,
নাহি দেখি সুখ এ ভব-ভবনে।

চাহি হে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দল!
তোমাদের মাঝে এক বিন্দু স্থল।
এ ভব-পিঞ্জরে কেন মরি আর,
যাইব যথায় তোমরা সকল।

ধরণী পরিয়ে বিশদ বাস,
ধকিছে আ মরি সুচারু হাসে,
দিক দশ জ্বলে সুধাময় করে,
আ মরি কি শোভা আজি রে আকাশে !!!

রমণী - প্রণয় রমণী - বিলাস
শিখাতে বুঝি রে জগত-জনায়,
জাগি শশধর চারিটী প্রহর,
নিশার সহিত শরীর মিশায়।

সরোবর,———শ্যামল গাছের পাতা
ঝিকিমিকি করে চন্দ্রের চুম্বনে।
বল ওহে বল হিমাংশু আমাকে
তোমার এ ধারা শিখাবে যতনে।

মলয় মারুত প্রশান্ত বহিছে;
পাতায় পাতায় শিশির জ্বলিছে।
শিহরিয়া হৃদি কাঁপি ক্ষণে ক্ষণে,
বিরহির অশ্রু বিরলে বহিছে।

বল হে সুধাংশু সুধার সাগর,
পরদুখে কভু কাঁদিয়াছ কি না ?
এ মহীমণ্ডলে আমি চিরদিন
নাহি দেখি কিছু পরদুখ বিনা।

অথবা তোমারে জিজ্ঞাসি বা কেন ?
মাসাবধি যার ক্লেশেতে যায়,
বিরহির তরে বিসর্জ্জিয়া সুখ,
লুকাইয়া থাকে মাসেকের প্রায়।

জগতে যে জন পরের তরে
নিরবধি অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
সকলের প্রিয় হয় রে সে জন,
সুখ দুঃখ তার চন্দ্রের মতন।

শ্রীমতী শ-
নৈহাটী

কি দিব তোমায়?

কি দিব তোমায় আর হৃদয়-রতন!
নয়নে নয়নে যবে হ'য়েছে মিলন—
সেই দিন তনু মনঃ
করিয়াছি সমর্পণ,
কি আর নূতন নিধি আছে হে আমার
করিব যা সমর্পণ তোমায় আবার?

যদ্যপি ফিরায়ে দেও হৃদয়-বল্লভ!
পারি দিতে ফিরাইয়া পুনঃ সেই সব।
এ হৃদয় পুনর্ব্বার
হবে না আমার আর,
দেও যদি ফিরাইয়া
আবার সঁপিব হিয়া,
আবার ঢালিব তনু প্রেমের সাগরে;
আনন্দ-লহরীমালা পশিবে অন্তরে।

থমকে থমকে পুনঃ প্রেম-সৌদামিনী
দুহু জন হৃদয়েতে ছুটিবে অমনি;
হাসিবে মধুর হাসি
শত শশী পরকাশি
ছড়ায়ে অমৃত-রাশি জগত-উপর,
তুমিও হাসিবে নাথ, গুণের সাগর!

বিকাশিয়া হৃৎপদ্ম মকরন্দ ক্ষরিবে,
উত্তরে দক্ষিণানিল, পুনরায় বহিবে;

ঝঙ্কারি মধুর তান
কোকিলে করিবে গান
"বউ কথা কহ" বলি দ্বিজবর ডাকিবে;
তোমার মধুর বাণী—পুনঃ কর্ণে পশিবে।

কত মত ভাব ধরি আমার হৃদয়
উঠিবে নাচিয়া নাথ! হবে মধুময়—
যদি হে দিবার থাকে—
অবশ্য দিব তোমাকে,
অনন্ত প্রেমের লীলা মথিয়া যৌবন
যেহেতু বারেক হেরি সঁপিয়াছি মন।

বারেক নয়ন যাঁরে সপিয়াছে মন
কি ধন তাঁহাকে দিব?—সব পুরাতন;
রসের রহস্য যত প্রণয়-রতন!
তা বুঝি তোমার কাছে হবে না নূতন?

"তা বুঝি তোমার কাছে হবে না নূতন
কি ধন তোমাকে তবে করিব অর্পণ?"
আর তো জগতে কোন
দেখি না কো বস্তু হেন,
যাহা উপহার দিয়া তুষিব জীবন—
আমি যে তোমার তাহা কর হে স্মরণ।

যদ্যপি ফিরায়ে দেও হৃদয়-বল্লভ!
পারি দিতে ফিরাইয়া পুনঃ সেই সব।
সেই মনঃ সেই প্রাণ,
করিতে পারি হে দান,
যদ্যপি ফিরায়ে হায়
দেও তুমি পুনরায়
তা হইলে প্রাণনাথ! পারি আমি সঁপিতে—
অপর কি ধন আছে অরপণ করিতে।
শ্রীচরণে অরপণ করিতে।

শ্রীমতী সুর-সোহাগিনী দেবী

বঙ্গমহিলা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিবাহ।

মনু আর্য্যজাতির জন্য চারি আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় গৃহস্থ, তৃতীয় বানপ্রস্থ ও চতুর্থ সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অধ্যয়ন করিতে হয়, অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইলে গৃহে বাস করা বিহিত। তদনন্তর সন্তানসন্ততি হইলে বৃদ্ধাবস্থায় সস্ত্রীক হইয়া সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরত হইয়া কেবল পরমেশ্বরের ধ্যান করাই মনুর অভিপ্রেত। এই অবস্থায় সাংসারিক ভোগেচ্ছা হইতে ঈশ্বরের দিকে মনকে আকর্ষণ করিবার জন্য অতি কঠিন কঠিন নিয়ম সকল বিহিত হইয়াছে। বানপ্রস্থাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে মনুষ্য কাম ক্রোধ লোভাদি বিবর্জ্জিত হইয়া পরম সন্তোষ আশ্রয় করত সন্ন্যাসী হইবে। এবং যেমন পক্ষীগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মানব অবলীলাক্রমে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে লীন হইবে। আর্য্যমাত্রেরই এই চারি আশ্রমের মধ্যে এক আশ্রম আশ্রয় করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। মনু কহিয়াছেন, "অনাশ্রমী হইয়া দ্বিজাতিগণের এক দিনও থাকা কর্ত্তব্য নহে।" অনেকে আজন্মকাল ব্রহ্মচারী এবং কেহ বা সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলে সংসারের বহুবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। অধিক কি সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থ দ্বারা প্রতিপালিত হন। যাগ, যজ্ঞ, দান, ধর্ম্ম গৃহস্থ দ্বারাই উত্তমরূপ সম্পাদিত হয়। এজন্য শাস্ত্রকারেরা বারম্বার গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু গৃহ আশ্রয় করিলেই গার্হস্থ্য বলে না। "গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই অর্থাৎ পত্নীকেই গৃহ বলে।" বেদে যেখানে "স গৃহো গৃহমাগতঃ" আছে, সেখানে আশ্বলায়ন কহিয়াছেন "সগৃহ" অর্থাৎ পত্নীসহ। বিদ্যাশিক্ষার পর গৃহী হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতারা আদেশ করিয়াছেন, "মনুষ্য স্বীয় জীবনকে চারিভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য

গুরুগৃহে বাস করিবে। পরে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম করিবে।" জ্ঞানোপার্জ্জনের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে কোন শাস্ত্রেই আদেশ নাই।

বিবাহই গৃহস্থাশ্রমের মূল এবং পুত্রের জন্য বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য, "পুত্র উৎপাদন জন্য বিবাহ করা বিধেয়। পুত্রদ্বারা পরলোকে সদ্গতি হয়।" বিবাহের মুখ্য অভিপ্রায়ই পুত্রোৎপাদন। অপিচ প্রজা উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। মনু জগৎ পূরিত করিবার জন্য নানা উপায়ে প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অবশেষে বহুক্ষণ ভাবিয়া তিনি রমণীর রমণীয় রূপ স্বীয় বামভাগ হইতে নির্গত করিলেন। তদবধি স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি হইতে লাগিল। মানবজাতির এই আদিম পুরুষকেই খ্রীষ্টীয়ানেরা আদম কহিয়া থাকে। হরিবংশে আছে, আদিম মনুর নাম আপব ছিল; তাঁহার স্ত্রীর নাম আপবা এবং তাহা হইতে মুসলমানেরা হবা এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা ইভ্ করিয়া থাকিবে। বাইবেলে এই আদম ও ইভ্ সংযোগে মানবজাতির উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিজাতির পক্ষে দশ সংস্কার অতীব কর্ত্তব্য। বীজসেক, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও উদ্বাহ। এই সমস্ত সংস্কারের নাম দশ সংস্কার, ইহার মধ্যে উদ্বাহই সর্ব্বপ্রধান। উদ্বাহ সকল জাতির পক্ষেই বিহিত। শূদ্র ও শঙ্কর জাতিদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই। তাহাদিগের নয় সংস্কার। কেবল দ্বিজাতিরই দশ সংস্কার আছে।

বিবাহ অষ্টবিধ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।

বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া এই বিবাহ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞস্থ ঋত্বিজকে কন্যাদানের নাম দৈব-বিবাহ। বরের নিকট হইতে

যজ্ঞ করিবার জন্য গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করার নাম আর্ষ্য-বিবাহ। ইহার সহিত ধর্ম্মাচরণ কর, এই নিয়মে কন্যা-দান করিলে তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ কহে। ভীষ্ম কহিয়াছেন, বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাদান করিলে তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ কহে। ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় জাতিরই পক্ষে প্রশস্ত। কন্যাকে বা কন্যাপক্ষীয়গণকে মূল্য দিয়া বর স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে আসুর বিবাহ কহে। কন্যা ও বরের পরস্পর অনুরাগপ্রযুক্ত বিবাহ হইলে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বলে কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা, মত্তা, প্রমত্তা স্ত্রীতে নির্জ্জনে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

এই অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রি-য়েরা গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারেও বিবাহ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্য ও প্রাজাপত্য ব্যতীত অপরাপর বিবাহ অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল, এবং উৎকৃষ্ট বর্ণের পক্ষেও প্রশস্ত ছিল না। মূল্য দান করিয়া বরকন্যা গ্রহণ করিলে সেই আসুর বিবাহকে শাস্ত্রকারকেরা অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। ভীষ্ম মহাভারতে কহিয়াছেন,— ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করা অতি নিন্দনীয়। শুল্ক স্ত্রীত্ব নিশ্চয়কর নহে। এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণমাত্র তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হয় না। যদি বর কন্যাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া বিবাহ করে, তবে সে অলঙ্কার শুল্কমধ্যে গণ্য নহে। এবং সে বিবাহও নিন্দনীয় হয় না। যম কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্র প্রদান করে অথবা বিবাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যা দান করে, তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্ত-নরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। ভীষ্ম কহিয়াছেন, সন্তান বিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশু বিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। আর্ষ্য-বিবাহে গোমিথুন গ্রহণকে অনেকে শুল্ক

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না কিন্তু কেহ কেহ কহিয়াছেন, কন্যার পিতা বরের নিকট যাহা কিছু গ্রহণ করুন না কেন তাঁহাকে নিশ্চয় পতিত হইতে হয়। যাহারা পণ লইয়া কন্যা দান করে, তাহাদিগের বাটীতে জলগ্রহণ করাও কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে কোন্ সময়ে বিবাহ সিদ্ধ হয় তাহা বলা আবশ্যক। অমুক ব্যক্তিকে কন্যাদান করিব, ইহা বলিয়া কেহ সত্য করিলে তাহাতে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। যে পর্য্যন্ত কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই স্থির থাকুক না কেন, অপরকে কথা দান করিলে কন্যাপহার দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। কেবল মিথ্যা প্রতিজ্ঞা জন্য পাপ হয়। অস্মদ্দেশে মধ্যে মধ্যে বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কার্য্য হইয়া শেষে বিবাহের রাত্রিতে বিবাদবশতঃ বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহাতে কোন পক্ষের বিবাহসম্বন্ধে দোষ স্পর্শ হয় না। সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহসিদ্ধ বলা যায় না। যাহাকে জল প্রদানপূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয়। অগ্নি-সমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমনপূর্ব্বক বিবাহ করিলে সেই বিবাহ সিদ্ধ। এই সময় কন্যা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে পতিত হয়। "নারী সপ্তপদের পরই আপন গোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতির গোত্রে পতিত হয়।"

কন্যারা বহুদিন পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিলে আপনারা পতি মনোনীত করিতে পারে এরূপ শাস্ত্রে বিধি আছে সত্য কিন্তু তাহা শাস্ত্রকারেরা প্রশংসিত কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। সাবিত্রী পিতার অনুমতিক্রমে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সত্যবানকে মনোনীত করেন কিন্তু তৎকালীন অনেক ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা সাবিত্রীর ঐ কার্য্যকে নিন্দা করিয়াছিলেন। জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিবার অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। ঐ ধর্ম্ম অত্যন্ত

গর্হিত। সুক্রতু কহেন, পূর্ব্বকালে কখনই ঐরূপ বিবাহ অনু-মোদিত হইত না। মহাভারতে আছে, মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকগণকে সমর্পণ করিয়া কহিয়া যান, "মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী; উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভা-কাঙ্ক্ষী, প্রচণ্ডস্বভাব, বিবেচনাহীন ও সদা অপ্রিয় কার্য্যে রত। অতি অল্প আয়াসেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়, অতএব উহাদিগকে রক্ষা করিবে।" বিশেষতঃ অপত্য উৎপাদন, প্রতি-পালন ও রক্ষা এবং লোকযাত্রা স্ত্রীলোক হইতেই হইয়া থাকে। বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই প্রয়োজন নাই, কেবল এক স্বামিশুশ্রূষাই উহাদের পরম ধর্ম্ম। অতএব যাহাতে স্বর্গলাভের নিদানস্বরূপ সেই স্বামীর সহিত স্ত্রীলোকের অনিন্দনীয় সম্পর্ক হয়, তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্ম বিবাহের প্রশংসা করিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য ভাব অবলম্বনের তাদৃশ প্রশংসা করেন নাই। মনু কহিয়াছেন, স্ত্রীলোককে কুমারিকা-বস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবে। উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। ঋষিরা কলিকালে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই চঞ্চলচিত্ত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হন।

পদ্মপুরাণে আছে, "কলিকালে পুরুষেরা স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং স্ত্রীরাও অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া নিশ্চয়ই কুপথগমনশীলা হইবে।" এই জন্য ঋষিগণ কলিকালে ব্রাহ্ম ব্যতীত অপরাপর বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকালে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রশস্ত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিগণ ঐ মতানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপরা-পর আর্য্য-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত জাতির মধ্যে অপ্রশংসনীয় বিবাহ প্রচ-লিত রহিল। বোধ হয় এই জন্য ইয়ুরোপাদি খণ্ডে বিবাহসম্বন্ধে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়ুরোপাদি খণ্ডে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত না হওয়ার কারণ এই যে, তথাকার অধি-

বাসীরা পূর্ব্বাবধিই ধর্ম্মানুসারে রীতিমত কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। ইয়ুরোপখণ্ডের বর্ত্তমান অনেক জাতিগণ পূর্ব্বে আর্য্য ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ছিল। সগর রাজার পিতৃবধে সাহায্য করাতে সগর তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। পুরাণে আছে, "হে রাজন, শক যবন কাম্বোজাদি জাতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিল। সগররাজ পিতৃবধের বৈরনির্যাতন করিবার জন্য তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, বশিষ্ঠ তাহাদিগকে বধ না করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া নির্ব্বাসিত করিতে অনুরোধ করিলেন। যবন হইতে যায়ন আয়োনিয়ান বা গ্রীকেরা উৎপন্ন হয়। ইয়ুরোপীয় অনেক বর্ত্তমান জাতিসমূহের উৎপাদনকারী সিথিয়ানেরা, শক মধ্যে গণ্য ছিল। এই সকল জাতিরা ব্রাহ্ম-বিবাহের পরিবর্ত্তে গান্ধর্ব্ব ও সময়ে সময়ে পৈশাচ বিবাহের অনুকরণ করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা, বৈশ্যেরা বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা, এবং শূদ্রেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের শূদ্রকন্যা বিবাহ অতি ঘৃণিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মোহবশতঃ হীনজাতি স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রাদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ভৃগুঋষি বলেন, উৎকৃষ্ট জাতি স্বীয় শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের পুত্র হইলে পতিত হয়। শৌনক কহেন, উহারা শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলেই পতিত হয় কিন্তু অত্রি ও গৌতম কহেন, শূদ্রা স্ত্রী বিবাহমাত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণ পতিত হইবে। সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথম বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণজাতি নরক প্রাপ্ত হয়। সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বিবাহকালে স্ত্রীকে শরদ্বারা; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাবিবাহকালে প্রতোদ অর্থাৎ পাঁচনবাড়ী দ্বারা; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, শূদ্রা বিবাহকালে বস্ত্রের দশা দ্বারা শূদ্রাকে স্পর্শ করিবে।

উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর পক্ষে অপকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ বিবাহ করা সম্পূর্ণরূপ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সকল বিষয় নিষিদ্ধ হইলেও তদ্বিরুদ্ধে কার্য্য হওয়াতে ভূরি ভূরি শঙ্করজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি ছিল। পরে অশাস্ত্রীয় বিবাহ করাতে তদ্দারা বর্ত্তমান নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল বর্ণশঙ্কর সমুৎপন্ন হওয়াতে ভবিষ্যতে সমাজের ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া ঋষিগণ কলিকালে অসবর্ণা বিবাহও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সবর্ণা কন্যা বিবাহ করাই ধর্ম্মানুগত এবং এক্ষণে তদনুসারেই হিন্দুদিগের সর্ব্বজাতিমধ্যে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করা প্রশস্ত বলিয়াই যে, কেবল সবর্ণা হইলেই বিবাহ করিবেক এমত নহে। যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুল প্রভৃতি অঙ্গে দোষ থাকে, যে চিররোগগ্রস্ত, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম আছে অথবা লোম নিতান্ত অল্প, যাহার গলার স্বর কর্কশ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এমন সকল কুচিহ্নযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নহে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাস ইহাদিগের নামানুসারে যে স্ত্রীর নাম রাখা হইয়াছে এবং যাহার নাম এত প্রচণ্ড যে, সুখে উচ্চারণ করা যায় না, মনু কহিয়াছেন, তাহাদিগকেও বিবাহ করিবে না। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, ধার্ম্মিকগণ তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন না। যে কন্যার দন্ত দীর্ঘ তাহারা অসতী হয়, এজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যে কন্যার চলন অপকৃষ্ট ও পায়ের অঙ্গুলে ফাঁক থাকে এমন কন্যা ত্যাগ করা বিধেয়। জাতকর্ম্মাদি হীন, কেবল কন্যামাত্রের উৎপাদনকারী, সকলেই বহুলোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র অথবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, এমন বংশে বিবাহ করিতে শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়াছেন, কারণ তৎবংশীয় কন্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানেরও সেইরূপ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কন্যা পরীক্ষার বিস্তর লক্ষণ আছে। কিন্তু সমস্ত-

গুলি প্রকাশ করিতে গেলে প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম সুখে উচ্চারিত হয়, যাহার গমন হংস বা মাতঙ্গের ন্যায়, মনোহর যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্তগুলি ক্ষুদ্র এমত কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে।

কাশ্মীর কুসুম।*

দেশ ভ্রমণ শিক্ষাপ্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিষয়ে বিজ্ঞতা জন্মে। দেশ ভ্রমণ করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বিধান হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়, কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যায়, জ্ঞান মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হয়, মন উদার ও উন্নত হয়, এবং ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্য বাহুল্যরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ভূমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে দেশভ্রমণ অল্প লোকই করিত, তাহারা কূপস্থিত মণ্ডুকের ন্যায় একস্থানে অবিস্থিতি করিতে ভালবাসিত। এক্ষণে যাতায়াতের সুবিধা বশতঃ কর্ম্মোপ-লক্ষে অনেক বাঙ্গালী নানাদেশে গমন করিতেছে। কাশ্মীর হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত এমত অল্পই বিখ্যাতনামা স্থান আছে যথায় বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায় না। বিলাতে বাঙ্গালির একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরাও স্বামী সঙ্গিনী হইয়া নানাদেশে যাইতে আজি কালি কুণ্ঠিত হন না। এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত তিনটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক গমন করিয়াছেন। এই সময়ে পর্য্যটকের সুবিধার নিমিত্ত প্রধান প্রধান দেশ ও নগরের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে এরূপ গ্রন্থ লেখার উদ্যম অদ্যাপি সাধারণ হয় নাই। বাবু ভোলানাথ চন্দ্রের "একজন হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত"

* শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইলেও ইংরাজী ভাষায় লিখিত বলিয়া সাধারণের বোধগম্য নহে। রাজেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক প্রথম প্রকাশিত করিলেন। আমরা কাশ্মীর-কুসুম প্রণেতাকে এই নিমিত্ত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

তিনি কাশ্মীরদেশকে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার কাশ্মীরের প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার সকল যেরূপ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠে যে সকলেরই কৌতূহল জন্মিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন;—"কাশ্মীর প্রদেশের চতুস্পার্শ্ববেষ্টিত শৈলপ্রাকার, বক্রগতিবিশিষ্ট অনতিবেগবান নদী, স্থির হ্রদনিচয়, উহাদিগের তটস্থ নন্দনকানন সদৃশ ক্রীড়া-উপবন, চিত্ত-বিমোহন তপোবন, চমৎকার প্রস্রবণ, অনুপম নৈসর্গিক শোভা, নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, সুরস ও প্রচুর খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি নানাবিধ সৌন্দর্য্য ও উপাদেয়তার একাধারে সমাবেশ এই সমস্ত যেমন বিস্ময়কর, তেমনি কি ভূতত্ত্ববিৎ, কি রাসায়নিক, কি প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী, কি ইতিহাসবেত্তা, কি পর্য্যটক, কি কবি, কি রসজ্ঞ ভাবুক, কি স্বভাবচিত্রকর, কি রোগী, কি সুস্থ, কি মৃগয়ানুরাগী, কি ভোগবিলাসী, কি সংসারত্যাগী বিবেকী, সকল প্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষেই কাশ্মীর যেমন উপাদেয়, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থল তেমন নহে।"

বস্তুতঃ কাশ্মীরদেশে সকলই আশ্চর্য্য সকলই মনোহর। এদেশে চলৎশক্তিবিশিষ্ট দ্বীপ একটী অদ্ভুত ব্যাপার। গ্রন্থকার উহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—"হাকেরসর নামক জলাশয়ে দ্বীপাকার বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড আছে। তৎসমুদায় এরূপ দৃঢ় ও বিস্তৃত যে, তদুপরি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া রহিয়াছে এবং গোবৎসাদি তথায় তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, তখন এই সমুদয়

ভূখণ্ড স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়। তখন উহারা স্ব স্ব উপরিভাগস্থ ঐ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ, ঐ আশ্রিত পশ্বাবলী ও তদ্রক্ষকগণকে বহন পূর্ব্বক ভারবাহী তরণীর ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করে, দেখিলে যেমন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়, হর্ষে শরীর তেমনি লোমাঞ্চিত হইতে থাকে। ইহারা নিম্ন দেশস্থ মৃত্তিকা হইতে অসংলগ্ন, এজন্যই প্রবল বাত্যাঘাতে চালিত হয়।"

এইরূপ অনেক নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর-কুসুমের ভাষা অতি সুন্দর ও বর্ণনাসমূহ উপন্যাসের ন্যায় মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী।

অমৃতে গরল।

পয়োধি-মন্থনে পুনঃ সুধার কারণ,
ভাগ্যদোষে লব্ধ-কালকূট পঞ্চানন।
পিয়ে তাহা সবিলাপে, লজ্জা-ক্ষোভ-অনুতাপে,
নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ দেব গঙ্গাধর,
রোষে ভালে বহ্নিনেত্র জ্বলে ঘোরতর।
সে কৃশানু পরশিয়া দহিতে বিশ্বের হিয়া
সাক্ষাৎ অনল-মূর্ত্তি মিহির-মণ্ডল,
সর্ব্বভূতে বৈশ্বানর হইল প্রবল।

সেই হেতু সরোজিনী—সরসী-ভূষণ
করিল কোমল বৃন্তে কণ্টক ধারণ।
সুধাংশু কলঙ্কি-নামে শিখির বরহ-ধামে
লুকাইল মনস্তাপে পাসরি অমরা,
শিখণ্ডি-কঠোর-কেকা বিষাদিল ধরা।
বারিধি অস্থির ঘোর ছেদিয়া শান্তির ডোর,
বাড়ব-অনল পশে বরুণ-আগারে;
জীমূতে বিজলি রোষে সৃষ্টি দহিবারে।

রজোগুণে প্রাণিপুঞ্জ নিখিল অবনি
দেব পিতামহ সৃষ্টি করিলা আপনি;
বিষ্ণু-অংশে নারায়ণ, বিশ্বপাতা নিরঞ্জন,
সংসার-পালনে রত সত্ত্বগুণাধার,
কিন্তু তমোগুণে শূলী প্রলয়-আকার।
রোগ শোক চিন্তা জরা, মৃত্যু-পরতন্ত্র ধরা,
সুখের সাগর হায় মথিলে যতনে,
উগরয় হলাহল মানব-জীবনে।

দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ কিবা মহোৎসব,
নির্ম্মল-আনন্দাভাবে ঘৃণিত বিভব।
অন্তর বিশঙ্ক লাজে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি সাজে,
তাই সে সুকৃতিব্যাজে অধর্ম্ম ঘোষণা;
ধিক্ হেন দেশে যথা ধর্ম্মের ছলনা।
নানা-শাস্ত্র-বিশারদ, বিদ্যা-বুদ্ধি-পারিষদ,
ধরাধামে অগ্রগণ্য যেই আর্য্যজাতি,
পুণ্যলাভে দীপ্ত তার কলঙ্কের বাতি!

নতুবা এ হেন পর্ব্ব—আনন্দ-নির্ঝর
শারদীয় মহোৎসব, অশুভ-আকর;
বৎসরেক পরে মায়া, বিশ্বগুরু-ভব-জায়া,
কলুষনাশিনী দেবী পতিত-পাবনী,
অন্নদা অপর্ণা গৌরী গণেশ-জননী,
হিমাদ্রি-ভবন-ছলে অবতীর্ণা মহীতলে,
উদ্ধরিতে পাপমগ্ন কলির সন্তানে;
কিন্তু হিতে বিপরীত কালের বিধানে।

মহেশ্বরী-ভাণে লোক পুজে সুরেশ্বরী,
আরক্ত-নয়নে ঘোর দিবস শর্ব্বরী,
শিরোদেশ ঘূর্ণ্যমাণ, নাহি কোন অবধান,
কম্পান্বিত কলেবর পদ গতিহীন,
ব্যাধিগ্রস্ত মৃতপ্রায় তনু মনঃ ক্ষীণ।
আলস্যে লুণ্ঠিত কায়, বমন-প্রবাহ ধায়,
দুর্গন্ধে তিষ্ঠান দায় দিগম্বর বেশ,
বলিহারি হেন জাতি নিলর্জ্জের শেষ!

সুরাসখী বিষধরী বার-বিলাসিনী—
শঠতা-চারুতা-রূপ-কঞ্চুক-ধারিণী,—
সুরেশ্বরী প্রসাদিয়া তিনি বিট-বরণীয়া;
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম—কুসুম-অঞ্জলি
মুগ্ধভাবে অর্পে নর মহা কুতূহলী;
অধর্ম্মের মার্গ ধরি নিত্য সুখ পরিহরি,
পুণ্য-উপচয়ে সাধে ছল প্রতারণা;
জানে না নিরয়ে কত অসহ্য যাতনা!

হেন শুভ সুপার্ব্বণ যথা প্রচলিত,
শুদ্ধ শান্ত নর তথা হেন সুবিদিত।
পরন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানে সভ্যতার অভিমানে,
কুক্রিয়া-আসক্ত বঙ্গ হীন-অনুকারী;
তাই দুঃখ রাশি রাশি পথের ভিখারী।
পদানত চিরকাল, কাপুরুষ মন্দ-ভাল,
অধোগামী প্রতিদিন অবনতি-মুখে;
কাটিছে, কাটিবে কাল নিদারুণ দুখে।

হায় বঙ্গ ছিলে তুমি আনন্দ-নিলয়,
এবে তব দুঃখতাপে সন্তপ্ত হৃদয়।
দিন দিন মহোৎসব, নানা পর্ব্ব নব নব,
ভুঞ্জিতে যাহাতে নিত্য আনন্দ অপার;
অধুনা তদ্বিনিময়ে শুনি হাহাকার।
অভয়া শারদা আদ্যা, বিশ্বমাতা চিরারাধ্যা,
যাঁরে স্মরি সর্ব্ব দুঃখ যায় রসাতল;
তাঁহার দর্শনে উঠে অমৃতে গরল!!

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

সামান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণ করিলে পাক-স্থলীতে অধিক ভার বোধ হয় কিন্তু ইহার পরিপাক কার্য্য উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা অনেক সুলভ ও অল্প সময় মধ্যে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুদিগের পাকযন্ত্র আমিষভোজী জন্তুর পাকযন্ত্র অপেক্ষা অনেক পরিমাণে দীর্ঘ ও জটিল। মাংস মৎস্য প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্যে যবক্ষারজানবিশিষ্ট বলকারক পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকাতে, উহা ভক্ষণে শরীরের মাংস-পেশী দৃঢ় ও পুষ্ট হয় এবং বসা অধিক পরিমাণে জন্মায় না। কিন্তু উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে বসার ভাগ অধিক হইয়া থাকে। ইহা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, যে সকল পশুপক্ষীকে আমরা আহার দিয়া মোটা করিতে যত্ন করি, তাহারা সকলেই প্রায় উদ্ভিজ্জভোজী, এমন কি আমিষভোজী কুক্কুর বিড়ালও উদ্ভিজ্জ আহার দ্বারা বিলক্ষণ মোটা হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত অধিক মোটা হইয়া পড়িলে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে ভক্ষণ করা বিধেয়। আমিষ ভক্ষণে ক্ষুধার নিবৃত্তি অধিক হয় এবং পাকস্থলী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভার থাকে। প্রসিদ্ধনামা

ডাক্তার লিবিগ্ বলেন, "আমিষভোজী পশুগণ তাহাদের আহারের গুণেই উদ্ভিজ্জভোজী পশুগণ অপেক্ষা অধিক সাহসী ও উগ্রস্বভাব হইয়া থাকে।" ইহা দেখা হইয়াছে যে, পশুশালায় রক্ষিত কোন ভল্লূক যতদিন কেবল রুটি আহার করিত ততদিন তাহার স্বভাব ধীর ও নম্র ছিল কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাকে মাংস আহার দেওয়া হইল, সে নিতান্ত অপকারক ও সংঘাতক হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা ইউরোপবাসীগণ যে অধিক সাহসী ও সমরপ্রিয়, আমিষ ভোজনই বোধ হয় তাহার এক প্রধান কারণ।

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শরীরের সমস্ত পদার্থ সতত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্ষতিপূরণজন্য নূতন পদার্থের আবশ্যক হওয়াতে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং আহার গ্রহণ করিয়া আমরা এই ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। ক্ষুধার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, আহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং এই ক্ষুধায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা আহার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আহারের পরিমাণ সকলের পক্ষে সমান নহে। ঋতু-পরিবর্ত্তন, পরিশ্রম, অভ্যাস, বয়ঃক্রম প্রভৃতি কারণে ক্ষুধার তারতম্য হইয়া থাকে। অন্য কাল অপেক্ষা শীতকালে আমাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। অলস অপেক্ষা শ্রমজীবী ব্যক্তির ক্ষুধা অধিক হইয়া থাকে। অভ্যাস বশতঃ অনেকে অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবাগণ অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। ক্ষুধাই আমাদিগের আহারনির্দ্দিষ্টের একমাত্র উপায়। ক্ষুধাশান্তি হইলে আহারে আর বড় স্পৃহা থাকে না। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল কি না অনায়াসেই বুঝা যায় এবং ক্ষুধাশান্তি হইলে সহজেই আহারে ক্ষান্ত পাইতে হয়। কিন্তু আহারীয় দ্রব্য নানা প্রকার ও সুস্বাদু হইলে রসানুভব জন্য অনেকে ক্ষুধা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করিতে রত হয়, সুতরাং অতিভোজন দোষজন্য উহা প্রায় কষ্টকর হইয়া পড়ে।

অল্প আহার অপেক্ষা অতিভোজন-দোষ অধিক দেখিতে

পাওয়া যায়। আস্বাদনের বশীভূত হইয়া অধিক মসলাযুক্ত গুরু-পাক ব্যঞ্জনাদি অধিক পরিমাণে না খাইয়া পরিমিতরূপে সুখাদ্য আহার করিতে পারিলে রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় বড় লইতে হয় না। কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা অতি-শয় যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, উদরস্ফীত যেপর্য্যন্ত না হয় ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এই কুবুদ্ধির বশী-ভূত হইয়া এদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ছেলেদের দুধ বা ভাত খাওয়াইবার সময় যেপর্য্যন্ত তাহাদের পেট উঠিতে না দেখেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে খাওয়াইতে ক্ষান্ত পান না। তাহারা ভাবেন অধিক আহার দিলে শিশুগণ শীঘ্র মোটা হইবে। এই অতিভোজনদোষে যে কত শিশু উদরাময় ও অন্যান্য ক্লেশকর রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে ও অল্প বয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরিমিতভোজী ব্যক্তিদিগের দেহ প্রায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, অতিভোজনদোষে উদরস্থ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় না, সুতরাং তাহার সারাংশ শরীরের কার্য্যে নিয়োগ না হওয়াতে দেহ ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। যে কয়েকটী রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যে পরিমাণে ভুক্তদ্রব্য পাক হইতে পারে, তাহার অধিক হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না হইয়া পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। অত-এব পরিমিতরূপে আহার করাই সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। সাধারণতঃ, দিবারাত্রির মধ্যে এক সের খাদ্যদ্রব্য ও এক হইতে দুই সের পানীয় দ্রব্য একজন সবল যুবার পক্ষে যথেষ্ট আহার। বাঙ্গালিদিগের পক্ষে দেড় পোয়া বা সাত ছটাক চালের ভাত, এক পোয়া ময়দার লুচি বা রুটী, দুই ছটাক দাল, তদুপযুক্ত মৎস্য ও তরকারি এবং আধ সের হইতে এক সের দুধ প্রত্যহ আহার করিলে যথেষ্ট বলকারক ও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে।

আস্বাদন ও পরিপাকোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমরা অনেক দ্রব্য রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা অবস্থায় যে সকল দ্রব্য আমরা মুখে করিতে পারি না, তাহা রন্ধন করিলে ভক্ষযোগ্য ও সুস্বাদু হয়। চাল, ময়দা, তরকারি, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্য সকল কাঁচা অবস্থায় ভক্ষযোগ্য নহে এবং খাইলেও অনায়াসে পরিপাক হয় না কিন্তু উহা রন্ধন করিলে অতি সুস্বাদু ও সহজে পরিপাক হয়। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, রন্ধনদোষে লঘুপাক দ্রব্য সকল গুরুপাক হইয়া উঠে। অধিক ঘৃত, তৈল বা মসলার সহিত কোন দ্রব্য বাহুল্যরূপে রন্ধন করিলে তাহা অধিক সুস্বাদু হইতে পারে কিন্তু সহজে পরিপাক হয় না।

খাদ্যের পরিমাণ ও তাহার উপযুক্ততা স্থির করা যেমন প্রয়োজনীয়, আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকাও তদ্রূপ আবশ্যক। প্রত্যহ এক সময়ে এবং যথাসময়ান্তরে আহার না করিলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ হানিজনক হইয়া থাকে। অধিকাংশ মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রত্যহ তিনবার আহার করা প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা অন্তর দিনের মধ্যে তিনবার আহার করা নিতান্ত মন্দ নহে এবং আমাদের দেশেও এই প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু অনেকে অন্য প্রকার নিয়মে আহার করিয়াও সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকেরা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে দিনান্তে একবার অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ লোকেও ঐরূপ করেন। অনেকে আবার প্রত্যহ দুই বারের অধিক আহার করেন না। বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া স্থানান্তরিত হইতে অন্ততঃ চারঘণ্টা লাগে এবং পরিপাকান্তে আর দুই ঘণ্টাকাল পাকযন্ত্রকে বিশ্রাম না দিয়া পুনরায় আহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত একবার আহার করিলে অন্ততঃ তাহার ছয় ঘণ্টা বিলম্বে পুনরায় আহার করা কর্ত্তব্য। দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর কিছু

কিছু আহার করা অতিশয় অন্যায়, কারণ এক আহারের পরিপাক কার্য্য শেষ না হইতে পুনরায় আহার করিলে পাকস্থলীকে বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয়, এবং উভয় আহারের পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে বেলা ৯ টার সময় আহার করিয়া দ্বিতীয়বার বৈকালে ৩ টার সময় ও রাত্রি ৯ টার সময় তৃতীয়বার আহার করা কর্ত্তব্য এবং এই নিয়মেই আমাদের মধ্যে অনেকেই আহার করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অনতিবিলম্বে কিছু আহার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এ সময়ে শরীর ও পাকস্থলীর তেজ কম থাকে এবং নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম হইয়া জলীয় ভাগের অভাব হয়, এই নিমিত্ত শুষ্কদ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার না করিয়া, অল্প পরিমাণে জলীয় খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মিছ্‌রি বা চিনিরপানা, দুগ্ধ, চা, কাফি ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য এই সময়ের বিশেষ উপযোগী। অন্য সময়ের আহার সকল জাতির সমান নহে। কেহ প্রাতঃকালে ৯ টার সময় পরিতুষ্ট করিয়া অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া বেলা ২ বা ৩ টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করে এবং পরে রাত্রিকালে ৯ টার সময় পুনরায় অন্ন, লুচি বা রুটী যথেষ্ট পরিমাণে আহার করে। কেহ বা প্রাতঃকালে যৎ-কিঞ্চিত রুটী ও মাখম ইত্যাদি আহার করিয়া অপরাহ্নে ভাত মাংস প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করে, এবং রাত্রিকালে উহা অপেক্ষা কম পরিমাণে আহার করে। কেহ বা প্রাতঃকালে একবার পরিতোষরূপে আহার করিয়া, রাত্রিকালে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া থাকে।

গুরুতর আহারের পরেই নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। নিদ্রাবস্থায় পরিপাক কার্য্য ভালরূপে সমাধা না হওয়াতে পীড়াজনক হয়। আবার অনাহারে থাকিয়া পাকস্থলী খালি অবস্থায় রাখিয়া নিদ্রা গেলে ক্লেশকর হইয়া থাকে।

বামাগণের রচনা।

ভ্রাতৃবিরহে।

১

বৃন্দাবনধামে ছিল একটী রতন,
সুখদরশন, মানস-রঞ্জন,
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রসারণে উজলি কানন,
পরধন-লোভী কংস হরিল সে ধন,
অস্তমিত বৃন্দাবন-সৌভাগ্য-তপন।

২

গগন-হৃদয়াসনে পূর্ণ জ্যোতিঃ ধরি,
তারানাথ রঙ্গে, তারাগণ সঙ্গে
সমুদিল হৃদয়ের তমোনাশ করি।
হেনকালে ভয়ঙ্কর কাল রাহু আসি,
গ্রাসিল সে নয়ন-রঞ্জন পূর্ণ শশী।

৩

সংসার-উদ্যানে ছিল একটী প্রসূন,
সুবাস-আকর, দৃশ্য মনোহর,
দুরলভ এ উদ্যানে তেমন কুসুম।
নিরদয় কালকীট নাশিল সে ফুল,
উদ্যান-সৌন্দর্য্য-সার হইল নির্ম্মূল।

৪

চারিদিকে স্বকিরণ করি বিকীরণ,
তপন যখন, উদিল তখন
এক খণ্ড কালো মেঘ করি আগমন,
আবরিল হায়রে সে মোহন মুরতি;
আবার তমসাবৃত হ'ল বসুমতী।

৫

একটী আলোক ছিল আলো করি পুরী,
প্রবল তুফান, করিল নির্ব্বাণ
সে আলোক, এবে সব অন্ধকার হেরি।
কেন রে বাতুল বায়ু করিলি এমন,
পর-ঘর-আলোতে কি ধাঁদেরে নয়ন?

৬

হায়! আজি—
কোশলেশ বনবাসী ত্যজি সিংহাসন,
হইনু নিরাশ, বাড়িল হুতাশ,
অতল জলেতে দিনু আশা বিসর্জ্জন।
মুল সহ আশালতা হ'ল উৎপাটিত,
নাশিল আশার বাসা কাল দুর্ব্বিনীত।

৭

কেন চিরন্তন আশা নাশিলি শমন!
বিষধর বেশে, দংশিলি রে শেষে,
বিষাগ্নিতে হইতেছে শরীর দাহন।
কবে কিবা ক্ষতি তোর করেছি এমন,
কি হেতু করিলি তুই এত জ্বালাতন?

৮

হায় রে! কোথায় সেই স্নেহময় ভ্রাতা,
কোথা সে বদন, সারল্য-সদন,
কে বলিবে কেবা জানে গিয়াছে সে কোথা?
আর কি দেখিব সেই মুরতি কখন?
আর কি শুনিব সেই অমিয় বচন?

৯

স্নেহ-পাত্র সুপবিত্র স্বভাব সুন্দর,
হরিরূপে হরি, তার প্রাণ হরি,
কি ফল লভিয়াছিল? নির্দ্দয় পামর!
যা কিছু সুন্দর ভবে তাহাতেই লোভ,
পর হৃদি বিদারণে নাহি কিছু ক্ষোভ।

১০

বুঝেছি বুঝেছি কাল! তুই ক্রুর অতি,
বিনাশিয়ে সুখ, দেখিস্ কৌতুক,
সুখ-অন্তকারী তুই অন্তক দুর্ম্মতি।
হেন ব্যবহার কি রে উপযুক্ত হয়,
ভাসাইতে অশ্রুজলে সুখের নিলয়?

১১

ভাসালি করাল কাল শোকের সাগরে,
এ শোক বারণ, কে করে এখন,
বিষদিগ্ধ-শেলাঘাত হয়েছে অন্তরে।
ওরে যম! সতের কি হেন ব্যবহার?
ধিক্ তোরে শত ধিক্ ধিক্ দুরাচার।

১২

হায়! আমি বৃথা কেন দোষি যমরাজে!
ললাট-লিখন, করিতে খণ্ডন,
কে কবে হয়েছে শক্ত ত্রিভুবন-মাঝে?
নিয়ত-লঙ্ঘনে ভবে শক্তি কেবা ধরে?
নর ত অমর নয়?—জন্মিলেই মরে।

১৩

কাল প্রাপ্তে কাল-ঘরে করিবে গমন;
তাতে দোষী নয়, তপন-তনয়,
মিছামিছি তারে কেন দোষি অকারণ?
হবে যবে মনুজের আয়ু-দিবাগত,
অবশ্য জীবন-সূর্য্য হবে অস্তমিত।

১৪

কেন কেন কেন বৃথা শোক কর মন!
অবোধ মতন, শোকে অচেতন;
হৃদয়েতে জ্বাল কেন শোক-হুতাশন?
ক্রমেতে আত্মার যদি উন্নতিই হয়,
তার তরে শোক তবে উচিত ত নয়।

১৫

সম্বন্ধ তোমার সনে ছিল রে কাহার,
প্রথমে বিচার, কর রে তাহার,
দেখ দেখি সে সম্বন্ধ দেহ কি আত্মার।
আত্মার যদ্যপি হয় সম্বন্ধ ঘটন,
তবে তার নাশ শঙ্কা কর কি কারণ?

১৬

ভূলোক হইতে কোন উচ্চতর লোকে
অবশ্য সে আত্মা এবে করিছে বিরাজ।
অবশ্য তথায় কোন অনুপম সুখে
হইয়াছে সুখী, তবে বিলাপে কি কাজ?
মরণ যদ্যপি হয় শোকের কারণ,
জন্মিবার পূর্ব্বে কেন না কর রোদন?

১৭

হে বিভো করুণাময় পূর্ণ পরাৎপর!
রাখিও কল্যাণে দেব! সেই ভ্রাতৃবরে।
পুরাইও এ বাসনা দয়ার-সাগর!
স্থান দান দিও তারে প্রেমময় ক্রোড়ে।

লভুক্ পরম সুখ ভ্রাতা গুণধর,
পূর্ণ সুখে সুখী হোক্ তাহার অন্তর।

তারপাশা। ললিতাসুন্দরী দেবী।

কোন একটী পাখীর প্রতি।

১

কে তুমি রে বল পাখি, সুললিত স্বরে,
জাগাইছ থাকি থাকি মোহনীয় ডাক ডাকি,
আমার অন্তরে?
কে তুমি, কি নাম তব, নিবাস কোথায়,
শুনিতে বাসনা অতি, ওহে দ্বিজরায়?

২

সুদিন কুদিন তব সকলি সমান।
ছিঁড়িয়া সংসার ফাঁসি, যখন এখানে আসি,
জুড়াতে জীবন;
তখনি শুনিতে পাই তোমার সুস্বর;
কে তুমি, কোথায় থাক ওহে দ্বিজবর?

৩

কি কারণ দিবানিশি, নিবিড় বিপিনে,
ত্যজিয়া সংসার-মায়া, তার সুখ বিসর্জ্জিয়া;
রহিছ নির্জ্জনে;—
মোহিছ কূজনে, ঘোর কানন প্রান্তর?
কি কারণ বল বল, ওহে দ্বিজবর!

৪

দেখি নাই কভু পাখি, নয়নে তোমায়।
কিবা রূপ তুমি ধর, কি রূপি বা ব্যবহার,
ভবন কোথায়,—
জানিতে বাসনা অতি হয়েছে অন্তরে;
তাই পাখি, তব কাছে আসি বারে বারে।

৫

মানবের নৃত্য, গীত, মধুর বাজনা;
অনুক্ষণ সুধাভাষী, বালকের মিষ্ট-হাসি;
কবির কল্পনা;
জান না, ত্যজিয়া কেন আসি বার বার,
শুনিতে তোমার স্বর, ওহে দ্বিজবর?

৬

কেন পাখি থাক তুমি, এহেন নির্জ্জনে?
ওরে পাখি, বল বল, শুনে করি সুশীতল;
তাপিত জীবনে।
তুমি কি আমার মত সংসার-বিবাগী?
হইয়াছ মোর সম অদৃষ্টের ভোগী?

৭

থেক না গোপনে আর, ছলিয়া আমায়!
এস এস একবার, ত্যজি তব পত্রাগার;
দেখি তব কায়,
জুড়াব জীবন, আশা, হৃদে অনিবার!
জগতে আমার পাখি কেহ নাই আর!

৮

হায় হায়! কত দিন কত স্থানে মনে
করিয়াছি কত আশা, কিন্তু সব হল আশা,
এ পোড়া প্রাক্তনে!
জানি না আরই বা কি, ঘটে এর পর।
দারুণ বিধাতা মোরে, করিয়াছে পর।

৯

বল বল সত্য বল, বিহগ-চতুর,
'বউ কথা কও' স্বরে, কেন ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
বিদরি অম্বর?
কে তোমার হয় বউ, তিনি কোন জন,
কেন বা তোমার প্রতি নির্দ্দয় এমন?

১০

আহা মরি! দিবানিশি, "বউ বউ" বলে,
কেন বল বারে বারে, ডাকিতেছ সকাতরে,
বসিয়া বিরলে?
পরের প্রণয়নীরে, ডুবাইয়া প্রাণ,
ভাঙ্গিতে কাহার মান, এত যত্নবান?

১১

হায় হায়! কি করিছ আপনা খাইয়া?
ওরে পাখি শুন শুন, কর না আর এমন!
আপন ভাবিয়া,

ভ্রমেও কখন আর, অপরে অন্তর
দেখা'ও না দেখা'ও না, ওহে দ্বিজবর!

১২

এই দেখ মোর নেত্র ঝরে অনিবারে,
যদি ও সংসারমায়া, আসিয়াছি তেয়াগিয়া,
বিষাদ অন্তরে!
মনে মনে দৃঢ় পণ, ক্ষত্রিয়ের সম,
আর কভু ভাবিব না, সেই রূপ কম!

১৩

তবু দেখ স্বভাবের গতি রোধ নয়।
যে ভাবেনা মোর তরে, সদা চিন্তে তার তরে।
নির্ব্বোধ হৃদয়।
যত ভাবি তাকে আমি, আপন আপন,
তত পর পর বলি, সে করে তাড়ন।

১৪

কে বলে মানব-মন, মানব-অধীন।
যে করে আপন মন, অন্য জনে সমর্পণ,
প্রণয় কারণ;
নিশ্চয়ই নির্ব্বোধ সে, ভদ্রের ঘৃণিত,
চির দুঃখে ঝরে নেত্র, তার অবিরত!

১৫

পর-প্রেম-সিন্ধু-নীরে, না জানিয়া গতি,
ভাবিয়া অমৃতরাশি, পশিছে যে জন আসি,
হরষিত মতি;
সে অভাগা মোর সম, কাঁদিবে নিশ্চয়!
আসিবেক এনির্জ্জনে, জুড়াতে হৃদয়।

১৬

মনে মনে ধিক্কারিবে আপনা আপনি।
কেহবা যোগীর বেশে, ভ্রমিবেক দেশে দেশে।
(করি) হায় হায় ধ্বনি!
নিয়ত চিন্তার স্রোতে চিত্ত ভাসাইয়া,
উন্মাদ হইবে কেহ, জ্ঞান হারাইয়া।

১৭

পাখি রে শিখেছি আমি ঠেকিয়া ঠেকিয়া।
তাই করি নিবারণ করিওনা কার্য্য হেন,
সুখ বিসর্জ্জিয়া!
এজগতে ভালবাসা, গরল-আধার,
পরশিলে এক বিন্দু নাহিক নিস্তার।

১৮

"বউ কথা কও" আর ব'ল না ব'ল না।
যত তুমি হবে নত, সে করিবে মানহত,
করিয়া ছলনা!
একান্ত প্রবোধ যদি না মানে অন্তর,
প্রবেশি সাগর-নীরে, নাশ কলেবর।

১৯

"বউ কথা কও" বলি সাধিছ যাহায়;
সে যদি তোমার হ'ত, তবে কিসে মৌন র'ত,
এ হেন সময়!
বিহগ রে! সে কখন তোমাকে না চায়;
"বউ কথা কও" বলি সাধিছ যাহায়।

২০

পবিত্র হৃদয় যার, পবিত্র কামনা,
পবিত্র প্রণয়, আর সকলি পবিত্র তার,
জানিয়া জান না?
প্রিয় জন দুরদশা করি দরশন,
সে কি কভু হয় পাখি, পাষাণ এমন?

শ্রীমতী——

যশোহর।

২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।] [আশ্বিন, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১৷৷০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৴০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৵০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২্ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গমহিলা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিবাহ।

কন্যা সুলক্ষণসম্পন্না হইলে তাহার বয়স দেখা আবশ্যক।

"অষ্ট বর্ষের কন্যাকে গৌরী, নব বর্ষের রোহিণী, দশম বা তদধিক বর্ষের কন্যাকে রজস্বলা বলে।" ইহারই মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঋতুমতী কন্যা গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, প্রায় বার বৎসরের মধ্যেই এখানকার স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হয়। এই জন্য ঐ সময়ের মধ্যে কন্যাগণের বিবাহ বিহিত হইয়াছে। লামার্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বালিকা ও স্ত্রীলোকসম্বন্ধে যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে অস্মদ্দেশপ্রচলিত বিবাহপ্রথাকে অতি দুরদর্শী ব্যক্তির গভীর চিন্তার পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গমহিলা স্ত্রী লোকদিগের পাঠ্য বলিয়া আমরা সে সকল বিষয় প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। প্রাচীন রোমদেশীয়দিগের স্ত্রীগণের বিবাহও অল্প বয়সে হইত। সুপ্রসিদ্ধ রোমান গ্রন্থকার জষ্টিনিয়ান স্বদেশ-প্রচলিত বিবাহসম্পর্কীয় আইনসম্বন্ধে এ বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিয়া-গিয়াছেন।

অনেকে কহেন যে, "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী" বচনটী অনুসারে পূর্ব্বে কার্য্য হইত না। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকমাত্রেরই অধিক বয়সে বিবাহ হইত। তাঁহাদিগের এই আপত্তি বৃথা, তাঁহারা পুরাণাদির বর্ণনা দেখিয়া মনে করেন যে, বুঝি স্ত্রীলোকমাত্রেরই অধিক বয়সে বিবাহ হইত। বস্তুতঃ তাহা নহে, রামায়ণে আছে যে, সীতার বয়স হওয়াতে পাত্রের অভাবে জনকরাজা ভীত হইতে লাগিলেন, এবং বীরগণ সীতাকে দেখিয়া চঞ্চলচিত্ত হইলেন। অথচ তখন রামের বয়স ১৬ ও সীতার বয়স ৭ বৎসর ছিল। লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা, ভরত ও মাণ্ডবী এবং শত্রুঘ্ন ও শ্রুতিকীর্ত্তির বয়স আরও অল্প ছিল। স্ত্রীলোকগণের অল্প বয়সে পরিণয় হইল বলিয়াই যে অস্ম-

দ্দেশে অধিক বালক কালগ্রাসে পতিত হয় এরূপ নহে। সুইজরলণ্ড, জর্ম্মণি ও ইটালির জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা লইয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মৃত্যুর কোন বিশেষ কারণ আছে। অস্মদ্দেশের মৃত্যুসংখ্যার সহিত মিলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইয়ুরোপের অপরাপর স্থানাপেক্ষা ভারতবর্ষীয় মৃত্যু-সংখ্যা অধিক নহে। ডাক্তর প্রাইস এ বিষয়ে বিস্তর লিখিয়াছেন। যাহা হউক ঋষিদিগের মতে কন্যা রজোযুক্তা হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তখন ভারতবর্ষের অধিবাসী অত্যন্ত অল্প ছিল। ইউনাইটেড্-ষ্টেটের নূতন বসতিকালে যে পরিমাণে বর্ষে বর্ষে সন্তান বৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয় ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে তদপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। ইয়ুরোপেও মহাযুদ্ধের পর প্রজাক্ষয় হইলে স্ত্রীপুত্রের বয়সানুসারে আশ্চর্য্যরূপ প্রজা বৃদ্ধি হয়। ইয়ুরোপ অতি অল্প দিন সভ্য হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানদিগের বিবরণ এত অল্প হস্তগত হইয়াছে যে, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া সকল বিষয় মীমাংসা করা সুকঠিন, যত অনুসন্ধান হইতেছে, ততই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও দূরদর্শিতার ক্রমে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অতএব বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া সামান্য যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া দূরদর্শী আর্য্যগণের বিধিসকল আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায়।

কন্যা সুলক্ষণা ও উপযুক্তবয়স্কা হইলে তাহার সহিত বরের কোন পূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে কি না দেখা আবশ্যক, এখন ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানিতে পারিয়াছেন যে, নিকট-সম্পর্কীয় কুটুম্বগণের বিবাহে অতি বিষময় ফল উৎপাদিত হয়। এই সম্বন্ধে ইয়ুরোপের এক জন ডাক্তার লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ বধির, মূক ও বিকলাঙ্গগণ ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের পরস্পর বিবাহে উৎপন্ন হইয়াছে। মনু কহিয়াছেন, যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহবংশ-

জাতা নহে ও মাতামহীর চতুর্দ্দশপুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহে এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা নহে অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধাদির সন্ততি-সম্ভূতা নহে এমত কন্যা দ্বিজাতিগণ বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু শূদ্রেরা সগোত্রা বিবাহ করিলেও ক্ষতি হয় না।

কন্যা সবর্ণা, সুলক্ষণা, সমুচিতবয়স্কা ও দূরসম্পর্কীয়া হইলে পরে তাহার যোটক দেখা আবশ্যক। কন্যা ও পুরুষ উভয়ের ধাতু বা প্রকৃতি উষ্ণ বা শীতল হইলে সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষের সহিত বিশেষ লক্ষণা-ক্রান্ত স্ত্রীর বিবাহ হইলেই উৎকৃষ্ট সন্তানাদি উৎপন্ন হয়। আর্য্যেরা কহেন যে, ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে পুরুষ বা কন্যার জন্ম হওয়াতে তাহা-দের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। গণসম্বন্ধে স্বজাতি মিলন অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষনীয়। দেবগণ ও নরগণে মধ্যম মিলন হয়। কন্যা ও বরের মধ্যে রাক্ষস ও নরগণ হইলে অতি বিরুদ্ধ ফল হয়। দম্প-তীর এক রাশি চতুর্থ, দশম, তৃতীয় ও একাদশ বা সমসপ্তক হইলে শুভপ্রদ হয়। ধনুতে মকরে কিম্বা কুম্ভ মীনে অথবা মেষ বৃষ মিথুন কর্কটে অথবা সিংহ কন্যা কি তুলা বৃশ্চিকে অতি বিরুদ্ধ মিলন হয়। এইরূপ মিলন সম্বন্ধে জ্যোতিষে বহুবিধ বচন দৃষ্ট হয়।

কন্যা সবর্ণা, সুলক্ষণা সমুচিতবয়স্কা দূরসম্পর্কীয়া ও যোটন-যোগ্যা হইলে বিবাহের দিনস্থির করা ঋষিদিগের মতে অত্যন্ত কর্ত্তব্য। বিবাহের বার তিথি মাস, শুভাশুভ নক্ষত্র, শুভাশুভ যোগ, সপ্তশলাকা, যুতবেধ, যামিত্রবেধ আদি বিচার করিয়া দিনস্থির করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অধিক লেখা প্রয়োজনাভাব।

নারীদিগের যুগ্ম বা অযুগ্ম বর্ষে বিবাহ দেওয়া অনুচিত। গর্ভ-মাস ধরিয়া অযুগ্মবর্ষে কন্যাদান কর্ত্তব্য। কুমারীদিগের জন্মমাসে বিবাহই প্রশস্ত।

এইরূপে সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিজাতিগণ ঋক যজু ও সামাদি ভিন্ন ভিন্ন বেদ অধ্যয়ন করাতে তাঁহারা ঋগ্বেদী সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী আদি সংজ্ঞা

প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক বেদের শাখা আছে। তদনুসারে দ্বিজাতিগণ বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা সকলে স্ব স্ব শাখা উক্ত প্রথানুসারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। সূত্রগ্রন্থ মধ্যে কার্য্যাদির বিশেষ বিবরণ আছে। সূত্র সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ধর্ম্মসূত্র গৃহসূত্র ও কল্পসূত্র। গৃহসূত্রের মধ্যে বিবাহাদি সংস্কারের বিবরণ আছে। তাহাকেই মূল করিয়া বিবাহপদ্ধতি সকল রচিত হইয়াছে। বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। রামচন্দ্র পরিষ্কার সূত্রের লোক ছিলেন, রাজা দশরথ চারিপুত্রেরই প্রাতঃকালে বিবাহ দেন। পশ্চিমে অনেক স্থলে দিবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের কোন অংশ দিবা ও কোন অংশ রাত্রিতে সম্পাদন করা উচিত, তদ্বিষয়ে মতামত আছে। আমরা বিবাহসম্বন্ধে বেদানুযায়ী স্থূল মত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদে আছে, বিবাহদিবসে পিতৃসপিণ্ড ব্যক্তিরা যব, মাসকলাই, মুগ ও মসূর এই চারি দ্রব্য চূর্ণ করত মন্ত্র পড়িয়া কন্যার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। পরে কন্যার পতির নাম করিয়া কিয়দংশ চূর্ণ জলপূর্ণ কলসে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ জলদ্বারা কন্যাকে স্নান করাইবে। পুনরায় ঐরূপ আর দুই কলস জল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যার মস্তকে ও ক্রোড়ে ঢালিয়া দিবে। বেদমতে ইহাই জাতি কর্ম্ম।

এতদনন্তর সম্প্রদানকর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। পিতা, পিতৃব্য, মাতা, মাতুল, মাতুলানী, সুহৃদ ও বন্ধুবান্ধবাদি সকলেই কন্যাদানে অধিকারী। উদ্বাহের দিবস পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করত গৌরী-আদি ষোড়শ মাতৃকাপূজন, গন্ধাদিবাসন, বসুধারা, সম্পাতন, আয়ুষ্যজপ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে লগ্ন সময়ে পিতা বা সম্প্রদাতা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া জামাতা ছায়ামণ্ডপে আসিবার পূর্ব্বে তথায় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক একটী পয়স্বিনী গাভী সংস্থাপন করিবেন।

অনন্তর জামাতা মন্ত্রপাঠ করিয়া বরাসনে উপবেশন করিবেন। সম্প্রদাতাকে প্রত্যঙ্মুখোপবিষ্ট হইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দান পূর্ব্বক বরের অর্চ্চনা করা উচিত। আসনোপবিষ্ট জামাতাকে সম্প্রদাতা কহিবেন, 'আপনি সাধু আছেন?' বরও কহিবেন 'আমি সাধু আছি।' পরে সম্প্রদাতা বরকে, 'আমরা আপনাকে বরিব?' বলিলে, বর প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন 'তোমরা আমাকে অর্চ্চনা কর।' এই কথা বলিবামাত্র সম্প্রদাতা বরকে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা জামাতাকে অর্চ্চনা করিবেন। অর্চ্চনার পর পুষ্পাক্ষতহস্তে জামাতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া কহিবেন, 'আমি অমুক দিনে অমুক ব্যক্তিকে বরকর্ম্ম করণার্থ বরণ করিতেছি।' জামাতা কহিবেন, 'বৃত হইলাম।' পরে সম্প্রদাতা, 'বিহিত বৃতকর্ম্ম কর' বলিলে, জামাতা উত্তর করিবেন 'যথাজ্ঞান করিতেছি।' অনন্তর জামাতাকে স্ত্রীআচার করিতে লইয়া যাইবে। স্ত্রীআচার করা হইলে বর পুনরায় আসিয়া ছায়ামণ্ডপে বসিবেন। ছায়ামণ্ডপে বসিবামাত্র সম্প্রদাতা তাঁহাকে সাগ্র পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা দুই ফের গ্রন্থিযুক্ত অধোমুখ বিষ্টর নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরাগ্র উত্তান হস্তদ্বারা মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতাকে অর্পণ করিবেন। জামাতাও লইলাম বলিয়া রীতিমত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রপাঠের পর জামাতা সেই বিষ্টর নিজাসনে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন। সম্প্রদাতা পুনরায় সেইরূপ বিষ্টর প্রদান করিবেন।

উভয় পাদের অধঃস্থানে উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিয়া জামাতা সংপ্রদাতার নিকট হইতে মন্ত্রপুত পাদ্য গ্রহণ করিবেন। পরে জামাতা সম্প্রদাতার পুনঃপ্রদত্ত পাদ্যদ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রথমে বাম পাদ পরে দক্ষিণ পাদ ধৌত করিবেন। পরে পুনরায় পাদ্য গ্রহণ করিয়া উভয় পাদ প্রক্ষালন করিবেন। অনন্তর জামাতা সম্প্রদাতার হস্ত হইতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্য লইয়া মস্তকে রাখিবেন এবং আচমনীয় লইয়া উত্তরমুখ হইয়া আচমন করি-

বেন। অর্ঘ্যের পর জামাতা কাংস্যপাত্রস্থ ঘৃত-মধু-দধিযুক্ত মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া তিনবার মুখে প্রদান করিবেন।

অনন্তর জামাতা মঙ্গল-ঔষধি-লিপ্ত আপন দক্ষিণহস্তোপরি মঙ্গল-ঔষধি-লিপ্ত কন্যার দক্ষিণহস্ত সংস্থাপন করিবেন। এই সময়ে পতিপুত্রবতী সুলক্ষণা নারীরা মঙ্গলধ্বনি করতঃ কুশ দ্বারা বর কন্যার হস্তদ্বয় বন্ধন করিবেন। সম্প্রদাতা তিল, কুশ ও কুসুম-যুক্ত জলপাত্র লইয়া বর ও কন্যার পুরুষ, গোত্র ও প্রবরাদি উল্লেখ করিয়া 'জগদীশ্বরের তুষ্টির জন্য এই সবস্ত্রা সালঙ্কারা স্বর্গকামার্থ প্রদান করিতেছি' বলিয়া বরের হস্তে সপুষ্প জলাদি ঢালিয়া দিবেন। জামাতাও স্বস্তীতি বলিবে। সম্প্রদাতা পুনরায় মন্ত্রপাঠ করিয়া গায়ত্রীজপ করিবেন। গায়ত্রীজপ সমাপন হইলে সম্প্রদাতা মন্ত্রপাঠ করিয়া সতিল জলকুসুমপাত্র লইয়া দক্ষিণান্ত করিবেন। জামাতাও স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণান্তের পর স্ত্রী-আচার জন্য জামাতাকে প্রেরণ করেন। সে কেবল দেশভেদে প্রথামাত্র। সম্প্রদানকার্য্যের পর নাপিত গৌর্গৌ এই শব্দ উচ্চারণ করিলে জামাতা মন্ত্রপাঠ করিবামাত্র নাপিত সেই গাভীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবে। গাভী বিদায় হইলে সম্প্রদাতা ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়া ভোজন করাইবেন। পরে পুরোহিত মঙ্গলপূর্ব্বক মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্ত বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থী বন্ধন করিয়া দিলে তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবেন। যাবৎ কুশণ্ডিকা সমাপন না হয় কন্যাকে ভর্ত্তার দক্ষিণে বসান উচিত।

অনন্তর কুশণ্ডিকা হোম বিধেয়। যোজকনামা অগ্নি সংস্থাপ-নের পর বিরূপাক্ষজপ করিয়া কুশণ্ডিকাকার্য্য সমাধান করিতে হয়। পাণিগ্রহণীয় কার্য্যের সময় বরের কোন এক বয়স্য জলা-শয় হইতে জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া গাত্রে বস্ত্রাবরণপূর্ব্বক মৌন হইয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত অগ্নির দক্ষিণে উত্তরমুখে দাঁড়াইবেন। অপর বয়স্য স্বস্তিকহস্তে পূর্ব্বরূপ করিয়া পূর্ব্বব্যক্তির পূর্ব্বদিকে

দাঁড়াইবেন। অগ্নির পশ্চিমভাগে শমীপত্রমিশ্রিত চারি অঞ্জলি খই কুলায় রাখিবে। তাঁহার নিকট সপুত্রশিলা স্থাপন করত জামাতা বেণাপত্রের কট নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া যথাবিধি বধূকে পরিধাপন করাইবেন। অধোবস্ত্র পরিধাপিত হইলে উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞোপবীতের ন্যায় পরিধাপন কালে মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য। অনন্তর অগ্নির নিকট বধূ আনীত হইলে জামাতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। অগ্নির পশ্চিমে বীরণনির্ম্মিত বস্ত্রবেষ্টিত কটের উপর বধূর বামপদ রাখাইয়া জামাতা তাহাকে বিধিমত মন্ত্রপাঠ করাইবেন। পরে বধূর কটের পৃষ্ঠে জামাতার দক্ষিণে উপবেশন পতির বধূর উত্তরদিকে বসা উচিত। অনন্তর বধূ দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলে জামাতা যথাবিধি ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে ছয় আহুতি দিবেন। আহুতির পর মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য। মহাব্যাহৃতি হোমান্তে জামাতা ভার্গব প্রবর না হইলে দক্ষিণাভিমুখে চতুর্গৃহীত ঘৃতধারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

অনন্তর বধূসহিত পতি উঠিয়া বধূর পৃষ্ঠদেশ দিয়া দক্ষিণদেশে গিয়া উত্তরমুখে. দক্ষিণহস্তে স্ত্রীর অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় ধারণ করত দাঁড়াইবেন। কন্যার মাতা ভ্রাতা কি অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের স্থাপিত লাজ ও সপুত্রা শিলা অগ্রে রাখিয়া বধূর দক্ষিণ পাদ নিক্ষেপ করাইবেন। পতি ভার্গবপ্রবর না হইলে প্রথমে বধূর অঞ্জলিতে এক স্রুব ঘৃত, পরে মাতা ভ্রাতা কি কোন ব্রাহ্মণ ঐ অঞ্জলিতে লাজপ্রদান করিলে তদুপরি ঘৃত স্রুবদ্বয় দিবেন।

বীরজননী-বিলাপ।

১

মানস-সরসী-তীরে কি হেরি কি হেরি ওই।
যেন রে ভূতলে শশী, লজ্জায় পড়েছে খসি,
নিরখি রূপের রাশি, মলিনমুখেতে ওই—
মানস-সরসী-তীরে কি হেরি কি হেরি ওই॥

২

অন্তরে অসুখ তব কেন মরি হায়,
নিরখি বিরস মুখ বুক ফেটে যায়।
যেন রে শরত-শশী, সমাচ্ছন্ন মেঘরাশী—
তেমনি তিমির শশী, অন্তর আকুল ওই—
মানস-সরসী-তীরে কি হেরি কি হেরি ওই॥

৩

নিষ্ঠুর মনুজ-মন, বোঝে না সময়,
স্বার্থহেতু দয়া ধর্ম্ম দেখে বিষময়।
ক্ষণিক সুখের তরে, ভাসে চিরদুখ-নীরে
নিরখি মনুজবরে অবিরত ওই—
আপনিত রত আমি কাহাকে বা কই॥

৪

আপন সুখের তরে অনাসে পরের,
কাঁদায় চিরটা কাল ভাসায় পাথারে।
কি ফল ইহাতে তব, কিবা সুখ অভিনব
আঁখিনীরে শুনি তব, নিঠুর মনুজ ওই
আপনিত রত আমি কাহাকে বা কই॥

৫

কে হেন পাষণ্ড বল ভাসায়ে সাগরে,
বসিয়া তামাসা দেখে থাকিয়া অন্তরে।
অথবা পাপের দেশ, পরিহরি সুখবেশ
ভুঞ্জিছ সুখের শেষ, বসিয়া কূলেতে ওই
পাপরাজ্য পাপকার্য্য পরিহরি ওই॥

৬

অথবা সরলা বালা বুঝিয়াছে সার
কেটেছে মায়ার জাল, ত্যেজেছে সংসার।
অথবা বিরক্ত হয়ে, কোলাহল ত্যেয়াগিয়ে
বিরলে পাপের ভয়ে, রয়েছে লুকায়ে ওই
পাপরাজ্য পাপকার্য্য পরিহরি ওই॥

৭

জানি রে দায়াদদল কঠিনহৃদয়,
জ্ঞাতিদুঃখ হেরি কভু দুঃখে দুঃখী নয়।
অথবা বঙ্গের বাসী, পরদুঃখ-অভিলাষী,
তুষিতে বিদেশবাসী ব্যস্ত অণুক্ষণ,
দয়ামায়া ধর্ম্মাধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন॥

৮

প্রদীপ্ত প্রদীপ যথা করি সুখ জ্ঞান,
চঞ্চল পতঙ্গজাতি হারায় পরাণ।
তেমতি অবোধ নর, ভাসে দুঃখে নিরন্তর
ক্ষণিক সুখেতে ভর করি অনুক্ষণ,
দয়ামায়া ধর্ম্মাধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন॥

৯

ফুটেছে কমলকলি হেলিছে দুলিছে,
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে মধুপ জুটিছে।
মরি কিবা অলিগান, শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ
থেমোনাকো গাও গাও সঙ্গীত ললিত;
মধুর আলাপে মরি কোরো না বঞ্চিত॥

১০

অদূরেতে পিকবর বসিয়া শাখায়
কুহুরবে গান করি হৃদয় কাঁদায়।
গাও পাখি গাও শুনি কর রে মধুর ধ্বনি
বিরত কেন রে তুমি, সাধিতে সঙ্গীত;
মধুর আলাপে মরি কোরো না বঞ্চিত।

১১

ললিত লবঙ্গলতা শ্যামল কোমল
দুলিছে বাতাসভরে ভাবে টলমল।
গাইছে পুলকভরে, গুণধাম বিভুবরে
মর্ম্মর শবদ করে, শ্রবণ-রঞ্জন;
হিমপাত-আনন্দাশ্রু ঝরে অগণন॥

১২

বহিছে মলয়বায়ু শরীর জুড়ায়,
সুখদ সুবাস সদা প্রচুরে বিলায়।
সরসী-শীতল জল, আহা কিবা নিরমল!
পবনে লহরীদল উঠে অবিরল;
বিকাশে হেরিলে যাহা মানস-কমল॥

১৩

মোহিনী মেদিনী ধনী নেত্র-বিনোদিনী—
রসজ্ঞ-ভাবুক-জন-চিত্ত-বিলাসিনী।
কৌমুদী বিশদবাসে, ভাবিনী-মেদিনী হাসে,
অগণ্য তারকাকাশে বিমল-শোভন,
গাইতে গুণেশগান মন উচাটন॥

১৪

পাতকি পেচক পাখি নিঠুর-হৃদয়!
বিলাপে ফাটাও কেন ধরা সুখময়?
শান্ত ক্লান্ত জীবগণ, কেন কাঁদ অকারণ,
পৃথিবী পুলক-ধাম করি দরশন,
গাইতে গুণেশগান মন উচাটন॥

১৫

নিরখি হরষে সবে করে বিচরণ
ও ধনী বসিয়া কেন মলিনবদন?
কে বামা ও কিবা আশে, কিবা সুখ অভিলাষে,
বসেছে মলিনবেশে মন উচাটন,
বুঝি কোন মনোদুঃখে মলিন-বদন?

১৬

প্রফুল্ল নয়নে কেন বহিতেছে জল,
শুকায়েছে কেন মরি বদনকমল?
ম্রিয়মাণ মুখখানি, নাহি সুখ অনুমানি,
কি কারণ কহ শুনি বিনা প্রতারণ,
মনোদুঃখ কেন তব, কিসের কারণ?

১৭

অধরে মধুর হাসি কেন নাহি আর,
কে হরিল সুখনিধি মরি গো তোমার?
অলক্ষ্যে আঁখিতে জল, করিতেছে ছল ছল,
মন-তরি টলমল কিসের কারণ,
কোথা ধৈর্য্য-কর্ণধার তরণী-জীবন॥

১৮

পদ্মবনে পশি যথা প্রমত্ত বারণ
ছারখার করে তাহা না মানি বারণ।
তেমতি গো তব মনে, চিন্তা-করী প্রতিক্ষণে
দলিছে দুর্ব্বার-গতি সমদে সঘন,
যাহাতে মানস-সরঃ কাঁপে ঘনেঘন॥

১৯

অবোধ মনুজমন ধৈরয কারণ,
আশাবায়ু মনে সদা বহে প্রতিক্ষণ।
বহিয়া প্রবলবেগে, নৃপতির সুখ আগে
তোমার সুখের ভাগে বাড়ায় তখন,
ধরণীতে তার সম কি আছে এমন॥

২০

কে বুঝি গো সেই নিধি হরিল তোমার,
হইয়াছে তাই বুঝি মানস আঁধার।
কিম্বা ধনি অভিমানে, বসেছ বিরস মনে
অভিমানে সুখধনে করিয়া বিনাশ।
কিন্তু সে অসুখ তব বিভ্রমবিলাস॥

২১

লাবণ্য তোমার ধনি দেয় পরিচয়,
যেন কোন কালে তব গেছে সুসময়।
পরিহরি সে আশায় করিতেছ হায় হায়;
জীবনে মৃতের প্রায়, হেরি গো তোমায়,
কহ শুনি বিবরিয়া ঘটিল কি দায়?

২২

আমরা গো সুত তব দুর্ব্বল পামর,
পরের বিভব হেরি নিয়ত কাতর।
অপরের পরিশ্রম, বিদ্যা-বুদ্ধি অনুপম,
যাহা কার্য্যসিদ্ধিক্ষম, লভিতে না চাই।
কর্ম্মনাশা অগ্রগণ্য বচনে গোঁসাই!

২৩

"অন্নাভাবে অঙ্গ শীর্ণ" কহিল সে নারী,
"তোষামোদ বাঙ্গালীর প্রিয় সহকারী,
বঞ্চিত হয়েছি সুখে, ভাসি আঁখি সদা দুখে
একেত অবলাজাতি চির অসহায়,
তাহাতে তনয়ে বহু অনিষ্ট ঘটায়॥

২৪

"পাইয়াছি বাক্‌শক্তি কথা কই তাই,
মনেতে সুখের কিন্তু লেশমাত্র নাই।
হীনপ্রাণ দেশবাসী, বৃথা সুখ-অভিলাষী,
কেন রে বিদেশবাসী তোষে অনুক্ষণ
গৃহের অভাব নাহি করি বিমোচন?

২৫

"ভুবন পিঞ্জর মোর হয় সদা জ্ঞান,
অভিমানে জর জর হইল পরাণ।
দূর হ রে মুখে বুলি, ইচ্ছা হয় লয়ে ঝুলি
যাই কোন দেশ চলি, কেন মরি আর;
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?

২৬

"স্বজাতির কাছে মম নাহি কভু মান
অথর্ব্ব বলিয়া সবে করে হতজ্ঞান।
পুত্রে যদি নাহি মানে কি কহিব অন্য জনে,
বনিতার অভিমানে, মন পাওয়া ভার,
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?

২৭

"পুরাকালে কত সুখ পাইয়াছি হায়!
যৌবন বহিয়া গেল স্বপনের প্রায়।
শৈশবের বন্ধুগণ, নাহি করে আলাপন,
অর্থহীনে ভুতমান কে বিতরে আর,
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?

২৮

"আপন আলয়ে আমি রহি সর্ব্বক্ষণ,
দিবসেতে বহু ক্লেশে হই জ্বালাতন।
রাত্রিতে শয়ন করি চিন্তাজ্বরে পুড়ে মরি
জীবনে না সুখ হেরি ঘোর অন্ধকার।
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?

২৯

"জানি ত পাপের কার্য্য কুফল মিলায়,
তবু যে করিস্ পাপ অবোধের প্রায়।
নিদ্রাসুখ পরিহরি অনন্ত নরক হেরি
আর না সহিতে পারি যাতনা অপার,
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?

৩০

"দিন দিন কৃশদেহ হইল আমার,
শুশ্রূষা-বিয়োগে তার নাহি প্রতিকার।
বহি সদা দুঃখভার, কহি কথা কাছে কার,
নাহি কথা মমতার, নিকটে কাহার,
এ হতে অধিক দুঃখ হবে কি আমার?"

৩১

ঘন দীর্ঘশ্বাস তবে বহিল বামার,
"কপাল আমার মন্দ" বলে বার বার।
"বিদেশ-ভগিনী ধনী, ভূতলে অতুল মণি,
দয়া-ভাবে করে যাই মোরে নিরীক্ষণ,
অদ্যাপি এ দেহে তাই রহিছে জীবন।"

পদ্মিনী-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

যে সকল সদ্গুণের নিমিত্ত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, দ্রৌপদী, গান্ধারী ও খুল্লনা প্রভৃতি রমণীদিগকে পৌরাণিক মহোদয়েরা সতী বলিয়া তাঁহাদিগের নাম নিত্যস্মরণীয় ও তাঁহাদিগকে আমাদিগের পূজনীয়া বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন ও যে সকল সৎকীর্ত্তি এবং সদ্গুণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নাম জনমাত্রেরই হৃদয়ে জাগরূক আছে, পদ্মিনীও সেই সকল গুণের যথার্থ অধিকারিণী।

পদ্মিনীর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি, বীরত্ব, এবং অপূর্ব্ব কীর্ত্তির বিষয় শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পদ্মিনী যে কেবল সৎস্বভাবাপন্না ছিলেন এমত নহে, তিনি তদনুযায়ী রূপবতীও ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি রূপ-লাবণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়া ছিলেন। পদ্মিনীর জন্ম দিন এ-পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যাহা হউক তিনি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (অর্থাৎ খিলিজিবংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিনের সিংহাসনারূঢ় হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। পদ্মিনীর পিতার নাম হামিরশঙ্খ রায়, ইনি চোহান-বংশজ এবং সিংহলদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর পদ্মিনী ব্যতীত অন্য কোন সন্তানসন্ততি ছিল না, সুতরাং তিনি পদ্মিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এবং তাঁহাকে এরূপ অদ্বিতীয়া রূপবতী ও গুণবতী দেখিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। সৌভাগ্যক্রমে হামির-শঙ্খ রায় আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলেন। পদ্মিনী উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীতা হইলেন; তিনি চিতোরের প্রসিদ্ধ রাজা ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী হইলেন।

এইপ্রকারে উভয়ে উভয়ের সন্তোষসাধন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের

সন্তানসন্ততিও জন্মিল। কিন্তু পার্থিব সুখ চিরকাল স্থায়ী নহে রাজাই হউন, সম্রাটই হউন, কিম্বা বীরপুরুষই হউন, সকলকেই দুঃখাবসানে সুখ, ও সুখাবসানে দুঃখভোগ করিতে হইবেই হইবে। কেহই এ নিয়ম হইতে মুক্তি পাইবেন না; কাহাকেও চিরদিন সুখ কিম্বা চিরদিন দুঃখভোগ করিতে হইবেক না, অবশ্যই পরিবর্ত্তন হইবেক। রাজা ভীমসিংহ ও তদীয় পত্নী রাণী পদ্মিনী উভয়ে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন; কিন্তু হায়! সংসারসুখ এত অল্প ক্ষণস্থায়ী যে, কিঞ্চিৎকাল সুখভোগ করিয়াই তাঁহাদিগের সুখে বিষম ব্যাঘাত জন্মিল। ১২৯৩ খৃঃ অব্দে খিলিজিবংশীয় তৃতীয় সম্রাট পাপাত্মা আলাউদ্দিন চিতোর নগর ভয়ানক পরাক্রমসহকারে আক্রমণ করিল। তদবধি, রাজা, রাজমহিষী, রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ প্রভৃতি সকলেই সদাসর্ব্বদা যবনভয়ে সশঙ্কিত থাকিতেন। সকলেই ব্যস্তসমস্ত, কাহারও অন্তরে আশঙ্কাব্যতীত সুখের লেশমাত্র ছিল না। রাজা ভীমসিংহ যবনসৈন্যের পরাক্রম দেখিয়া, নিতান্ত হতাশ হইলেন। পদ্মিনী এই বিষম ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে বারংবার উৎসাহজনক উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা, মহিষীর উৎসাহবাক্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া, সৈন্য সংগ্রহকরতঃ অসীম পরাক্রম সহকারে পাপাত্মা আলাউদ্দিনের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামারম্ভ হইল, কোন পক্ষই কোন পক্ষকে পরাজিত করিতে পারিল না; অথচ উভয় পক্ষেরই সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যবনসৈন্য অধিক পরিমাণে হত হইতে লাগিল। আলাউদ্দিন এতাধিক সৈন্যের বিনাশ দেখিয়া রণে ক্ষান্ত হইলেন। মহারাজ ভীমসিংহও তদ্দর্শনে রণে ক্ষান্ত হইয়া সন্ধি সংস্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা ভীমসিংহ অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া, সন্ধিস্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় আলাউদ্দিনের শিবির হইতে এক দূত একখানা পত্র লইয়া আসিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"মহারাজ ভীমসিংহ! আমি শুনিলাম যে, আপনার সহধর্ম্মিণী রাণী পদ্মিনী অসামান্যা রূপবতী; আমার বাসনা যে, আমি তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য স্বচক্ষে দর্শন করি। আপনি যদি ইহাতে সম্মত হয়েন তাহা হইলে আপনার সহিত মিত্রতা করিব ও আপনার রাজ্যে হস্তক্ষেপও করিব না।

আলাউদ্দিন।"

মহারাজ ভীমসিংহ দুরাত্মার পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, শরীর কম্পিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "কি—পাপিষ্ঠ যবন হইয়া এতদূর দুরাশা করে? বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার আশা! রাজ্য যায়, প্রাণ যায় তথাপি আমার দেহে প্রাণ থাকিতে জীবনসর্ব্বস্ব পদ্মিনীকে যবনে দেখিবে ইহা কখনই হইবেক না।" এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মিনী রাজার এতাদৃশ ক্রোধলক্ষণ, আরক্ত ও সজল চক্ষুদ্বয় দেখিয়া, মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ও সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে "রাজার আমাকে দেখিবামাত্র দারুণ ক্রোধ ও শোক সমুদয় জল হইয়া যাইত, অদ্য কেন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন? বোধ হয় যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কুসংবাদ আসিয়াছে।" তিনি সকাতরে মহারাজ ভীমসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি হইয়াছে শীঘ্র বলুন, কেন আপনি অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন? দাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া বাধিত করুন।" রাজা পদ্মিনীর কথা শ্রবণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! এই দেখ"—এই বলিয়া আলাউদ্দিনের পত্র দেখাইলেন। পদ্মিনী পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "নাথ! এই সামান্য কারণে কেন এত বিহ্বল হইতেছেন? আমাকে দেখাইলেই যদি রাজ্য রক্ষা হয়, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি। আমি রাজ্য রক্ষার্থে স্বীয় প্রাণপর্য্যন্তও

পরিত্যাগ করিতে পারি; অতএব ত্বরায় সম্মতিপত্র লিখুন রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি কি প্রকারে ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধর্ম্ম ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিব। এবং কি প্রকারেই বা এই পবিত্র বংশে কলঙ্ক অর্শাইব।" পদ্মিনী বলিলেন, "যদি আমাকে দেখাইলেই ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক হয়, তবে দর্পণ দ্বারা আমার প্রতিমুর্ত্তি দেখাইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবেক না।"

রাজা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কল্পনায় স্বীকৃত হইয়া, যবনরাজাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাপাশয় আলাউদ্দিন তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে আসিয়া, পদ্মিনীর প্রতিমুর্ত্তি দর্শন করিল; ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া পদ্মিনীকে পাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিবস আলাউদ্দিন রাজা ভীমসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন শিবিরে লইয়া গেল ও বিশ্বাসঘাতক দুরাচার আলাউদ্দিন রাজাকে বন্দী করিল। এবং বলিল, "তুমি যদি পদ্মিনীকে না দেও তবে সর্ব্বাগ্রে তোমার মৃত্যু সাধন করিয়া চিতোর নগর চূর্ণ বিচূর্ণ করিব, ও পরশুরামের ন্যায় সকল ক্ষত্রিয় সৈন্য বিনাশ করিয়া পদ্মিনীকে লইয়া দিল্লী প্রস্থান করিব; ও তাহাকে আমার বামপার্শ্বে বসাইব, দেখিব তখন কে রক্ষা করে।" রাজা ভীমসিংহ পাপাশয়ের দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "রে দুর্বৃত্ত মহাপাপি বিশ্বাসঘাতক যবন, এই কি তোর ধর্ম্ম! এই কি তোর রাজনীতি! এই কি তোর সাহস! এই কি তোর বীরত্ব! এই কি তোর কোরাণে লিখিয়াছে! প্রাণ যায় রাজ্য যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমার মনোহারিণী পদ্মিনীকে অন্য কাহাকেও দিব না! দিব না! পদ্মিনীকে স্বহস্তে বিনাশ করিব, তথাপি আমি থাকিতে সে অন্যের হইবে ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। পাপাত্মা! তোর এতবড় দুরাশা! কার সাধ্য যে নিষ্কলঙ্ক ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক দেয়। পাপীয়ন্! তুমি কি মনে করিয়াছ যে, ক্ষত্রিয়রমণীরা তোমাপেক্ষা দুর্ব্বলা? কখনই

না! কখনই না!” আলাউদ্দিন, রাজা ভীমসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, অনুচরদিগকে বলিল, “যাও! তোমরা এই দুঃসাহসিক হিন্দু যুবার হস্তপদাদি বন্ধন করতঃ দুর্গের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখ। যদি সপ্তাহ মধ্যে পদ্মিনী আসিয়া আমার বামপার্শ্বে উপবেশন না করে, তাহা হইলে দুর্দ্দান্ত কাফেরের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা যাইবেক।” অনুচরেরা যবন সম্রাটের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এদিকে রাণী পদ্মিনী আপনার স্বামীর যবনকৃত এতদূর দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। “হে প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর জীবিতেশ্বর! তুমি কেনই বা এই পাপীয়সীকে বিবাহ করিলে। হায়! আমিই তো তোমার সকল অনর্থের মূল। যদি তুমি আমাকে বিবাহ না করিতে, তাহা হইলে আর তোমাকে এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। হে হতবিধি! এত অমঙ্গল ঘটাইবার নিমিত্ত, ও এমন চিরপ্রসিদ্ধ রাজবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্তই কি আমাকে রূপসী করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছ? হায়! আমি যদি কোন নীচকুলোদ্ভবা কিম্বা কুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আর এত অমঙ্গল ঘটিত না। হায়! আমার জীবিতেশ্বর এক্ষণে কত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন; কার জন্য? আমার জন্য, এ পাপীয়সীর জন্য! হায়! প্রাণনাথ! কি জন্যই বা দুর্দ্দান্ত যবনকে বিশ্বাস করিয়া তাহার শিবিরে গিয়াছিলে। রে পাপাত্মা নৃশংস যবন! তোর কি ধর্ম্মভয় নাই; বিশ্বাসঘাতকতা ও পরস্ত্রীর প্রতি লোভ এই কি তোর ধর্ম্ম! দুরাত্মা! তোর নাম লইলেও পাপ রাশিতে কলুষিত হইতে হয়।” এইরূপে পদ্মিনী রোদন করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎকাল পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, “যেরূপেই পারি যবনশিবির হইতে পতির উদ্ধার করিবই করিব।”

তৎপরে পদ্মিনী আলাউদ্দিনকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি স্বয়ং যাইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। তদনন্তর তাঁহার দুই তিন শত সৈন্যকে নারীবেশ ধারণ করিয়া, এক এক শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে যবনশিবিরে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যখন তিনি রাজা ভীমসিংহকে, যবনদুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রস্থান করিবেন, তখন তাহারা আপন আপন শিবিকা হইতে বাহির হইয়া, যবন সৈন্য বিনাশ করিবে। এই বলিয়া তিনি ও তাঁহার সহচরীগণ অশ্বারোহণ করিয়া, যবনশিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহা! সেই সময়ে তাঁহার কি চমৎকার শোভা হইয়াছিল! কিয়ৎকালান্তে যবনশিবিরে উপস্থিত হইলেন। আলাউদ্দিন পদ্মিনীর আগমনসংবাদে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবমান হইলেন। পদ্মিনী আলাউদ্দিনকে দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলেন যে, "যে পর্য্যন্ত আমি মহারাজ ভীমসিংহের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় না হই, সে পর্য্যন্ত আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব। তিনি কোন্ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ আছেন, আমাকে দেখাইয়া দিন।" তদনুসারে আলাউদ্দিন দেখাইয়া দিল। পদ্মিনী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর ধরা-শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরবর্ণ হইয়াছে; আর সে শ্রী নাই, আর সে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল নাই, ক্রন্দন করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়াছে; প্রথম দর্শনে রাজা ভীমসিংহ বলিয়া জানা যায় না। পদ্মিনী তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকাকুলা হইলেন, কিন্তু শোক সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "প্রাণবল্লভ! উঠুন!" রাজা পদ্মিনীকে দেখিয়া, ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইলেন; ও সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত

পদ্মিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মিনী উত্তর করিলেন, "ক্ষান্ত হউন, পরে সমুদয় অবগত হইবেন, এক্ষণে আমার অনুসরণ করুন।" রাজা বলিলেন, "সম্পূর্ণ অক্ষম, কারণ আমার হস্ত পদ লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ।" ইহা শুনিয়া পদ্মিনী মহারাজ ভীমসিংহকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া, দুই জনে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া অশ্বারোহণ করিলেন; ও উভয়েই এত দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলেন যে, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে যবনশিবির হইতে বহির্গত হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসীগণ রাজা ও রাজমহিষীকে আগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। এদিকে আলাউদ্দিন পদ্মিনীর চাতুর্য্য দেখিয়া একান্ত হতাশ হইলেন; তাঁহার সকল আশাই বিফল হইল দেখিয়া, শিবিকাস্থিত ছদ্মবেশী সৈন্যদিগকে পদ্মিনীর সহচরী বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে আদেশ করিলেন। যবনসৈন্যগণ আদেশপ্রাপ্তিমাত্র যেমন শিবিকার দ্বারোন্মোচন করিল, অমনি তন্মধ্যস্থিত ছদ্মবেশী সৈনিকদিগের অস্ত্রাঘাতে হতচেতনা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল, ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল; এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়সৈন্যের অধিকাংশ বিনষ্ট হইল।

ক্রমশঃ—

সূর্য্য।

সৌরজগতে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক আছে, তন্মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বপ্রধান। সূর্য্য সৌরজগতের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছে ও তত্রত্য জীবজন্তুদিগকে পালন করিয়া সুখ ও সচ্ছন্দতা বিধান করিতেছে। সূর্য্য জগতের কেবল চক্ষুঃ স্বরূপ নহে, জগতের প্রাণ স্বরূপ। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সূর্য্য উদয়* হইয়া প্রতিদিন

* বলা বাহুল্য, যে বাস্তবিক সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না। সূর্য্যের প্রাত্যহিক যে উদয়াস্তাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র।

যাবতীয় পদার্থকে যেমন বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া জগতের শোভা সম্পাদন করে, তেমনি আবার তাহার অমৃত স্বরূপ রশ্মি বিকীরণ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রত্যেক প্রাণীর জীবন রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে। বস্তুতঃ সূর্য্যমণ্ডলের তেজঃ, জ্যোতিঃ, আকর্ষণ ও বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতি মাত্রেরই কারণ।

সূর্য্য, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ইত্যাদি গ্রহগণের কেন্দ্রীভূত। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় ৯২ কোটি মাইল (অর্দ্ধক্রোশ) অন্তরে অবস্থিত। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে এই দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। যখন বুধগ্রহ, সূর্য্যের ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন বুধকে সূর্য্যের উপর দিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের ন্যায় গমন করিতে দেখা যায়। সূর্য্যমণ্ডলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইতে যে সময় লাগে তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, সূর্য্যের দূরত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে।

সূর্য্যের ব্যাস প্রায় আট লক্ষ ষাটি হাজার মাইল। ইহা এত বৃহৎ যে তাহার গর্ভ মধ্যে পৃথিবীর তুল্যরূপ বৃহৎ প্রমাণ ১২ লক্ষ জীবলোক প্রবিষ্ট থাকিতে পারে। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে ১২ লক্ষ গুণ বড় হইলেও ঘনত্বে ৩২০,০০০ গুণ বড়। সূর্য্যের কিয়দংশ বাষ্পময়।

দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার ও উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা দেখায়। উক্ত যন্ত্র দ্বারা দেখিলে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই চিহ্নগুলি এইরূপে স্থান পরিবর্ত্তন করে যে, তাহাদিগের গতি হইতে জ্যোতির্বেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী যেমন স্বীয় অক্ষোপরি ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেই প্রকার আপন মেরুদণ্ডের উপর ছাব্বিশ দিনে একবার ঘুরিতেছে। বিজ্ঞানবিদেরা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং তাবৎ গ্রহ উপগ্রহাদি সঙ্গে করিয়া প্রতি ঘণ্টা ১৭,০০০ মাইল, একটী নক্ষত্রের দিকে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে।

সূর্য্যের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গহ্বর আছে, এবং এই গহ্বর সমুহ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ঐ গহ্বরগুলি সর্ব্বদা সমানভাবে থাকে না। কোন কোন সময় সূর্য্যমণ্ডল এক· কালে কুহর শূন্য হইয়া পড়ে, কখন বা বহুকুহরে পরিপূর্ণ হয়, এবং কখন বা কোন এক বৃহৎ গহ্বর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে পরিণত হয়। এই পরিবর্ত্তনে যে ভয়ানক বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহা আমাদের অনুভব শক্তির অতীত। এইরূপ কুহর সমুহের অবস্থান্তর ও রূপান্তর হইয়া থাকে। এক জন সাহেব অনেক বৎসর ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন যে, প্রায় ১১ বৎসর অন্তর কুহর সমুহের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে ঘূর্ণিবায়ুর সংখ্যা ১১ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে বৎসর সূর্য্য-কুহরের সংখ্যা অধিক, সেই বৎসর বাত্যার সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহাও বলা উচিত যে, যেমন পৃথিবীর বিষুব রেখার নিকট ঘুর্ণিবায়ুর অধিক প্রাদুর্ভাব, সূর্য্যমণ্ডলে কুহরের সংখ্যা সূর্য্যের বিষুব রেখার নিকট অধিক। সূর্য্যকুহরের উৎপত্তি ও নাশ যে পৃথিবীর বৈদ্যুতাদিকী শক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ, তাহা এক্ষণে নিশ্চিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী যেমন বায়ুরাশিদ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও সেইরূপ নানাবিধ পদার্থের বাষ্পদ্বারা পরিবৃত। সূর্য্য প্রচণ্ড তেজোময় বলিয়া তাহার গাত্রে কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের গাত্রের উপর সংলগ্ন পদার্থ বিশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ পদার্থ প্রজ্বলিত উদজান বাষ্প। ইহা কিরূপে নিরূপিত হইল তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সূর্য্যমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ উক্ত বাষ্প ঘেরিয়া আছে। সূর্য্যগর্ভে ও সূর্য্যোপরি সতত বিষম বিপ্লব বশতঃ

উহা সময়ে সময়ে অনেক দূর উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উদ্ধত বাষ্পের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, কখন অন্য প্রকার, কখন বা সূর্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লিষ্ট দেখা গিয়াছে। যে ভয়ঙ্কর বলের বেগে উহা উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার সহিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের তুলনা করিলে, উহা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত বাষ্পরাশি সময়ে সময়ে এত ঊর্দ্ধে উঠে যে বারটী পৃথিবী উপর্য্যুপরি রাখিলেও তাহার সমান হয় না। বস্তুতঃ সূর্য্যমণ্ডলে নানাবিধ পদার্থের বাষ্পবাত্যা সতত বহিতেছে। ঐ সকল বাত্যার বেগ এত ভয়ানক যে, পৃথিবীর উপর ঐরূপ বেগবান ঝড় হইলে, বৃক্ষ পর্ব্বত বাটী প্রভৃতির কিছুই চিহ্ন থাকে না। কোন কোন বাত্যার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১২০ মাইল। বস্তুতঃ সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ভে কোন সামান্য পরিবর্ত্তন হইলে যেরূপ ভয়ানক বিপ্লব সূচিত হয়, তাহাতে মুহূর্ত্তমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও কর্ণবিদারক বজ্র-নিনাদ হইতে কোটি কোটি গুণ ভয়ানক কল্লোল সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বদা নির্ঘোষিত হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

শিবচতুর্দ্দশী।

একে চতুর্দ্দশী তাহাতে আবার,
পূরিত রজনী ঘোর অন্ধকার,
দৃষ্টি নাহি চলে দেহ-বসুধার,
চিত্রিত সকলি তিমিরজালে।

তিমিরজালেতে চিত্রিত সকলি—
ভূধর প্রান্তর, তরু বনস্থলী
বিশাল গগন, নক্ষত্রমণ্ডলী,
আঁধার অবধি কুসুমদলে।

আঁধার সুচারু, গৃহ মনোহর,
হর্ম্ম্য অট্টালিকা বিবিধ সুন্দর,
আঁধার সুগন্ধি, কুসুম নিকর,
আঁধার কাননে তরুলতাবর,

আঁধার আজি গো, সকলি আঁধার
আঁধার অবধি অকুল পাথার,
শত শত পোত, হৃদয়ে যাহার,
দিবানিশি হায়, আনন্দে চলে।

আজি এনিশিতে, সকলি আঁধার,
স্বরগ পাতাল, মহী কোন ছার,
ঘেরেছে আঁধার, আজি চারিধার,
কেবল ভূধর, কৈলাস জ্বলে।

জ্বলিছে কেবল কৈলাস-ভূধর,
ত্রিলোকের মাঝে, স্থান মনোহর,
বসি যোগাসনে তথায় শঙ্কর,
বামে মনোরমা পার্ব্বতী লয়ে।

কিসের আনন্দ কৈলাসে এমন,
কেনই নাচিছে ভূতপ্রেতগণ ?
দিয়া করতালি, শিব শিব বলি,
কেনই নাচিছে দৈবতামণ্ডলী,
কেনই সকলে, কুসুম-অঞ্জলি,
দিতেছে শম্ভুর চরণে ফেলে ?

কেনই যতেক, অপ্সরা-কিন্নরী
সহ সুহাসিনী চারু বিদ্যাধরী,
মাতায়ে হৃদয়ে ভাবের লহরী,
উন্মত্ত নাচিয়া, মহেশ গানে ?

কেন পারিজাত চারু পরিমল,
যোগাইছে প্রাণপণে অবিরল,
কেন কৈলাসের, যত বনস্থল
প্রফুল্ল কুসুম, ধরিয়া শিরে ?

কেন মধুকর, আজি নিরন্তর,
গুন গুন করি, ফুলের উপর,
হরিষঅন্তরে, বলিছে শঙ্কর,
মধু না চাহিয়ে, কিসের তরে ?

অহো হো ! মনেতে, পড়েছে এখন
এ নিশা সামান্যা নহেক কখন—
শিব চতুর্দ্দশী, শঙ্করপূজন
প্রশস্ত আজিগে,শৈবের মতে।

কতক্ষণ পরে, কৈলাস শিখরে,
জগৎজননী, প্রফুল্ল অন্তরে,
গললগ্নবাসে, প্রণমি শঙ্করে,
অর্পিলা চরণে, কুসুমদল।

কুসুমনিকর, চরণে অর্পিয়া,
ববম্ ববম্ গাল বাজাইয়া,
আনন্দ শরীরে, স্বয়ম্ভু বলিয়া,
কহিলা অন্নদা, মধুর স্বরে,—

"জয় বিশ্বনাথ অনাদি ঈশ্বর
জয় সর্ব্বরূপ, ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় মৃত্যুঞ্জয়, যোগীন্দ্র শঙ্কর,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে, যে কিছু সুন্দর,
সকলই,নাথ, তোমারি বরে।

"তোমারি বরেতে, এ দেহ সুন্দর,
তোমারি বরেতে, কৈলাস-ভূধর,
তোমারি বরেতে, পিশাচ কিন্নর,
তোমারি বরেতে,ত্রিলোক এই।

"অহে বিশ্বনাথ, বলি একবার,
পুরাও দাসীর, বাসনা অপার,
হৃদয়-বেদনে, করহ নিস্তার,
কহিয়া"শ্রীমুখে, ব্রতের ফল।"

উঠিল পবনে, সে রব গগনে,
হলো প্রতিধ্বনি, গহন-কাননে,
'নিস্তার যোগীন্দ্র, হৃদয়-বেদনে,
কহিয়া শ্রীমুখে, ব্রতের ফল।'

শুনিয়া শঙ্কর, অমনি হাসিয়া,
আরক্ত মুদ্রিত নয়ন মেলিয়া,
কহিলা সতীর দিকেতে চাহিয়া,
"শুন শুন বলি, ব্রতের ফল।

"কি কব প্রেয়সি ! অধিক ইহার,
জাহ্নবী যেমন, সব-তীর্থ-সার,
তেমতি তোমারে, কহি সবিস্তার,
শিবচতুর্দ্দশী, ব্রতের মাঝে।"

শুনিয়া অন্নদা, "জয় শিব" বলি,
করি যোড়কর, দিলা করতালি,
নাচিল যতেক পিশাচ মণ্ডলী,
উঠিল কৈলাসে বিষম রোল।

সে রোলের সনে, দেবতা নিচয়,
নাচিল বিমানে, বলি শিব জয়,
পুরিল পৃথিবী, ত্রিভুবনময়
মহেশের জয় ঘোষণা হলো।

শান্তিপুর। শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী।

২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।] [কার্ত্তিক, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মুল্য .. .. ১॥০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মুল্য .. .. ৵০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মুল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মুল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মুল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মুল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মুল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মুল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান,
মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মুল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২৲ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মুল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

কালী দুর্গারই মূর্ত্তিবিশেষ। দুর্গা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই দুরন্ত অসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেবতারা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা বারম্বার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। দেবতাদিগের অস্ত্র সমুদয় ব্যর্থ হইল, তাঁহারা ক্লান্ত হইলেন; এবং পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, মধুকৈটভবধের সময় যিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, সমুদ্রমন্থনসময়ে যাঁহার বিষময়ী মূর্ত্তির দুর্ব্বিষহ তেজে দেবতা ও অসুর উভয়ই ভীত হইয়াছিল, যিনি অনায়াসে মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা। তখন দেবতারা একত্রিত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠে গিয়া মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক মূর্ত্তি দেবতাদিগের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—"আমার শরীর হইতে এই যে মূর্ত্তি নির্গত হইতেছে, ইনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" দেবতারা আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে মহামায়ার সেই মোহিনীমূর্ত্তি হিমালয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। শুম্ভ নিশুম্ভের দূতেরা আপনাদিগের কালস্বরূপা সেই দেবীকে দেখিয়া মনে করিল, যে আমাদিগের প্রভুর জন্য ইহাকে হরণ করা উচিত। শুম্ভ নিশুম্ভ দূতের মুখে কন্যার বিবরণ শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন, "তাহাকে অবিলম্বে লইয়া আইস।" দূতেরা কন্যাকে শুম্ভ নিশুম্ভের অভিপ্রায় অবগত করিলে তিনি কহিলেন;—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লইয়া যাইবে আমি তাহারই পত্নী হইব।" দূতগণ হাস্য করিয়া কহিল;—"যাহাদিগের প্রতাপে

দেবগণ স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন, তুমি অবলা হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে? যদি সম্মানের সহিত যাইতে ইচ্ছা থাকে, আমাদিগের আজ্ঞামত কার্য্য কর, নচেৎ উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে।" দেবী উত্তর করিলেন;—"কি করি মূঢ়বুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রতিজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করিব।" অহঙ্কারী শুম্ভ নিশুম্ভ স্ত্রীলোকের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাচ্ছল্যবশতঃ স্বয়ং না গিয়া সৈন্যসহ ধূম্রলোচন নামে একজন প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইলেন। ধূম্রলোচন গমনমাত্র তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার সমস্ত সৈন্য নিঃশেষ হইল এবং তিনিও গতায়ু হইলেন। ধূম্রলোচনের বধসংবাদ শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভের মনে কিঞ্চিৎ ভয় বোধ হইল। তখন তাঁহারা বিপুল সৈন্যসহ সর্ব্বপ্রধান দুই সেনাপতি চণ্ডমুণ্ডকে প্রেরণ করিলেন। অসীম সৈন্য লইয়া চণ্ডমুণ্ড দেবীকে ঘোরতর-রূপে আক্রমণ করিলে, ক্রোধে তাঁহার মুখ ক্রমশঃ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্রোধসম্ভূত এক বিকটাকারমূর্ত্তি রণক্ষেত্রে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, জিহ্বা ও দশন অতি ভয়ঙ্কর, গলে নরমুণ্ডমালা, হস্তে অসি, সর্ব্ব অঙ্গেই বধচিহ্ন, যেন মূর্ত্তিময়ী মৃত্যুস্বরূপা। কালস্বরূপা সেই কালী উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত সৈন্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাঁহার হস্তে চণ্ডমুণ্ডের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। চণ্ডমুণ্ড বিনিপাতিত হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গা স্বীয় শরীর হইতে শত শত মূর্ত্তি বাহির করিয়া তাহাদিগের সৈন্য সকল বধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রক্ত-বীজের রক্ত ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সেই রক্ত হইতে রাশি রাশি দৈত্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে কালী স্বীয় লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাদিগের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ফেলিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর শুম্ভ নিশুম্ভও বিনষ্ট হইল। দেবতারা জয়যুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তন্ত্রে আছে, ইহার পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনসময়ে এই ভীষণমূর্ত্তি বিষরূপে উদ্‌ভূত হন। যখন মহাদেব বিষপান করিতে উদ্যত হন, তখন কালস্বরূপা কালী বিষময়ী হইয়া কহেন, "আমাকে পান করা সহজ নহে, তুমি মৃত্যুঞ্জয় হইলেও তোমার মৃত্যু হইবে।" অবশেষে মহাদেব জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সেই বিষ পান করিলেন। এবং তখন বিষময়ী কালীও কহিলেন, "এখন পানে কোন ভয় নাই।"*

পৃথিবীতে এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসনাপ্রথা প্রথমে দেবতারাই সৃষ্টি করেন। এবং এখন যে অবয়বে পূজা হয়, তাহা দেবতাদিগেরই দ্বারা প্রথম নির্ম্মিত। দেবতারা প্রথমে গঙ্গাদ্বারে কালীপূজার আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাহা দৈত্যেরা নষ্ট করিয়া দিল। পরে তাঁহারা সুমেরুর পার্শ্বে চোলহ্রদে† গিয়া কার্ত্তিকমাসের মধ্যরাত্রিতে উপাসনা করিয়া প্রাতঃকালেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন। তদনুসারে মধ্যরাত্রিতে পূজা ও প্রাতঃকালে বিসর্জ্জনের নিয়ম হইয়াছে‡।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়ায় কালীর দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি বিস্তর রূপভেদ আছে। দশমহাবিদ্যাও কালীর রূপভেদমাত্র। চামুণ্ডাতন্ত্রমতে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমা, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা। কাল-

* মাভুঙ্ক মাভুঙ্ক মাভুঙ্ক বিষমাহিতম্।
অবশ্যমেব মৃত্যুঃ স্যাৎ যদি মৃত্যুঞ্জয়োভবেৎ॥" ইত্যাদি

† কালরাত্রিদিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।
মেরোঃ পশ্চিমকূলেতু চোলনাখ্য হ্রদে মহান্॥

‡ দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌ নৈবচ নৈবচ।
সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রী বিবর্জ্জিতা॥
বিসর্জ্জনপক্ষে—
প্রাতঃকালে পুণ্যতোয়ে স্থাপয়েদরিনাশিনীম্।

রাত্রি, দিব্যরাত্রি, তাররাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণরাত্রি, ক্রোধরাত্রি, বীররাত্রি ও ঘোররাত্রি এই দশ রাত্রির সহিত দশ মহাবিদ্যার উৎপত্তির সহিত সম্বন্ধ আছে। মাঘ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী মঙ্গলবারে বীররাত্রি, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ঘোররাত্রি, রোহিণীযুক্তা ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে মোহরাত্রি, চৈত্রের শুক্লনবমীতে ক্রোধরাত্রি, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় কালরাত্রি, বৈশাখ মাসের রোহিণীযুক্তা শুক্লা তৃতীয়ায় দারুণরাত্রি, চৈত্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীযুক্ত সংক্রান্তিতে সিদ্ধরাত্রি, গ্রহণাদিযুক্ত মঙ্গলবার অমাবস্যায় তাররাত্রি, জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা দশমী শুক্রবারে দিব্যরাত্রি ও শুক্রবারযুক্ত ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশীতে মহারাত্রি হয়। কৃষ্ণজন্মকালে রাত্রিতে বিন্ধ্যবাসিনী আবির্ভূতা হন। তিনি বিন্ধ্যাচলে আশ্রয় গ্রহণ করাতে তাঁহার নাম বিন্ধ্যবাসিনী হইয়াছে। এইরূপ কালীমূর্ত্তির কার্য্যভেদে বিস্তরপ্রকার ভেদ আছে। আমরা যে মূর্ত্তির উপাসনা করি তাহাকে দক্ষিণকালিকা কহে, এবং কার্ত্তিকের মধ্যরাত্রিতে দেবতারা এই মূর্ত্তির উপাসনা করেন।

দেবতাদের পূজাপ্রচারের পর পীঠে পীঠে কালীর উপাসনা হইত। দক্ষগৃহে সতী প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার খণ্ডিত দেহ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে তাহাকেই পীঠ কহে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে শিব ও বিষ্ণুমন্দিরের ন্যায় কালীর মন্দিরও ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল মন্দিরের উল্লেখ আছে। কিছুকাল পরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের হীনাবস্থা হইয়াছিল। পরে কালীর ঘোর তান্ত্রিকসম্প্রদায় বহির্গত হইয়া বিস্তর বৌদ্ধকে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিল। এই সময়াবধি সাধকেরা অতি গোপনে সম্প্রদায়-অনুযায়িক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যরাত্রিতে পূজা ও প্রাতঃকালে বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের নিগূঢ়চক্রে প্রবেশ করিয়া অনেক লোক শাক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সাধকদিগের পীঠব্যতীত অপর কোন স্থানে কালীপূজা

হইত না। পরে শান্তিপুরের শোভাকরদিগের বাটীতে প্রথমে কালীপূজা হইল। তৎপরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমকালীন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীপূজার প্রথা প্রচলিত করিলেন। তদবধি পূজা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া এখন বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া পার্ব্বতীর নাম কালী হয়।* নারদপঞ্চরাত্রে আছে যে, হিমালয়গৃহে দুর্গা কালীনামে বিখ্যাতা† হন। কালীপুরাণে আছে যে, পার্ব্বতীর বর্ণ পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিল; মহাদেব বারম্বার কালী কালী বলিয়া আহ্বান করাতে তিনি গৌরবর্ণা হন।‡ ফলতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইতে যে পার্ব্বতীর কালীমূর্ত্তির নাম কালী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। শ্যামা ও কালী উভয়ই কৃষ্ণবর্ণবাচক। কালীর অপরাপর নাম নানাকার্য্য সম্পাদন করাতে নানারূপ হইয়াছে।

কালীমূর্ত্তির প্রতি অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, যুদ্ধে হতাশ ব্যক্তিগণের প্রতি সাহস প্রদানার্থই এই মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কালধর্ম্মে সংসারের যাবৎ জীবই লয় পাইতেছে, তখন মৃত্যুভয়ে রণে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। শুক্রাচার্য্য পলায়মান বীরগণকে কহিয়াছিলেন, "যদি পলাইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাও তবে পলায়ন কর; আর যদি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে হে বীরগণ পলায়ন করিও না। মৃত্যুযন্ত্রণা একবার বই হয় না, এবং এককালে সকলকেই সহ্য করিতে হইবে, তবে শয্যায় পতিত হইয়া মলমূত্রাক্ত হইয়া দীনের ন্যায় মরণ

* তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥

† অনুগৃহ্য চ মেনায়াং যাতা তস্যান্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

‡ এতদ্রূপমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং।
যস্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্বয়ৎ॥

অপেক্ষা বীরের মরণ সমধিক প্রশংসনীয়। কাল মুখ বিস্তার করিয়া আছে, যত দিন যাইতেছে তোমরা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছ। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবে কেন বিমল যশ মলিন কর। কাহার জন্য হতাশ হইতেছ? জীবন থাকিবার নয়, যুদ্ধে অগ্রসর হও, জয়লাভ হইবে।” কালী কালের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা। বদন সর্ব্বদাই ভীষণ, গলে নরকপালমালা, এক হস্তে খড়্গ উত্তোলিত, অপর হস্তে সদ্যছিন্নমুণ্ড, চতুর্দ্দিকে শিবাগণ চীৎকার করিতেছে, এবং তিনি শ্মশানভূমিতে অবস্থিতা রহিয়াছেন। কালের নাশকারী এইরূপ ঘোরমূর্ত্তি। অথচ এই কালেই জীব উদ্ভূত ও প্রতিপালিত হয়। কালীর রীতিমত মূর্ত্তি বীরমতাবলম্বীরা মহানিশায় শ্মশানে নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। প্রচলিত মূর্ত্তি রীতিমত মূর্ত্তি নহে। আমাদিগের বঙ্গমহিলা মহিলাদিগের পাঠ্য, এজন্য তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কালী শিবের বক্ষঃস্থলে আরূঢ় হওয়াতে সৃষ্টিকার্য্য প্রকাশ পাইতেছে এবং চারিহস্তের মধ্যে এক হস্তে অভয়দান এবং অপর হস্তে বরদান করিতে উদ্যত হওয়াতে পালনের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কালরূপা কালীর নাশের ভাবই দেদীপ্যমান। কালীর প্রত্যেক বিষয়ই নাশপ্রকাশকারী এবং তিনি একাকী শ্মশানভূমিতে শৃগাল ও ডাকিনী যোগিনীসহ রক্ত, মদ্য ও বধকার্য্য লইয়া অমাবস্যার মধ্যনিশায় ক্রীড়া করিতেছেন। কাল সর্ব্বদাই নাশে রত, তাহার হস্ত হইতে জীবের কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে কে পরাজিত হইয়া দুঃখে জীবন যাপন করিবার জন্য রণ হইতে বিরত হয়। দেবতারা এই কালীর সাহায্যে জয়লাভ করেন।

গৃহস্থাশ্রমী সাধারণ ব্যক্তিদিগের হিতার্থ অতি উত্তম সময়ে কালীপূজার পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস অতি ভয়ঙ্কর সময়। এই সময়েই অধিকাংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। কার্ত্তিক মাস নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া শাস্ত্রে যমদন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গ্রীষ্ম ও শীত এই উভয় ঋতু এই মাসে পরিবর্ত্তিত হয়।

বর্ষার ভয়ানক বৃষ্টিতে যে সকল জল ভূমিতে প্রবেশ করে, তাহার বিষময় ফল এই সময়ে আরব্ধ হয়। বৃক্ষপত্রাদি পঁচাতে অপকৃষ্ট বাষ্পে বায়ু পূরিত থাকে। পুষ্করিণী ও নদীর জল সকল ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে অতি দুর্গন্ধ বাষ্প উঠিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করে। ধান্যক্ষেত্র ও সামান্য বিলখালের মৎস্য শম্বূকাদি পচিয়া উঠে। পদ্মপত্রাদি পচিয়া জলাশয়ের জল দূষিত হয়। শরৎকালে পতিত পত্রাদি ও বর্ষাকালজ জঙ্গল সকল শুষ্ক হইতে থাকে। ফলতঃ, কার্ত্তিক মাসে কি জল কি স্থল কি বায়ু সকলই অপরিষ্কৃত, ও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের শারীরিক ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়াতে মৃত্যুর অত্যন্ত সম্ভাবনা হয়। নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি জন্মিয়া বিলক্ষণ বিরক্তজনক হয়। সামান্য কথাতেও স্ত্রীলোকেরা কহিয়া থাকে ——

"কার্ত্তিকের সাত, আগোনের আট,
ভাতার পুত সাবধানে রাখ।"

অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের ৭ই অবধি অগ্রহায়ণের আটদিন পর্য্যন্ত স্বামী ও পুত্রদিগকে অতি সাবধানে রাখিবে। শাস্ত্রকারেরা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্নান, ভোজন ও আহারবিহারাদির অতি কঠিন কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। বর্ষাকালে গৃহের বাহির হইতে না পারাতে গৃহমধ্যে যে সকল জঞ্জাল থাকে, কার্ত্তিক মাসে সেই গুলি গৃহ হইতে বাহির করিয়া গৃহের অলক্ষ্মী বাহির করিতে হয়। এবং বাসগৃহ ধূপ ধুনা চন্দন পুষ্পাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া লক্ষ্মী-পূজা করিতে হয়। বিষময় বাষ্প ও কীট পতঙ্গাদি দগ্ধ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা প্রতিদিন রাত্রিকালে আকাশ, বাসগৃহ, চতুষ্পথ, চত্বর, চৈত্যের বৃক্ষের তল, দেবালয় প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে আলোক প্রদান করিতে লিখিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়ই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত কীট জন্মিবার চরম দিন। এই জন্য ঐ দিনে অতি ভয়ঙ্কররূপ উল্কা প্রজ্জ্বলিত করিবার বিধি আছে। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কালরূপা কালীর মূর্ত্তি হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক

থাকিলে লোকে সাবধান হইতে পারে। কালীপূজার পূর্ব্বদিনস্থ চতুর্দ্দশীর নাম ভূতচতুর্দ্দশী এবং কালীপূজার রাত্রির নাম কালরাত্রি* অর্থাৎ মৃত্যুস্বরূপ রাত্রি। ক্রমশঃ।

স্বপ্ন-শক্তি।

১

গভীর—গভীরতর ক্রমশঃ যামিনী;
ক্রমশঃ বিস্মৃতি-জলে জগত ডুবিল;
চলিল চেতনা-দেবী ত্যজিয়া মেদিনী;
নিশ্বাস প্রশ্বাস শুধু জাগিয়া রহিল।
মোহন মন্ত্রেতে নিদ্রা এক, এক করি,
বাহ্য জ্ঞান লইলেন করিয়া হরণ;
সময় পাইয়া স্বপ্ন বহু রূপ ধরি,
করিতে লাগিল কত কাণ্ড প্রদর্শন;—
জাগ্রতে অচিন্ত্য কত অদ্ভুত ঘটনা
ঘটিছে ঘুমেতে—সবি স্বপন-ছলনা।

২

স্বপ্নের অপূর্ব্ব শক্তি—বিচিত্র কৌশল;
জানি না তা কি—কাজে বুঝিব কেমনে?
কভু যে বুঝিব, হায়, তাও রে বিফল;
স্বপ্নের কৌশল-শক্তি স্বপনই জানে।
এইমাত্র বুঝি শুধু—পাগলের প্রায়
আগা নাই—গোড়া নাই—এলোমেলো ক'রে,
যুগের ঘটনাচয় ক্ষণেকে ঘটায়;
মানবের চিত্ত লয়ে স্বেচ্ছায় বিচরে।
তবে না কি নর-মন কারো বশ নয়?
এই যে স্বপন তারে নিজবশে লয়।

* দীপোৎসব চতুর্দ্দশ্যামমায়া যোগ এবচ।
কালরাত্রি-র্মহেশানি তারা কালী প্রিয়ঙ্করী॥

৩

স্বপন! অসাধ্য কর্ম্ম করিতে সাধন
তোমা ছাড়া কার শক্তি?—সর্ব্বশক্তিময়
তুমিই জগতীতলে—কে আছে তেমন?
আমার বিচারে কেহ তব তুল্য নয়।
কে পারে হতাশে আশা করিতে প্রদান?
কেবা পারে বিরহীর বিরহ হরিতে?
কে করে দারুণ শোকে সুখের বিধান?
কে পারে দরিদ্রে ক্ষণে কুবের করিতে?
অনায়াসে কে বিতরে আশাতীত ধন?
কেহ নয়—কার সাধ্য?—তুমিই স্বপন।

৪

জীবন-সর্ব্বস্ব পতি, এহেন পতিরে
যে অভাগী ভাগ্য-দোষে বিধি-বিড়ম্বনে—
হারাইয়া চিরতরে, ভাসে নেত্র-নীরে,
অহর্নিশ পুড়ে মরে বৈধব্য-দহনে!
হেন পতি-হীনা নারী প্রসাদে কাহার
(নিদ্রার জগতে পশি) মৃত প্রাণনাথে
জীবন্ত সম্মুখে হেরে? ঘুচায়ে আঁধার,
কে দেয় হারাণ শশী আনি তার হাতে?
তুমিই সে, হে স্বপন! আর কেহ নয়,
যদিও অলীক, তবু দুঃখ কর লয়।

৫

সন্তানের সুমঙ্গল করিতে বর্দ্ধন,
দেবতা-সম্মুখে নিজ বক্ষ বিদারিয়া,
শোণিত বাহির করি, হয়ে একমন,
পূজে মাতা দেব-পদ, যন্ত্রণা সহিয়া।

কিন্তু যবে অভাগীর অঞ্চলের ধন
চুরি করে কাল-চোরে, দেবতা কি আর
নিবারিতে পারে তার অশ্রু বরিষণ ?
কিসের দেবতা ?—শক্তি কি আছে তাহার ?
তুমিই দেবতা, স্বপ্ন, তোমারি কৃপায়
নিদ্রাকালে কাঙ্গালিনী হৃত ধনে পায়।

৬

ঐ যে সম্মুখ গ্রামে কৃষকের দল
ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া ভূমির উপরে,
নিদ্রার কোমল কোলে করিছে শীতল
দৈনন্দিন পরিশ্রম, সুখিত অন্তরে।
হয় ত, তা হ'তে সুখ তুমি, হে স্বপন,
অনায়াসে এ সবারে করিছ প্রদান;
ছিন্ন কন্থা সরাইয়া রাজসিংহাসন
সম্মুখে রাখিয়া, বৃদ্ধি করিছ সম্মান।
যাহাদের শির দগ্ধ দিনের বেলায়
রবি-করে,—এবে ঢাকা সোণার ছাতায়।

৭

হয় ত, এদের মাঝে কোন একজন
বিনা দোষে—অবিচারে দিনের বেলায়
কালান্তক ভূস্বামীর সহিয়া পীড়ন,
কাঁদিয়াছে কত—এবে পতিত কন্থায়!
দরিদ্র কৃষক, হায়! ধন-বল নাই,
ভূস্বামীর প্রতি হিংসা করিবে কেমনে ?
কিন্তু সে এখন দিয়া তোমার দোহাই
নিপীড়িছে ভূস্বামীরে ভীষণ শাসনে;
কৃষক ভূস্বামী এবে;—ভূস্বামী কৃষক।
মন্দ নয়, হে স্বপন, এ তব কুহক।

৮

আবার ভূপতি কত তোমার ছলনে
মুহূর্ত্তে হারায়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য অপার,
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে, কৌপীন পিন্ধনে ;
একেবারে দীপ্তালোকে ঘোর অন্ধকার,
চলিলে লাগিবে পদে কঠিন ভূতল,
এই ভয়ে গাড়ী ঘোড়া যাদের চরণ।
হায় রে, স্বপন, তব অদ্ভুত কৌশল,
নগ্নপদে এবে তারা করিছে ভ্রমণ !
অরুচি যাদের হ'ত নবনী ভোজনে ;
উদর পূরিছে তারা তণ্ডুল চর্ব্বণে !

৯

কি হেতু এরূপ কর জানিতে বাসনা,
কহ, হে স্বপন, মোর মিনতি তোমায় ;
যাদিগে প্রাণের ভয়ে অযুত রসনা
'দরিদ্র' বলিতে নারে—কেঁপে উঠে কায় !
এ হেন ভূপালগণে তুমি অনায়াসে,
আপনার দর্পভরে ভিখারী সাজাও ;
রাজ-পরিচ্ছদ খুলে, ছিন্নভিন্ন বাসে,
প্রাসাদ হইতে পথে দূর ক'রে দাও !
কি হেতু? আছে কি কিছু নিগূঢ় কারণ ?
'দারিদ্র্য' যে কি, তাই করাও স্মরণ ?

১০

বিষম মায়াবী তুমি, তোমার মায়ায়
'আশ্চর্য্য প্রদীপ' কত—কত 'আলাদিন'
সৃষ্ট হয় নিদ্রাকালে ক্ষণেক নিদ্রায় ;
ঘটে না জীবনে যাহা, আয়ু যতদিন।
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যার দিনান্তে যোটে না,

সেও কল্পতরু হয়ে রতন বিলায়!
তৃণশয্যা ভাগ্যে যার ভুলেও ঘটে না,
সেও স্বর্ণ খাটে শুয়ে শরীর জুড়ায়!
দন্তে তৃণ লয়ে যেও পায় না চাকুরী,
সেও রাখে শত দাস! স্বপন-চাতুরী!

১১

স্বাধীনতাদায়ী স্বপ্ন, কারার মাঝারে
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাবত জীবন,
কারাবাস ক্লেশরূপ অকুল পাথারে
কি দিবায় কি নিশায় মগ্ন যেই জন;
তুমি তারে স্বাধীনতা করিয়া প্রদান,
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল খোল কারাদ্বার।
যথা ইচ্ছা, সেইখানে করে সে প্রস্থান,
মুক্তিলাভ ভাগ্যে তার প্রসাদে তোমার।
উপায়বিহীন কারাবাসীর উপায়
একমাত্র, স্বপ্ন, তুমি—সাবাস্ তোমায়!

১২

কল্পনার সহ তব করি না তুলনা,
যেহেতু কল্পনা চেয়ে তুমি শক্তিময়।
কল্পনা যা করে, তাহা জানে সে চেতনা;
বাঁধো-বাঁধো-ভাঙ্গো-ভাঙ্গো সবি বোধ হয়।
অচেতন অবস্থায় ক্ষমতা তোমার
চাক্ষুষ ঘটনা কত অনাসে ঘটায়;
আমি জানি—জানে আর মানস আমার
আর জানে সেই জন, দেখাও যাহায়।
কল্পনা সতর্ক আর চির জাগরিত;
কিন্তু তুমি উনমাদী, জাগিয়া নিদ্রিত।

১৩

কখন নিদ্রিত জনে সুখ-শয্যা হতে,
মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করি, পাঠাও কাননে;
কখন সহসা লয়ে দ্রুতগামী স্রোতে
ভাসাইয়া দাও; কভু উঠাও গগনে!
হাজার সাহসী হোক্, তবুও তাহায়
(মনে যদি কর) পার ভয় দেখাইতে;
যতদূর ভীরু হোক্, তবু সে জনায়
সিংহের সম্মুখে পার নির্ভয়ে রাখিতে!
নিজে যা না পারে কেহ, প্রসাদে তোমার
অনাসে সাধন করে বিচিত্র ব্যাপার।

১৪

বাক্যভাষী বুদ্ধিমানে পুতুলের মত
লইয়া খেলাও সুখে ইচ্ছা অনুসারে;
নিদ্রা শেষে যবে সেই হয় জাগরিত,
তোমার যতেক খেলা প্রকাশিতে পারে।
কিন্তু, হে স্বপন, মিনতি তোমায়,
সদ্যোজাত, বাক্যহীন, জ্ঞানবিরহিত
শিশুরে কি প্রদর্শন কর সে নিদ্রায়,
কখন রোদিত শিশু—কখন হসিত;
কি দেখে সে—কি ভাবে সে—কেনই বা হাসে
কেন বা নিদ্রার ঘোরে চমকে তরাসে?

১৫

তাহাই জানিতে চাই; তাহাই জানিতে,
বহুদিন হতে আশা হতেছে বর্দ্ধিত;
শুধুই বাড়িল আশা মানস-ভূমিতে;
আজো না ফলিল ফল হ'ল বিফলিত!
গৌতম, কণাদ, মিল্, কোম্‌ৎ, হামিল্টন্

ইত্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতনিচয়
নারিল বাসনা মোর করিতে পুরণ।
কিসের দর্শনবিৎ?—বাজে কথা কয়!
নিদ্রিত শিশুর সহ তোমার ঘটন
যে বলিবে—মোর মতে বিজ্ঞ সেই জন।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আহারের অব্যবহিত পরে নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। নিদ্রাবস্থায় শারীরিক ক্রিয়া সকল স্বভাবতঃ শিথিল থাকাতে পরিপাক কার্য্য যথা নিয়মে সমাধা হয় না। এবং এই অপাকদোষ জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে ও কুস্বপ্ন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত রাত্রিকালের আহার সন্ধ্যার সময় করিলেই ভাল হয়, তাহা হইলে নিদ্রা যাইবার পুর্ব্বে সে আহার প্রায় জীর্ণ হইয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল আহারীয় দ্রব্য সচরাচর এতদ্দেশে প্রচলিত আছে তাহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

উদ্ভিজ্জ-বলকারক দ্রব্যাদি যথা—চাল, গোম, কলাই, শস্য এবং প্রাণিজ-বলকারক দ্রব্য যথা—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদির বিষয় পূর্ব্বে একরূপ বলা হইয়াছে। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি যথা তরকারী, শাক, ফল, মুল ইত্যাদি পশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

তরকারী।—ইহা নানা প্রকার, যথা গোলআলু, রাঙ্গাআলু, চুপড়ীআলু, পটোল, বেগুণ, কাঁচকলা, মানকচু, গুড়িকচু, ওল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, ঢ্যাঁড়স, লাউ, দেশী ও বিলাতী কুমড়া, ধুতুল, শসা, কাঁকুড়, শিম, কাঁচাপেপিয়া, মোচা, থোড়, এচোড়, কাঁটালবীচী, ডুম্বুর, মুলা, সালগাম, ওলকপি, গাজর, কোঁড়োক, মাদার, চাল্‌তা, তেঁতুল, কলাইসুটি, বরবটিসুটি, সজিনাখাড়া, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে গোলআলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা পুষ্টিকর

এবং বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। মানকচু, ওল, পেপিয়া, সারক এবং অর্শ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। উচ্ছে, মোচা, ডুমুর, মুলা পিত্তনাশক। লাউ, কুমড়া, শসা, এচোড় ইত্যাদি কচি অবস্থায় উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু পাকা ও আধসিদ্ধ হইলে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। তরকারীর হরিদাংশ অর্থাৎ খোসা কখনই পরিপাক হয় না, এ নিমিত্ত পটল প্রভৃতির খোসা ও পাকাবীচী পরিত্যাগ করা উচিত।

শাক।—ইহাও নানাপ্রকার, যথা পালম, বীটপালম, চুকো-পালম, চাঁপানটে, ডেঙ্গোনটে, কন্‌কানোটে, সুল্‌পো, গিমে, সুস্‌নী, পল্‌তা, কল্‌মী, হিংচা, কচুশাক, সজিনা, লাউ, কুমড়া, শসা ও কাঁকুড়শাক, পুঁই, পাট, বেতো, কলাইসুটী-শাক, তেউড়েশাক, মুলাশাক, সরিষাশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ক্ষুদে ও বড় ননি, সাঞ্চেশাক, গাঁদালপাতা, পুদিনাশাক, ইত্যাদি। শাক আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে থাকা আবশ্যক, কিন্তু উহার রস খাইয়া শিটা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তিক্তরসবিশিষ্ট শাক সকল বিশেষ উপকারী। হিংচা ও পল্‌তা পিত্তনাশক।

ফল।—আমাদের দেশে যত প্রকার ফল আছে বোধ হয় এত প্রকার কোন দেশে নাই। ইহার মধ্যে কয়েক প্রকার ফল অতি সুস্বাদ ও মনোহর এবং তাহাদের তুল্য ফল বোধ হয় অন্য কোন দেশেই পাওয়া যায় না। আম্র, দাড়িম্ব, লিচু, গোলাপজাম, কালজাম, আতা, আনারস, পেয়ারা, রম্ভা, কমলালেবু, পেপিয়া, নারিকেল, কাঁটাল, ইক্ষু, তরমুজ, ফুটি, বেল ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট ফলের মধ্যে গণ্য। আর আর অনেক প্রকার ফল আছে, যথা, টোপা ও নারিকেলী কুল, কাঁকুড়, নোনা, তুঁত, শসা, পানিফল, কেসুর, জামরুল, কত্‌বেল, তালশাঁস, তাল, বাতাবিলেবু, পাতি ও কাগজি প্রভৃতি লেবু, খেজুর, পিচ, সপেটা, গাব, শাঁকআলু, টেপারি, পাতবাদাম, আমড়া ইত্যাদি। এই সকল দেশীয় ফল ভিন্ন আমরা আর কতকগুলি বিদেশীয় উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া

থাকি, যথা ম্যাঙ্গষ্টিন, আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, আক্‌রোট, খোবানি, ছোয়ারা, কিশ্‌মিশ্‌, মনক্কা ইত্যাদি।

ফলমাত্রেই প্রায় কিছু না কিছু সারক; আম্র, কাঁটাল, পেঁপিয়া, নারিকেল, ফুটি; পেয়ারা, ইক্ষু ইত্যাদি বিলক্ষণ সারক। ফল সুপক্ক হইলে খাওয়া কর্ত্তব্য এবং যে সকল ফল কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহার রস খাইয়া শিটা ত্যাগ করা উচিত, যেমন পেয়ারা, কুল, জামরুল, শাঁকআলু ইত্যাদি। জ্বরকালীন দাড়িম আনারস, কচি-নারিকেল, ইক্ষু, কাঁচাপেয়ারা, কচিশসা, পানিফল কেশুর, শাঁকআলু ইত্যাদি কয়েকপ্রকার ঠাণ্ডা ফল বড় মুখ-রোচক এবং অল্প পরিমাণে শিটা ত্যাগ করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ অপকারক নহে। বেল উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারী। বাদাম পেস্তা আক্‌রোট ইত্যাদি তৈলময় ফল সকল পুষ্টিকর, কিন্তু অধিক খাইলে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

ইক্ষু ও খেজুর গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়, এবং এই গুড় পরিষ্কার করিলে চিনি হয়। এই চিনির রস করিয়া মিছিরি প্রস্তুত হয়। চিনি দ্বারা আমরা নানাবিধ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকি। ছানা, নারিকেল ও ক্ষীরের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সন্দেশ, মনোহরা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, বরফি প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। ঘৃতপক্ক নানাবিধ সামগ্রী চিনির সংযোগে সুস্বাদযুক্ত হয়। মিষ্টান্ন অতি মুখপ্রিয় কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে উদরাময়, অজীর্ণ, অম্ল, কৃমি ইত্যাদি রোগ জন্মে। মধু আর একটী মিষ্টদ্রব্য। ইহা মৌমাছির চাক হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। টাট্‌কা মধু অতি মুখপ্রিয় এবং অল্প পরিমাণে খাইলে উপকারও আছে। মিষ্টদ্রব্যের দ্বারা আমাদের শরীরের তাপ উদ্ভাবন হয়। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক মিষ্ট সহ্য হয়। চিনি সহজে পরিপাক হয়, বালকেরা গুড় খাইতে বিশেষ ভালবাসে এবং মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়াও কর্ত্তব্য।

জলপান।—চাল বা ধান ভাজিয়া কয়েকপ্রকার জলপান প্রস্তুত হয়। মুড়িরচাল ভাজিয়া মুড়ি হয়। ধান ভাজিয়া খই হয়, এবং এই খই গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুঁড়কি হয়। ধান সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকিতে কুটিলে চিড়া হয়। মটর, ছোলা, কলাই ভাজিয়া মটরভাজা ছোলাভাজা ও ফুটকলাই হয়। ছোলা হইতেই চানাচুর প্রস্তুত হয়। মুড়ি, খই ও ভাজাচিড়া অতি লঘু। মুড়কি ও কাঁচাচিড়া তত সহজে পরিপাক হয় না। ভাজামাত্রেই সহজে জীর্ণ হয় না।

চালের গুড়ি, কলাইয়ের দাল, নারিকেলকুরা, ছানা, গুড় প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পিষ্টক আমরা প্রস্তুত করি তাহা প্রায় পীড়াদায়ক, তবে সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে ক্ষতি নাই।

দুগ্ধ আমাদিগের একটী প্রধান খাদ্য এবং সকল খাদ্যের আদর্শস্বরূপ। দুগ্ধ এক বা দুই বলক জ্বাল দিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য, অধিক জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিয়া খাইলে উহার গুণ অন্যপ্রকার হয় এবং অধিক খাইলে পীড়াদায়কও হইয়া পড়ে। দুগ্ধ সারক ও গুরুপাক এবং ভাত অপেক্ষা অধিককালে জীর্ণ হয়। পরিমাণমত না খাইলে ভেদক হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা দুইটী গুরুপাক দ্রব্য দুগ্ধ ও মাংস একত্রে খাইতে নিষেধ করেন। দুগ্ধ হইতে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে ঘৃত সর্ব্বপ্রধান এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতপক্ক দ্রব্য যেমন সুস্বাদ তেমনি পুষ্টিকর। মাখন সুস্বাদ এবং ঘৃত অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়। ছানা গুরুপাক। ঘোল সহজেই পরিপাক হয়। দধি পুষ্টিকর এবং চিনির সহিত মিশ্রিত হইলে অতি সুস্বাদ হয়। দধিতে অম্লরস থাকায় উহা অধিক খাইলে পীড়াদায়ক হয়।

সাগুদানা, আরারুট, যবমণ্ড, অন্নমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য সকল অতি লঘু এবং পীড়িত অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

আমাদের দেশে নানাপ্রকার মোরব্বা ও চাটনি ব্যবহার হইয়া থাকে। আম্র, লেবু, বেল, আমলকি, আনারস প্রভৃতি ফলের

মোরব্বা বিশেষ উপকারী ও মুখরোচক। ইহা অল্পপরিমাণে ব্যবহার করিলে অরুচি নিবারণ হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

চাট্‌নিও নানা প্রকার। লবণাক্ত, টক, তৈলাক্ত, মিষ্ট, সৌগন্ধ-জনক, ও ঝাল। ইহারা পাকযন্ত্র উত্তেজিত করিয়া পাককার্য্যের সহায়তা প্রদান করে।

কতকগুলি সচরাচর আহারীয় দ্রব্য কত সময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য।		পরিপাক সময়।	দ্রব্য।		পারিপাক সময়।
ভাত	...	১ ঘণ্টা	ডিম্ব সিদ্ধ	...	৩। ৩০
সাগু	...	১। ৪৫	মাতৃ-স্তন্য দুগ্ধ	...	২
গোলআলু সিদ্ধ ...		৩। ৩০	গাভিদুগ্ধ সিদ্ধ ...		২
ঐ ভাজা বা পোড়া		২। ৩০	ঘৃত ...	..	৩। ৩০
রুটি (ময়দা)	...	৩। ৩০	মাংস ...	...	৩। ৩০
ডিম্ব কাঁচা	...	২	মাংসের ঝোল	...	৩

কলিকাতার লোকসংখ্যা।

দেশমাত্রেরই লোকসংখ্যার তালিকা থাকা আবশ্যক। লোক-সংখ্যা না জানিতে পারিলে শাসনপ্রণালী নিয়মপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। কোন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কিম্বা সংক্রামক জ্বর বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার নিবারণচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে সেই দেশের লোকসংখ্যা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে, নচেৎ কত পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য বা ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা স্থির করা অসম্ভব। দেশের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ইহা না জানিলে চলে না। এই নিমিত্ত সভ্যজাতিমাত্রেই মধ্যে মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

বিগত ৬ই এপ্রেল রাত্রিযোগে কলিকাতার লোকগণনা করা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে দুইবার ঐরূপ গণনা করা হয়। কত লোক প্রতি বৎসর মরিতেছে, ও কত জন্মিতেছে, এবং সহরে কত নূতন নূতন লোক আসিয়া বাস করিতেছে ইত্যাদি জানিতে হইলে

একবার লোকসংখ্যা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। সময়ে সময়ে ঐরূপ করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান সনের ৬ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার লোকগণনায় যে যে কথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা লেখা যাইতেছে।

প্রথম। কলিকাতা দীর্ঘে ৪৷৷০ মাইল (২৷০ ক্রোশ) এবং প্রস্থে ১৷৷০ মাইল (তিন পোয়া)। ইহার পশ্চিমে গঙ্গা (হুগলী নদী) ও দক্ষিণ পশ্চিমে গড়ের মাঠ। উত্তর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে, চিৎপুর, কাশীপুর, উল্টডাঙ্গা, গড়পার, নারিকেলডাঙ্গা, শিয়ালদা, ইটালী, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, আলিপুর ও খিদিরপুর।

দ্বিতীয়। এই মহানগরীতে কত লোক রাত্রিতে বাস করে? ইহাতে স্থির হইয়াছে, যে—

নিজসহরে	...	...	৪০৯,০৩৬
কেল্লায়	...	...	২৮০৩
বন্দরে	...	...	১৭৬৯৬
			৪২৯,৫৩৫

তৃতীয়। কলিকাতার বাটীর সংখ্যা কত?

এক তোলা,	দুই তোলা,	তিন তোলা,	চার তোলা,	পাঁচ তোলা
৭,০৩৭	৮,৬৩৬	১,১৪৭	৩৪	২

দুই তোলা খোলার ঘর,	এক তোলা,	সর্ব্বশুদ্ধ।
১১২০	২১,৭৪০	৩৯,৭৫৬।

সহরে ৪০৯,০৩৬ লোকের মধ্যে ১৮৭,৩০৩ ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীতে বাস করে।

চতুর্থ। সহরে কতপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে, তাহাদের সংখ্যাই বা কত?

হিন্দু,	মুসলমান,	খৃষ্টান	অন্যান্যধর্ম্মাবলম্বী	সর্ব্বশুদ্ধ।
২৭৮,২২৪	১২৩,৫৫৬	২৩,৮৮৫	৩৮৭০	৪২৯,৫৩৫

হিন্দুদিগের মধ্যে——

ব্রাহ্মণ,	কায়স্থ,	বণিকৃজাতীয়,	গয়লা,	কৃষিব্যবসায়ী
৩৩,৯১৪,	৩২,০৭৩	২১৮০৪	১৩,২৪০	৩১৯৬৫

বণিক জাতীয়ের মধ্যে সুবর্ণবণিক ১৬,৩৬২, ও কৃষিব্যবসায়ীর মধ্যে কৈবর্ত্ত ১৫,৪১০। এই নগরে বৌদ্ধ ১৮৭৮। ইহুদী ৯৫২। পার্শী ১৫১। ব্রাহ্ম ৪৭৯।

পঞ্চম। নিজ সহরে কত জন পুরুষ ও কত জন স্ত্রীলোক? পুরুষ ২৬২,৪৫৫। স্ত্রীলোক ১৪৬,৫৮১। ১৩ জন মুসলমান ও একজন

হিন্দু-হিজড়া; একজন হিন্দু-নপুংসক এবং একজন মুসলমান-খোজা।

ষষ্ঠ। কোন্ বয়সের লোক কত?

১ হইতে ১০বৎসর।	১০—২০।	২০—৪০।	৪০—৬০।	৬০ ঊর্দ্ধ।
পুরুষ ২৬৩৫৬।	৩৮,৫৯৭।	১৪৯,৪০০।	৫৮,০০৩।	১০,১৫০
স্ত্রীলোক ২৫,৩২৪।	২০৭৫৯।	৫৮৯২৩।	৩১২৩৯	১০,৭৮৪

কলিকাতায় মোট বালক ও বালিকা প্রায় তুল্য।

সপ্তম। কত লোকের জন্মভূমি কলিকাতা?

৪২৯,৫৩৫ লোকের মধ্যে, ১২৯,৬৮৬ মাত্র কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাকি লোক অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়াছে।

অষ্টম। কত লোক বিবাহিত, ও কত অবিবাহিত?

পুরুষের মধ্যে	বিবাহিত	অবিবাহিত	স্ত্রীহীন
	১৮০,৪৭৮	৮৬১৬৬	১৩,৪৭৬
স্ত্রীলোকের মধ্যে	**বিবাহিতা**	**অবিবাহিতা**	**বিধবা**
	৫৮৯৭৭	২৯৩৮০	৫৫৪৮৩

নবম। ১১০,৫৬৫ লোক লিখিতে পড়িতে জানে। ১০০ জন হিন্দু পুরুষের মধ্যে ৪২ জনমাত্র লেখা পড়া জানে। ১০০ জন হিন্দু স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় ৩ জনমাত্র লেখা পড়া জানে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অল্পই হইয়াছে।

দশম। এই নগরে ১৫৮ জন বধির ও মূক। ৬৯৫ জন অন্ধ। ১৩০ জন জড়। ১৮৯ জন পাগল ও ১২৭ জন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত।

বামাগণের রচনা।

আমি কি উন্মাদিনী?

আমার অঙ্গেতে নাহি মাখা ছাই,
গেরুয়া বসন পরিধান নাই,
কেমনেতে তবে "বলিহারি যাই,"
গাইবে সুকবি বীণার সনে?

ভ্রমরেরি হায় গুন্ গুন্ স্বরে,
সুখ নাহি হয় আমার অন্তরে,
বিধি বিড়ম্বনা হৃদয় বিদরে,
কেমনেতে সুখ পাইব মনে?

নাহি কবি আমি—বাম বীণাপাণি,
নাহি মুখে সরে আপনার বাণী;
ভাল মন্দ আমি কিছুই না জানি,
যে হেতু ভারতকামিনী হই।

"গভীর নিনাদে করিয়া ঝঙ্কার,
বাজ রে বাঁশরী বাজ এক বার,"
বলিতে ক্ষমতা নাহিক আমার,
বাজিছে সে বীণা সহরে অই॥

সহরে বাজিছে সহরে জাগিছে,
প্রতিধ্বনি সদা সহরে উঠিছে,
ইংরাজ-বিমানে কভু বা ছুটিছে,
ওরে বীণা তোর ক্ষমতা ধন্য।

বাহবা বাহবা মধুর স্বনন,
বলে কত লোক কে করে গণন,
বীণার নিক্কণ শুনেছে যে জন
আকুল সে জন বীণার জন্য।

গাও গাও কবি মুরলী ধরিয়া,
গাও সপ্তসুরে আকাশ পুরিয়া,
সুধায় ভারত যাইবে ভাসিয়া
পীযূষ-লহরী রহিবে ভবে।

গাও কবিবর বীণার ঝঙ্কারে
মুক্তকণ্ঠে তুমি বল বারে বারে,
"সবাই স্বাধীন এ ছার সংসারে
সুধু কি ভারত ঘুমায়ে রবে॥"

গাও মুলতানে অভিনব কবি
"নবীন"—নবীন-চট্টগ্রাম-রবি,
"বিচ্ছেদ যাবার নয় বিচ্ছেদ ত যায় না
প্রেমসহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না,"
বিরহিণিগণ শুনিবে সে গান
এলায়ে কবরী তুরিতে ধাই।

গান নাহি জানি আমি উন্মাদিনী,
যদি কোন কথা বলি একাকিনী,
শুনিবে না কেহ বলিয়া রমণী,
"বীণা" কি "বিচ্ছেদ" আমার নাই॥

যৌবন-নর্ত্তনে নূপুর-নিক্বণে,
নাচিয়া নাচিয়া সংসার-সদনে,
তার স্বর করি ভবনে ভবনে,
বলিব সঘনে যা মনে হয়।

বলিব সঘনে নাচিয়া নাচিয়া,
"ওরে দেশাচার যা তুই পুড়িয়া,
যা তুই পুড়িয়া যা তুই উড়িয়া,
তোর এ যন্ত্রণা প্রাণে না সয়।

"বিজলীর রূপ করি তুচ্ছ জ্ঞান,
কমল-সৌন্দর্য্য করি হেয়জ্ঞান,
ওই যে কাতরা মলিন-বয়ান,
কাঁদিছে বিধবা দেখ না হায়!

"ওর কি উপায় হবে না হবে না,
ওর কি যাতনা যাবে না যাবে না,
ওকি ভবে সুখ পাবে না পাবে না,
বল্ দেশাচার বল্ আমায়!

"বল্ দেশাচার বল্ রে আমায়,
হবে না কি আর ওদের উপায়,
তেজস্বী পুরুষ নাহি কি ধরায়
তাই বুঝি ওরা এ সব সয়।"

যৌবন-নর্ত্তনে নূপুর-নিক্বণে
দুলে দুলে আমি গাইব সঘনে,
তখন দেখিবে বঙ্গবাসিগণে,
তখন বলিবে চিরদাসগণে
'উন্মাদিনী বুঝি এ বামা হয়॥'

বলে বলিবেক তারা উন্মাদিনী,
ভেতো বাঙ্গালীরে আমি ভাল জানি,
আমি ভাল জানি সত্য করে মানি,
ওদের হৃদয়ে সারত্ব নাই।

ওদের হৃদয়ে মানুষতা নাই,
নূতন করিয়া বলিব কি তাই,
বলিতে দখল পাই বা না পাই,
তথাপি বলিব গভীরে গাই—

"ওরে হিন্দুজাতি পশুর অধম!
এই কি তোদের ধরম করম,
নাহি কিরে জ্ঞান একটু সরম,
কিসে যবনকে কসাই বল?

বল না বঙ্কিম, হে বিদ্যাসাগর,
বল না অক্ষয়—গুণেরি আকর,
বল না কেশব—দয়াল-অন্তর,
বল না ভূদেব—ওজোবুদ্ধিধর,
বল না রাজেন্দ্র—বাঙ্গালী-গৌরব,
বল না রমেশ—বাঙ্গালী-সৌরভ,
বল না কার্ত্তিক — সচিব-ভূষণ,
বল না প্রসন্ন—প্রসন্ন-বদন,
বল না গোস্বামী* সাহিত্য-প্রসূন,
দগ্ধ কি না বঙ্গ বিধবাদল?"

কমল-নয়নে ঝর ঝর করি
পড়িতেছে জল দিবস-শর্ব্বরী,
উহু উহু উহু হায় প্রাণে মরি,
তবু কি ভারত ঘুমে বিহ্বল?

বিজ্ঞান-উন্নতি সবাই করিব,
বিজ্ঞানের শিক্ষা দেশে দেশে দিব,
হব নিউটন বলিয়া লাফাব,
তবু করিব না কুরীতি নাশ?

যৌবন-নর্ত্তনে নূপুর-নিক্কণে,
ভুলিয়া ভুলিয়া গাইব সঘনে,
বলিব নির্ভয়ে পুনঃ জগজনে,
দুষ্ট দেশাচার কর রে হ্রাস।

* পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী।

কিসের গৌরব কিসের সৌরভ
করিস্ করিস্ বাঙ্গালীরা সব—
হয়েছ সিবিল তুলেছ যে রব,
এই কি তোদের সিবিলপনা?

সুধু গোটা দুই বুড় ন্যাড়া মাথা,
দেখায় কেবল পুরাণের কথা,
মানি না পুরাণ শুনি না পুরাণ,
পুরাণের কথা নাহি সহে প্রাণ,
ধিক্‌রে পুরাণে, নরাধমগণে
প্রতি উহু যারা দেখেরে নয়নে,
বিধবা রমণী কাঁদে অনুক্ষণে
তিতিয়া বসন নয়ন জীবনে,
তথাপি ত কেউ ফিরে চাহে না।

কর্ একাদশী কর্ উপবাস
না খাইয়া থাক্ তোরা বার মাস্
তথাপি আমরা চাব না চাব না,
শাস্ত্র বিরুদ্ধেতে কখন যাব না,
তাও কি কখন মানুষে পারে?

বঙ্গের ভিতরে কৌস্তুভ-রতন
কবি হেমচাঁদ বঙ্গের-ভূষণ,
কোথায় রয়েছ বল না এখন,
বাজাও মুরলী সুধার ধারে—।

ত্বদীয় বীণাকে বল এক বার—
"গাও গাও বীণা করিয়া ঝঙ্কার
বিধবার দুখে কাঁদিবে না যেই
ভীষণ রৌরবে যাইবেক সেই,
যাইবে নরকে পুড়িবে পাবকে,
নরকেরি কীট দংশিবে তাকে।"

যৌবন-নর্ত্তনে নূপুর-নিক্কণে
নাচিয়া নাচিয়া গাইব সঘনে,
বলিব সঘনে——দাস হিন্দুগণে
বিধবার দুখ হর রে আগে।

শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী।

২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।] [অগ্রহায়ণ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১৷৹ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵৹ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৵৹ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /৹ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২্ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵৹ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অধ্যাত্মবিৎ যোগীদিগের পক্ষে যে পুরুষ ও প্রকৃতিযোগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, শ্যামা সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। পরমেশ্বর নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও সচ্চিদানন্দময়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে তাঁহাকে ইচ্ছার বশীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এবং ইচ্ছার পুরণে সুখ ও অপুরণে দুঃখ হওয়াতে ঈশ্বর সুখ ও দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন। অপিচ ঈশ্বরকে গুণ-বিশিষ্ট পদার্থ স্বীকার করিলে গুণের আধার স্বীকার করিতে হয়। আধারব্যতীত গুণ থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর স্বরূপ স্বীকার করিলে তিনি সাকার হইয়া পড়েন। ঈশ্বরের সাকার স্বীকার করিলে বিবিধ দোষ ঘটে। অপিচ নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ঈশ্বরকে পরে সগুণ বলিলে তাঁহার নির্গুণ অবস্থা হইতে ভিন্ন আর একটী অবস্থা জন্মিয়াছে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। এবং যাহা জন্মিয়াছে তাহার অবশ্য নাশ থাকাতে ঈশ্বর প্রাকৃত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই সকল দোষের পরিহার জন্য ঈশ্বর বা পুরুষ নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া কথিত হন। তিনি সংসারের কোন বিষয়েই লিপ্ত নন, সর্ব্বদা স্বরূপেই বর্ত্তমান আছেন। শিব পুরুষস্বরূপ। তিনি সর্ব্বকার্য্যরহিত হইয়া শবের ন্যায় নিশ্চয় ভাবে পড়িয়া আছেন। জ্ঞান বা আনন্দরূপ মাদকে তাঁহার নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত হইয়া আছে। শ্যামারূপা প্রকৃতি সেই ঈশ্বরকে আশ্রয় করাতে পৃথিব্যাদির কার্য্য হইতেছে। ঈশ্বর কোন বিষয়েই লিপ্ত নহেন, কেবল ঈশ্বরাশ্রিত প্রকৃতির প্রভাবে জগৎকার্য্য হইতেছে। এজন্য শ্যামা শিবের উপরিভাগে আছেন। বৈদান্তিকেরা বলেন, ঈশ্বরের মায়াপ্রভাবে জগৎ চলিতেছে। এস্থলে শিব ঈশ্বর ও শ্যামা মায়ারূপিণী। এই জন্য তাঁহাকে বারম্বার মহামায়ারূপে আহ্বান করা হইয়াছে। এই পুরুষও প্রকৃতিযোগে জগতের সৃষ্টি,

স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামনা ও মোক্ষরূপ কালীর চারিভুজ উত্তোলিত আছে। ধর্ম্মের হস্তে অভয় দান করিতেছেন, মোক্ষের হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, অর্থ ও কামের হস্তে হননকারী অস্ত্র ও মৃত্যু বিদ্যমান আছে। তিন নেত্রে সত্ব রজ ও তমোগুণে জগৎ লক্ষিত হইতেছে। পুরুষ ও প্রকৃতিব্যতীত জগতে অপর কোন পদার্থ নাই, এই জন্য কালী শ্মশানে রহিয়াছেন। শিবা আদি কর্ম্মফল সকল চারিদিকে চীৎকার করিতেছে। ডাকিনী যোগিনী আদি কুপ্রবৃত্তিগণ জীবকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিতেছে। এবং জীব মায়া বা প্রকৃতির গলে দোদুল্যমান হইয়া মরণতুল্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। অজ্ঞানরূপ অমাবস্যার তামসী নিশায় আচ্ছন্ন হইয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই দিকেই আপনাদিগের মৃত্যুস্বরূপ কালরূপা কালীমূর্ত্তি দেখিতে পায়। মায়াপ্রভাবে কার্য্য করিয়া তাহারা সেই কার্য্য দ্বারা আপনারা আপনাদিগকে কালপাশে বদ্ধ করিয়াছে। কার্য্যের নিয়ন্তাহস্ত সকলে আবদ্ধ হইয়া কালের মধ্যদেশে কাঞ্চী-স্বরূপ জড়ীভূত আছে। মৃত্যু বই জীবের গত্যন্তর নাই। জগতের এইরূপ ভাব। কেবল বিনাশের জন্যই জীব পৃথিবীতে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া বিনাশপথেরই উপাসনা করে; এবং অবশেষে ভয়ঙ্করী কাল মহামায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন যে, প্রতিদিন ভুরি ভুরি জীব মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে ইহা দেখিয়াও যে লোকেরা আবার এই পৃথিবীতে থাকিবার আশয়ে কার্য্য করিতেছে ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে। জীব গর্ভ হইতে পড়িয়া পৃথিবীতে প্রবেশকালীন কাঁদিতে আরম্ভ করে, পৃথিবীতে বসিয়া দুঃখে অশ্রুপাত করে, এবং মৃত্যুকালে কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎ হইতে বাহির হয়। অতএব এ জগতে সুখ অন্বেষণ করা নিতান্ত ভ্রম। অনিত্য জগৎ হইতে নিত্যসুখের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা, এবং গমনশীল পদার্থকে

আপনার বলিয়া জ্ঞান, এ ভ্রমের মূলীভূত কারণ কে? এক মায়া বা অজ্ঞানতাপ্রভাবে এই কার্য্য ঘটিয়া আসিতেছে। জ্ঞানিগণ সংসারপ্রবাহ শ্যামামূর্ত্তিতে বিদ্যমান দেখিয়া মহানিশায় জাগরিত হন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন, যে মায়া সর্ব্বভূতের নিশাস্বরূপ সংযমী পুরুষেরা তাহাতে চেতন থাকেন।" * অজ্ঞানতা মায়া বা অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইবার আশয়ে জ্ঞানীরা বিদ্যার চর্চ্চায় রত হন। এই বিদ্যা শ্রুতিতে পরাবিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্যামামূর্ত্তিতে সেই বিদ্যা উত্তেজিতা হয় বলিয়া শ্যামার নাম মহাবিদ্যা। দশ উপায়ে এই জ্ঞান বা বিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া শ্যামার দশমহাবিদ্যা বলিয়া দশরূপ আছে। এই বিদ্যা অপরা বিদ্যা হইতে † পৃথক ও বেদের পরাবিদ্যাস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধবিদ্যা। ‡ বিশ্বামিত্র এই পরাবিদ্যার উপাসনা করিয়া বিপ্রত্ব লাভ করেন। §

এই কালীর উপাসনা দিব্য বীর ও পশু তিন প্রকারে হয়। প্রত্যেক ভাবে যেরূপ যেরূপ উপাসনার পদ্ধতি আছে তাহার আপাততঃ রমণীয় অর্থগুলি প্রকৃত অর্থ নহে। দুষ্কর্ম্মের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। বালিকাদিগের পাঠ্য বঙ্গমহিলায় সেগুলি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহে। বৌদ্ধদিগকে তাহার আপাততঃ রমণীয় অর্থে বিমোহিত করিয়া তান্ত্রিকেরা বিনষ্ট করে। শাস্ত্রের মধ্যে

* যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তেন জাগর্ত্তি সংযমী। ইতি গীতা।

† "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা অপরা চেতি" কঠোপনিষৎ।

‡ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা। তন্ত্র।

§ একাক্ষরী মহাবিদ্যা কালিকায়াং সুদুর্লভা।
রূপং কুরু মহাবাক্তে ততঃপ্রাপ্স্যসি বিপ্রতাং।—নারদপঞ্চরাত্র।

ঘোরতর ইন্দ্রিয়সুখের বিধি পাইয়া এবং গোপনে কার্য্যের সুযোগ দেখিয়া বৌদ্ধগণ মতভ্রষ্ট হইল কিন্তু পাছে বিকৃত অর্থ দ্বারা লোকে ভ্রষ্ট হয় এজন্য দিব্য ও বীরভাবে উপাসনা কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে।* পশুভাবে উপাসনাই কলিকালে বিহিত। পশুভাবে পশুবলি নাই। অথচ সকলেই শ্যামাপূজায় পশুবলি দিয়া থাকেন। জ্ঞানপক্ষে অজ্ঞানতাই পশু এবং তাহার বলিদানই পশু বলিদান।

কার্ত্তিক মাস এরূপ ভয়ানক কাল যে, যমের ভগিনী যমুনা যমের জীবনের জন্য শঙ্কিত হন। মৃত্যুরাজের মৃত্যুশঙ্কাদ্বারা কার্ত্তিক মাস যে জীবনের পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্নকারী তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। যমুনা ভ্রাতৃস্নেহে কাতর হইয়া যমের অর্চ্চনা করেন। যমও যমুনাকে অলঙ্কার বস্ত্রাদিদ্বারা সম্মানিত করেন। কার্ত্তিক মাসে দাম্পত্য স্নেহের পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃস্নেহের গৌরব প্রকাশ করাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জীবনক্ষয়কর সময়ে ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত হওয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। বিশেষতঃ কেবল যে ভগিনীকে ভ্রাতার অর্চ্চনা এবং ভ্রাতাকে ভগিনীর সম্মান করিতে হয় এরূপ নহে; যম ও যমুনার পূজাও বিহিত হইয়াছে। যমের পূজাদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হয় যে, কার্ত্তিক মাসে মৃত্যুশঙ্কা উদ্দীপন করা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ারও কার্য্য। স্কন্দপুরাণে আছে যে, যে ব্যক্তি স্নান করিয়া কার্ত্তিক শুক্ল দ্বিতীয়ায় যম ও যমুনার অর্চ্চনা করে, তাহাকে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। পুরাণান্তরে আছে যে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যম চিত্রগুপ্ত ও যমদূতের পূজা করা বিধেয়। পূজার মন্ত্র এই—"হে মার্ত্তণ্ডজ, হে পাশহস্ত, হে যম, হে লোকান্তক, হে ধরামরেশ ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত দেবপূজা ও অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ভগবন্ আমি তোমাকে প্রণাম করি।" এই প্রথানুসারে ভগিনীরা ভ্রাতার মস্তকে অর্ঘ্যদ্রব্যাদি দিয়া থাকে। ভবিষ্য পুরাণে

* দিব্যবীরমতেনৈব কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেন্নৃণাং।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

আছে যে, যুধিষ্ঠির কার্ত্তিক শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ায় যমুনা যমকে স্বগৃহে অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। অর্চ্চনাকালে গন্ধাদি দিতে হয় বলিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় চন্দন চূয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই দিন ভগিনীহস্তে ভোজন বিহিত বলিয়া লোকে ভগিনীহস্তে ভোজন করিয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, যে নারী যুগ্ম-তিথিতে ভ্রাতাকে ভোজন করায় এবং তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে না এবং তাহার ভ্রাতারও আয়ু ক্ষয় হয় না। এই জন্য অর্চ্চনাকালে ভগিনীরা ভ্রাতার হস্তে পানসুপারি দিয়া থাকে। ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ এবং কনিষ্ঠা হইলে প্রণাম করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ভগিনী না থাকিলে পিতৃ বা মাতৃভগিনীর নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে কেবল ভগিনীই ভ্রাতাকে অর্চ্চনা করিবে এরূপ নহে; ভ্রাতার ভগিনীকে সম্মান করা উচিত। বাঙ্গালার কোন কোন অংশে কেবল ভগিনীরাই ভ্রাতাকে অর্চ্চনা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু কোন কোন অংশে ভগিনীরা ভ্রাতাকে অর্চ্চনা করিবামাত্র ভ্রাতারা ভগিনীগণকে অলঙ্কার অথবা অন্য কোন দ্রব্যাদি দ্বারা সম্মান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রমতে উভয়কে উভয়েই সম্মান করা বিধেয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভগিনীহস্তে ভোজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে আছে। "স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং।"

প্রভাত।

১

জগতের পূর্ব্ব দ্বারে ধীরে ধীরে আসিয়া,
অমর-সুন্দরী ঊষা মৃদু মন্দ হাসিয়া,
মসীমাখা যবনিকা আছিল দুয়ারে ঢাকা,
জড়াইয়া স্তরে স্তরে লইলেন তুলিয়া।

তুলিতে সে যবনিকা দেহ হ’ল কালিমাখা;
কতক শিশিরনীরে ফেলিলেন ধুইয়া।
তবু কি সে কালি যায়? কতক রহিল গায়;
পশ্চিমসাগরে ধু’তে চলিলেন ধাইয়া।

২

চলিলা পশ্চিম দিকে অতি দ্রুত গমনে—
এত দ্রুত—কি বলিব—হারাইয়া পবনে।
পক্ষিকুল চমকিল, শ্বাপদেরা শিহরিল,
জাগিল সুষুপ্ত নর ইষ্টনাম স্মরণে।
ক্ষীণালোকে পূর্ব্বদিশা আভাসিত করি ঊষা,
চলিলেন বন মেরু নদী গিরি লঙ্ঘনে।
এমনি সবেগে ধায়; কে আর নিবারে তাঁয়?
লক্ষ্য নাহি হয় তাঁরে দ্রুতগামী চরণে।

৩

তারাই জেনেছে ঊষা কি রূপসী জগতে,
তারাই জেনেছে ঊষা কি অপ্সরী রূপেতে,
দেখেছে যাহারা তাঁরে জগতের পূর্ব্বদ্বারে
মসীমাখা যবনিকা তুলিবার আগেতে।
কিন্তু নরনেত্র হায়, কভু না দেখিল তাঁয়
কালিমাখা বই আর, সেরূপেতে ধরাতে!
বৈদিক তাপসগণ যা করেছে নিরীক্ষণ,
আমরাও তাই দেখি এই পাপ চক্ষেতে।

৪

লাবণ্য-সর্ব্বস্ব নারী, কে না জানে ভুবনে?
কালিমাখা দেহে ঊষা সুখী রবে কেমনে?
মনোদুখে অভিমানে নাহি চায় পাছুপানে,
দুপাশে কত কি পড়ে নাহি দেখে নয়নে।

হিমরূপে নেত্রজল, ঝরিতেছে অবিরল,
গড়াইয়া গণ্ডস্থল, পড়ে বক্ষ বহনে।
যবনিকাজাত মসী কজ্জলের সহ মিশি
নয়নাশ্রু করে কাল গাঢ় কালবরণে।

৫

জগতের পূর্ব্বদ্বার ঊষা দেবী খুলিয়া,
না ফিরে পশ্চিম দিকে দুখে গেল চলিয়া।
ফিরে না আসিল প্রিয়া, চলে গেল দ্বার দিয়া,
নিদ্রাভঙ্গে অংশুমালী দেখিলেন চাহিয়া।
সারানিশি নিদ্রাভোগে নয়ন লোহিতরাগে,
আরক্তিম হইয়াছে। রবি শয্যা ছাড়িয়া,
প্রেয়সীরে খুজিবারে, প্রবেশি জগতদ্বারে
ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে চলিলেন ধাইয়া।

৬

এ কি হে বিচার তব, ঊষাপতি তপন,
প্রেয়সীরে এত বাম—নাহি ভাব আপন?
প্রিয়া তব দ্বার খুলি, মাখিল শরীরে কালি,
অলসের মত তুমি ত্যজিলে না শয়ন।
তুমিও বাঙ্গালি সম বনিতারে নিরমম?
ঊষাও কি ক্রীতদাসী বঙ্গবালা মতন?
আগে জানিতাম আমি নির্দ্দয় বাঙ্গালিস্বামী,
দেবতাও সেইরূপ জানিলাম এখন।

৭

পূর্ব্ব নভে সূর্য্যদেব দ্রুতপদে উঠিয়া,
চাহিলা ধরার পানে অরুণাক্ষ খুলিয়া।
হাসিল বিশাল বিশ্ব, হইল বিমল দৃশ্য,
অলক্ষে তমসরাশি দুখে গেল চলিয়া।

হারাণ রতন পেলে, মনের বিষাদ ভুলে,
অতুল উল্লাসে কেউ পড়ে যথা গলিয়া;
সেইরূপ তপনেরে প্রভাতে পাইয়া ফিরে,
সুরষে হাসিল ধরা নিশাদুখ ভুলিয়া।

৮

হাসিল হিমাদ্রিচূড়া সকলের প্রথমে,
হাসিল নলিনী জলে রবি হেরি নয়নে।
তৃণটি পর্য্যন্ত হাসে, হিমদন্ত প্রতিভাসে,
হাসিল জগত যেন তপনের কিরণে।
নিম্নে হাসে ধরাতল, শূন্যে হাসে মেঘদল,
সূর্য্যমুখী ফুল হাসে সূর্য মুখ লোকনে।
এ হাসি সুখের নয়, পরিহাস পরিচয়,
লজ্জায় ঊষার পতি উঠে উচ্চ গগনে।

৯

সমুদ্র তপনে হেরি, উথলিয়া উঠিছে,
উত্তাল লহরীমালা পিঠে পিঠে ছুটিছে।
রাশি রাশি, ফেন ভাসে, রবিকর তাহে হাসে,
রক্ত নীল পীত আদি, সপ্তবর্ণ ফুটিছে।
কাটিয়া তরঙ্গজাল উড়ায়ে বিশদপাল,
সুদূরে কপোত সম, পোতচয় চলিছে।
কভু কভু দেখা যায়, কভু বা লুকায় কায়,
অকুল পাথারে তরী ধীরি ধীরি দুলিছে।

১০

এই যে খানিক আগে নিশীথিনী সময়ে,
দেখেছিনু মেঘদলে আকাশের হৃদয়ে,
গাঢ়তর কালিমাখা, তমসে শরীর ঢাকা;
কিন্তু এবে তম-শত্রু তপনের উদয়ে,

রজতগিরির প্রায় নিঃশব্দে আকাশে ধায়,
কভু ধরাপানে চায়, পুলকিত হৃদয়ে।
পুনঃ কভু স'য়ে গিয়ে রবি দেহ আবরিয়ে,
উজ্জ্বল সলিলে স্নান করে মসী মাখায়ে।

১১

ডাকিল বিহঙ্গকুল নিজ নিজ কূজনে,
নিশির শিশির মাখা ঝাড়িল যুগল পাখা,
ঝরিল শিশিরবিন্দু শাখে পাতে প্রসূনে।
গত অন্ধকার রে'তে দেখি নাই নয়নেতে
ছায়ার মলিন কায়া, কিন্তু দেখি এক্ষণে,
কোথাও গাছের ছায়া, কোথাও পাখীর ছায়া;
কোথাও মেঘের ছায়া, ধায় দ্রুতগমনে।
শোভিল ভূভাগ নব ছায়ালোক-ভূষণে।

১২

জাগিল মানবদল পাখিরব শুনিয়া,
যার যা মানস চিতে উঠে তাও জাগিয়া।
জাগিল পাপীর পাপ, জাগিল তাপীর তাপ,
জাগিল দুঃখীর দুঃখ ক্ষত হৃদি বিঁধিয়া।
খলের খলতা জাগে, শোকার্ত্তের বুকে লাগে
নব জাগরিত শোক শতমুখ হইয়া।
জাগে ধার্ম্মিকের মনে ধর্ম্মভাব প্রতিক্ষণে,
পাপ পুণ্য যুগপৎ উঠিলেক জাগিয়া।

১৩

স্বাধীনের স্বাধীনতা অধীনের অধীনতা,
হাসিমুখে ম্লানমুখে যুগপৎ জাগিল।
বৃটিশ জাতির চিত সহরষে জাগরিত,
জাগিল যে পরাধীন অশ্রুরাশি ঝরিল।

জাগিল নিদ্রালু সব, উঠে ক্রমে কলরব,
নিস্তব্ধতা স্তব্ধ হয়ে মানে মানে চলিল।
পেচকের মুখ দেখি পাছে হাসে যত পাখী,
লজ্জায় পেচক তাই কোটরেতে পশিল।

১৪

মানবের আশাসম অতি উচ্চ গগনে
উড়িল শকুনি চিল পক্ষ-বল-গমনে;
এই দেখি নাহি আর নভ সহ একাকার,
আবার কখন নীচে নামে দ্রুত গমনে।
মসীবিন্দুসমকায়, ক্রমে দেহ দেখা যায়
পিঠের পালক দীপ্ত তপনের কিরণে।
কখন তরুর শাখে ক্লান্ত হয়ে ব'সে থাকে,
কেবল বাঁকায় গ্রীবা চায় তীক্ষ্ণ নয়নে।

১৫

চাতক ছাড়িয়া নীড় সুমধুর স্বননে
আকাশে করিছে খেলা মেঘে হেরি নয়নে।
ঊর্দ্ধে মেঘ চলে যায় তলায় চাতক ধায়,
মেঘের ছায়ায় পাখী ধায় দ্রুত গমনে;
কিন্তু তপনের কর ভেদ করি জলধর,
মুহূর্ত্তে আসিয়া লাগে চাতকের বদনে,
ক্ষুদ্র জীব ভয়ে হায়, আর না উপরে চায়,
পালায়ে ঝোপের মাঝে বসে থাকে গোপনে।

১৬

নিশিদত্ত হিমহার তৃণদলে শোভিছে,
রবিকরে তৃণে যেন মুক্তাফল ফলিছে।
ঊর্ণনাভকৃত জাল ধরি হিমমুক্তামাল,
প্রকৃতির চন্দ্রহারে চন্দ্রসম ভাতিছে।

নদ নদী সরোবরে বাষ্প উঠে রবিকরে,
কর পরিমাণে উঠি জল নভে মিশিছে,
ঊষারে খুঁজিতে উঠে তৃষায় পরাণ ফাটে,
শত করে রবি তাই জলবাষ্প শুষিছে।

১৭

ঊর্দ্ধমুখে দ্রুতপদে শব্দ করি হরষে,
রাজহংস পালে পালে নামিতেছে সরসে।
কোমল শাবকচয়, পাছু পাছু ধেয়ে যায়,
মাতৃ সহ সর-নীরে সন্তরিছে সন্তোষে।
মুখ ডুবাইয়া জলে খেলা করে কুতূহলে,
মীনের লম্ফন-রবে ছুটে যায় তরাসে।
কভু মাঝে কভু পাশে এই যায় এই আসে,
কভু বা কমল-বনে কুতূহলে প্রবেশে।

১৮

প্রভাত-আগতে নিশা নিরাশায় চলিল,
তারারূপ শত চক্ষু অলক্ষ্যেতে মুদিল
রজনী চলিল যদি মুদিত হল কুমুদী।
নিদ্রাও নিশার সহ মানবেরে ছাড়িল;
নিদ্রা যদি ছেড়ে গেল স্বপন নিরাশ হল
ইন্দ্রজাল সহ ক্রমে নরগণে ত্যজিল,
তমসের অদর্শনে দীপালোক দুঃখমনে
(কে মোর আদর করে) হীনভাতি হইল।

পদ্মিনী-চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্মিনী পতিসহকারে প্রত্যাগমন করিলে, পৌরজনেরা তাঁহাদিগের যুগলরূপ সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল;

ও সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ রমণীগণ উলুধ্বনি করিতে লাগিল। "মহা-রাজ ভীমসিংহের জয়, মহারাণী পদ্মিনীর জয়" ইত্যাদি মঙ্গল-ধ্বনিতে চিতোরনগর প্রতিধ্বনিত হইল। সর্ব্বত্রই কোলাহল, সকলেই আনন্দে উম্মত্তপ্রায়। রাণী মহারাজাকে দুরাত্মা যবনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া রাজপুরবাসিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; ও নানাপ্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ স্ব স্ব অস্ত্র ও বসনভূষণ ধারণ করিয়া গগন-ভেদী কণ্ঠে জয়ধ্বনি করতঃ কামান ছুড়িতে লাগিল। রাজপুরীর প্রত্যেক দ্বারে কদলী-বৃক্ষ, তদুপরি পুষ্পমালা ও তন্নিকটে পূর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত হইয়া, রাজপুরীর অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিতে লাগিল। রাজপুত্রগণ পিতাকে কারাগারামুক্ত দেখিয়া তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলেই পদ্মিনীর অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

যুদ্ধব্যতীত পাপাত্মা যবনদিগকে চিরপবিত্র ক্ষত্রিয়রাজ্য হইতে দূরীভূত করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় মহারাজ ভীমসিংহ পুনরায় যুদ্ধারম্ভকল্পনা স্থির করিলেন; ও সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

এদিকে যবনকুলকলঙ্ক পাপাশয় আলাউদ্দিন পদ্মিনীর বুদ্ধি চাতুর্য্য দেখিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিল যে, এ সামান্য শত্রু নহে; এবং ইহার বিনাশ সাধন না করিলে যবনদিগের হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য সংস্থাপন দুরাশা মাত্র। মনে মনে ইহাও স্থির করিল যে, যে পর্য্যন্ত চিতোরনগর মরুভূমির প্রায় ধ্বংস না করিব, ও যে পর্য্যন্ত ভীমসিংহকে সস্ত্রীক বিনাশ না করিব সে পর্য্যন্ত কখনই দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিব না। এইরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়া, আলাউদ্দিন আপন সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইয়া চিতোর আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে ক্ষত্রিয় সৈন্যগণও আপনা-দিগের প্রভুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণতর সাহস ও পরাক্রম-

সহকারে সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইল, কিন্তু ক্ষত্রিয় সেনাগণ ক্রমাগত যুদ্ধে অত্যন্ত কাতর হওয়ায়, অনেক বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্ষত্রিয় সৈন্য হীনবল হইতে লাগিল, একে একে মহারাজ ভীমসিংহের কয়েক পুত্র রণশায়ী হইল। এই পৃথিবীতে সকলেই স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, এই বন্ধন কেহই ছিন্ন করিতে সমর্থ হন না। যিনি এই দৃঢ়তম বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই অদ্বিতীয় বীর ও তিনিই বলশালী। তাঁহার বীরত্ব অনুপমেয়। যে রাজা ভীমসিংহ সমর-ক্ষেত্রে তরবারি ধারণ করিয়া কত সহস্র সহস্র শত্রুকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে সমর্থ, অদ্য সেই বীরভূষণ মহাবল পুরুষ পুত্রশোকে শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন, রাণী পদ্মিনী মহারাজের এমতাবস্থা দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীতা হইলেন; এবং তিনি যদিও পুত্রশোকে নিতান্ত শোকাকুলা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের অপরিসীম দৃঢ়তাদ্বারা শোকবেগ সম্বরণ করিলেন, এবং আপন পতির স্থৈর্য্য সম্পাদন ও উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবতী হইলেন। পদ্মিনী বলিলেন; "মহারাজ শাস্ত্রে আছে—'বিপদি বিষণ্ণ এব কাপুরুষলক্ষণম্,' অর্থাৎ বিপদে বিষণ্ণ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, যবন সৈন্যগণ স্বর্ণময় চিতোরনগরের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, রাজপুরীর চতুর্দ্দিক অধিকার করিয়াছে, এবং আমাদিগেরও বিনাশ সাধন করিবে।"

মহারাজ ভীমসিংহ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে স্থির-সংকল্প হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে নানাকার উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত করিলেন। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, "হয় যবনদিগকে চিরপবিত্র ক্ষত্রিয় ভূমি হইতে দূরীভূত করিব, নতুবা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিব।" ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ উৎসাহ ও দৃঢ়তা দেখিয়া, যবন-সৈন্যগণ অধিকতর পরাক্রমসহকারে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল।

যুদ্ধকরণ স্থিরীকৃত হইলে, রাজা ভীমসিংহ প্রিয়তমা পদ্মিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ মানসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন, "প্রিয়তমে আমায় এ জীবনের জন্য বিদায় দেও।" একে পুত্র-শোকাভিভূতা তাহাতে আবার মহারাজকে অশ্রুপূর্ণলোচনে যাবজ্জীবনের তরে বিদায় প্রার্থনা করিতে দেখিয়া পদ্মিনী আর শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধোপরি মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ রাজা ও রাজমহিষীকে এমতাবস্থ দেখিয়া, তাহারাও সকলে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজ-অন্তঃপুর ক্রন্দনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পদ্মিনী দেখিলেন বিষম প্রমাদ উপস্থিত, সকলেই শোকে অভিভূত, মহারাজ প্রায় চেতনাশূন্য। তিনি কথঞ্চিৎ শোকবেগ সম্বরণ করিয়া সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ও মহারাজকে বলিলেন, "হৃদয়বল্লভ! আর বিলম্ব করিবেন না। যবনেরা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এ সময় আপনার অনুপস্থিতিতে সৈন্যগণের ভগ্নোৎসাহ হইতে পারে, অতএব অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করুন। যদি এই বিদায় এ জীবনের শেষ বিদায় হয়, আর পরকাল যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বরের নিকট এই সার্ব্বাঙ্গীন প্রার্থনা, যেন পরকালে আপনারই পত্নী হই।" রাজা বলিলেন, "প্রেয়সি, আমি কি এত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে, পরকালে তোমার ন্যায় পত্নী পাইব! এস প্রেয়সি, জন্মের মত একবার আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া মহারাজ ভীমসিংহ পদ্মিনীকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; চারি চক্ষু মিলিত হইল, উভয়ে উভয়ের প্রতি শেষ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজা বিদায় গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজ ভীমসিংহ বিদায় হইলে, পদ্মিনী মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "বিধাতা আমাদের প্রতি যেরূপ প্রতিকূল হইয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ যুদ্ধে আমাদের কখনই জয়-

লাভ হইবে না; বিশেষতঃ এবার যবন সৈন্যদিগের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, ও ক্রমাগত জয়লাভে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়াছে। যবনদিগের জয়লাভ হইলে আমার ও অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের সতীত্ব রক্ষা ভার হইবে। অতএব এখন একটা চিতা প্রস্তুত করিবার আদেশ করা যাউক, এবং যবনদিগের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সকলে চিতারোহণ করিব।" এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আপন সখীদিগকে চিতা প্রস্তুত করিয়া উহাতে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যবনসৈন্যদিগের অসাধারণ পরাক্রমে ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ ক্রমে হীনবল ও রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয় পক্ষ একবারে নিরাশ হইল। যবনদিগের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

পদ্মিনী চিতারোহণের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহার সখীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন;—

"অই শুন! সখীগণ যবনের রব,
করিয়াছে এবে বুঝি, ক্ষত্রে পরাভব।
অই শুন! যবনের, শব্দ মার মার,
করিল এবার বুঝি প্রাণেশে সংহার।
যাও হে প্রাণেশ যাও, অমরের পুরী,
পশ্চাতে ভেটিবে তথা তব সহচরী।
সখীগণ, বিলম্বে আর কিবা প্রয়োজন,
বিলম্ব হইলে হবে অনর্থ সাধন।
না জানি কখন এসে ম্লেচ্ছ দুরাচার,
অমূল্য সতীত্ব ধন, করে বা সংহার।
এস সবে মিলি চিতা করি আরোহণ,
পশিব পরমানন্দে, স্বরগ ভুবন।
ওহে পিতা দয়াময়, কাঙ্গালশরণ,
প্রবেশিনু চিতানলে, সতীত্ব কারণ।
কৃপা করে দয়াময় দীনা কন্যাগণে,
লও হে অনাথনাথ আপনার স্থানে।"

এই বলিয়া পদ্মিনী সখীগণসহকারে চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

শিশুর খাদ্য।—জীবনের অন্যান্য অবস্থার অপেক্ষা শৈশব-কালে বিশেষ সাবধানতা ও যত্নের সহিত শরীরপালন করা আবশ্যক। অতিভোজন ও অখাদ্যভোজন বশতঃ অধিকাংশ শিশু রোগগ্রস্ত ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই নিমিত্ত উহা-দিগের আহারের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসবের পর প্রায় তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রসূতির স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হয় না। এই নিমিত্ত সদ্যোজাত শিশু মাতার স্তনদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হয়। এবং উহার পরিবর্ত্তে আমরা ঐ কয়েক দিবস গাভিদুগ্ধ পান করাইয়া থাকি। শিশুদিগকে এই সময় কি আহার দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলিবার পূর্ব্বে, উহাদিগকে কোন প্রকার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রসবের পরক্ষণে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ না থাকাতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত মাতার স্তনে দুগ্ধ না আইসে সে পর্য্যন্ত সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে কোন প্রকার আহার সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। গর্ভাবস্থায় পাকযন্ত্রের ক্রিয়া না থাকাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহাকে আহারীয় দ্রব্য দ্বারা সহসা উত্তেজিত করিতে হইলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। এই নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্ষণকাল পর্য্যন্ত শিশুদিগকে কোন প্রকার আহার না দেওয়াই বিধেয়। পরে বিশুদ্ধ জল কিম্বা উহা কিঞ্চিৎ চিনি বা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে দিলে পাকযন্ত্রের বিশেষ কষ্ট হইবে না। ক্রমে গাভীদুগ্ধ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইলে উহা সহজে পরিপাক ও বলকারক হইবে।

অনেকেরই এরূপ সংস্কার আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই উহাকে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ গলা শুষ্ক হইয়া

ক্লেশকর হইতে পারে। পাছে দুগ্ধাভাবে নবজাত শিশুর কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত এদেশের স্ত্রীলোকেরা গৃহে পূর্ণগর্ভা রমণী থাকিলে কিঞ্চিৎ গাভীদুগ্ধ রাত্রিকালের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া থাকেন, শিশু ক্রন্দন করিলেই তাহারা দুগ্ধসেবন করান এবং ক্রন্দন যে ক্ষুধারই একমাত্র চিহ্ন ইহাই বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই কুসংস্কারবশতঃ প্রসূতিগণ তাহাদিগের নবজাত শিশুগণের কোমল পাকযন্ত্র এই গুরুপাক দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কত ক্লেশ দেন। অপাকদোষ জন্য শিশু ক্রন্দন করিলে ক্ষুধার নিমিত্ত এরূপ করিতেছে স্থির করিয়া পুনরায় ঐ দুগ্ধ সেবন করাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পীড়া বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং এইরূপ পালনে যে কত শিশু রোগগ্রস্ত ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মাতার স্তনে দুগ্ধ আসিলে, সেই দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত আহার। আট মাস পর্য্যন্ত শিশু স্তনদুগ্ধ পান করিবে। স্তনদুগ্ধ প্রচুর না হইলে গাভীদুগ্ধ কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায়। পরে দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্য প্রকার লঘু আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। এক বৎসর পরে শিশুকে স্তন ছাড়াইয়া, গাভীদুগ্ধ ও অন্যান্য খাবার অল্প পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য, যথা সিদ্ধআলু, মৎস্য, গজা, মোহনভোগ ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রসূতিরা স্নেহবশতঃ এই নিয়ম অবহেলা করিয়া তিন চারি বৎসর বা অধিক কাল পর্য্যন্ত স্তন পান করাইয়া শিশুদিগকে রোগগ্রস্ত করেন।

কোন কারণ বশতঃ মাতার স্তনদুগ্ধ হইতে শিশু বঞ্চিত হইলে উহাকে অন্য প্রসূতির স্তনদুগ্ধ পান করান বিধেয়। তাহার অভাবে গাভী ছাগ বা গর্দ্দভ দুগ্ধ দ্বারা শিশুগণকে পালন করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে গাভীদুগ্ধের গুণ প্রায় মাতৃস্তন-দুগ্ধের ন্যায়। ইহাতে চিনি ও জলের ভাগ অল্প থাকাতে কিঞ্চিৎ চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রামাগণের রচনা।

আমি তো বিধবা।

এখন তরুণ যৌবন আমার,
এখন কামনা হৃদয়ে অপার।
তবে কেন প্রাণ চাহে নাকো আর
ধরিতে হৃদয়ে বরিতে আবার
পতিভাবে পুনঃ, ধিক্! অন্য জনে;
এই কি বাসনা রমণীর মনে?

প্রাণ মন সব করিয়া 'অর্পণ,
প্রাণের অধিক, সুখেরি কারণ,
বাসিতাম ভাল দেখিতাম যায়,
রমণীর গতি একই উপায়।
যাহার মিলনে অপার উল্লাস,
যার সহবাসে সতত প্রয়াস,
যাহার প্রমোদ প্রমোদ-কারণ,
যাহার যাতনা যাতনা-কারণ,
যিনিই জগতে রমণীর সার,
যিনিই দয়ার সাগর অপার,
তাহারে ভুলিয়া অন্যের প্রয়াস?
রমণীর সাধ? এতই বিলাস?
এ জঘন্য রুচি হিন্দু-ধীর-কুলে?
ভারতের মনে স্বধরম ভুলে;
রমণীর সাধ এই কি কেবলি?
জীবনের সাধ ইথে কি সকলি?

তবে কেন হায় শুনি এ সকল!
বল বোন্ বল কে লিখিল বল?
কে লিখিল "হিন্দু কুলেরি অঙ্গার?"
কে বলিল হিন্দু ম্লেচ্ছ দুরাচার
"এই কি তোদের দয়া সদাচার?"
নহে কি ধরম দয়ার কারণ?
নহে সদাচার,—সতীত্ব রক্ষণ?

রমণীর সাধ চিকুর - বন্ধন,
বসন ভূষণ অঙ্গ - বিলেপন,
জানে তা সকলে, কাহাদের তরে?
যৌবন গরিমা কয় দিন তরে?
হায় রে কপাল! ভারতজননী
বীর-সোহাগিনী সতী-প্রসবিনী,
কেন না জন্মিবে রমণী হেথায়?
সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী সুশীলা?
দ্রৌপদী প্রভৃতি, ধীমতী মহিলা,
আছিল যখন ভারত ধামে?

পুরুষের সাধ করিতে বিবাহ,
যত বার পারে করুক নির্ব্বাহ।
তাদের প্রণয় নহেক এমন;
সতীর জীবনে একই মনন।
বিধির বিধান কেন না পারিবে?
অবলার প্রাণে কেন না সহিবে?
রাজরাজেশ্বর ব্রিটেন - বাসিরা,
নিজ ভুজবলে লইল কাড়িয়া,
জগত - বাঞ্ছিত ভারত - আসন।
তাদের রমণী পতিসোহাগিনী,
তাদের মহিলা পতি-আদরিণী;
ভ্রময়ে সতত যথা ইচ্ছা হয়,
বিধবা হইলে নাহি তার ভয়;
রাজার পদ্ধতি রাজার মন[illegible],
তাই বুঝি সাধ হয়েছে এখন!
[illegible] ভারতনামে।
জগত ব্যাপিয়া হিন্দুর সুযশ
তাহে এ কলঙ্ক প্রদানে সাহস?
সতী কি ধরিবে গণিকার বেশ?
অবলার প্রতি এই উপদেশ?
বেণুর স্বননে, চাঁদেরি কিরণে,
শুনিব কাননে, হেরিব গগনে;
মরিব না হয়! হৃদয় ফাটিয়া,
যাপিব জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া!

বিধির মহিমা করিব কীর্ত্তন,
ভারতের যশ করিব বর্দ্ধন।
বল বল বল কেঁদনা কেঁদনা,
রমণীর সদা ইহাই বাসনা;
বিধবার মনে ইহাই প্রধান,
পতিপদযুগ সে শুভ বয়ান;
সরল অধর সরল নয়ন;
সরল সুহাস মানসরঞ্জন;
স্মরিয়ে সদাই মনের উল্লাসে
হাসিব গাইব গরিমা প্রকাশে।
লিখিবে তখন কতই লেখক,
বলিবে তখন কতই যুবক—
"পতিহীনা অই ভারতকামিনী,
পতিবিনা অই ভারত-রমণী;
মরি কি দুর্গতি অবলা বলে!

"হিন্দু কুলাঙ্গার ধিক্ দুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
মরি সে যৌবন হায়রে এখন!
অঙ্গের ভূষণ কোথা বিলেপন।
কিরূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে,
কবরী-বন্ধন পড়েছে এলায়ে।
দেখ গো সকলে ভারত-কামিনী,
পতিহীনা অই ভারতরমণী
হায় রে এমন অবলা বলে!"
তখন গরবে মনের উল্লাসে,
ধরিব লেখনী বলিব প্রকাশে;
ইহারাই সতী ভারত-সৌরভ,
অবনীর সার ভারত গৌরব।
ভারতের কোলে ইহারাই সতী,
পতির প্রণয়ে ইহাদেরি মতি,
জানে না কখন গণিকার আশ,
গণিকার বেশ গণিকা-বিলাস।
বিধবাবিবাহ রহে কি তাই?

ইহারাই সতী ভারতললাম,
প্রেমের মাহাত্ম্য সতীত্বের ধাম।
বলিয়া উল্লাসে দেখিব আপনি,
দেখিব তখন কে ধরে লেখনী;
ঘুচাতে জগতে ভারত-গৌরব,
জগত-বিখ্যাত সতীত্ব-সৌরভ।
বলনা ঈশ্বর দয়ার সাগর?
তুমিই কেশব গুণেরি আকর,
কে সবে বলো না হেন কুলাচার?
বিধবাবিবাহ করো না প্রচার,
তুমিই ভূদেব ভারতের দেব,
অজ্ঞান বালায় করো গো ক্ষমা।

শান্তিপুর। শ্রীমতী কামনা দেবী।

বিরহিণী।

তিমির-বসন পরি, দিনান্তে শর্ব্বর,
আবরিলা দশদিক অন্ধকার করি;
নিশীথ-রজনী, নিদ্রিত সব,
নীরব সকল, স্তম্ভিত ভব,
সভয় অন্তরে, শ্মশান প্রান্তরে,
এ সময় আছি, নাহি বান্ধব!

ঘন-ঘটা-সমাচ্ছন্ন, সুনীল গগন,
খেলিছে বিদ্যুৎ তাহে সহাস্য বদন;
গর্জ্জিছে জীমূত ভীষণ নাদে
তটিনীর নীর নাচে আহ্লাদে,
এরূপ দেখিয়া, ভয়ে কাঁপে হিয়া
বদন মলিন হল বিষাদে।

হেন কালে একি! শব্দ শ্রবণবিবরে
করিল প্রবেশ,—সেই শ্মশান প্রান্তরে
"হা নাথ! হা নাথ! কোথায় গেলে
অভাগিনী ভাসে নয়নজলে,

যদি প্রেমময়, যাইবে নিশ্চয়,
কেন নাহি তবে আমায় নিলে ?”

হায় ! হায় ! একি শুনি মায়াবিনী-স্বর ?
অথবা রাক্ষসী এই শ্মশান-ভিতর।
হৃদয়-বিদীর্ণ করিছে স্বর
পিয়িতে শোণিত ? অথবা নর
হায় ! প্রিয়বর, করে আর্ত্তস্বর
শোকের প্রবাহে হয়ে কাতর ?

একি রে প্রকৃত ? কিম্বা শ্রবণের ভুল ?
কিছুই বুঝিনা, বড় হৃদয় আকুল।
সহসা গমন উচিত নয়,
দেখি দেখি পরে আর কি হয়,
পুনঃ সেই বাণী, যদি কর্ণে শুনি
যাইব সমীপে,—কিসের ভয় ?

আবার আবার সেই আর্ত্তনাদ স্বর,
কাঁপায়ে শ্মশানস্থল অদূর প্রান্তর,
ভেদিয়ে অম্বর গিরি-হৃদয়,
শোক-বজ্র-ধ্বনি ধ্বনিত হয় ;
শুনি সেই স্বর, কাঁপিল অন্তর,
শ্মশান ভিতরে হইনু উদয়।

যথা হ’তে শোক-অশ্রু করি আহরণ,
ভ্রমিছে সকল স্থানে মলয়-পবন,
উৎকণ্ঠিত চিতে আশু গমনে,
উপজিনু সেই সমাধি স্থানে,
শার্দ্দূল - শ্বাপদ - পিশাচ - দ্বিরদ,
সতত বিরাজ করে যেখানে।

হিংস্র-জন্তুসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর স্থান,
শব-দেহ, শব-মুণ্ড ভয়াল শ্মশান ;
নৃমুণ্ড - মালিনী শব-আসনে,
খট্বাপরে, অট্ট হাসি বদনে,
পিশাচ - সঙ্গিনী করাল - বদনী
বিধবা।।বগাহ শএকি রে হেরি এখানে !!

মলিন বদন নারী বিলোলিত কেশ,
ক্রোড়াসনে শব-মুণ্ড ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
কপোল রাখিয়া জানুর পরে,
বিষাদিনী,—অশ্রু সতত ঝরে,
হা নাথ! বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া
শোকের প্রবাহে রোদন করে।

ভাঙ্গিয়াছে শাঁখাপাটী, বলয়, কঙ্কণ
উন্মোচন করিয়াছে অঙ্গের ভূষণ,
মলিন-অঞ্চলে বিষণ্ন-মুখে
বসিয়া, দহিছে পতির শোকে,
গালে দিয়া হাত, চিন্তে প্রাণনাথ,
ঝরিছে নয়ন বিরহ-দুখে।

সঘনে নিশ্বাস বহে, অনল সমান,
পতি-গত-শোকানলে দহিছে পরাণ,
লাবণ্য-মধুর-সুসিগ্ধ মুর্ত্তি,
বিমল-বদনে উজ্জ্বল স্ফূর্ত্তি,
কমলিনী সমা, রূপে নিরুপমা,
পতি চন্দ্র-বিনে বিশীর্ণা অতি।

কামিনী-মানস-সরে, মরাল মতন,
সুশোভিত ছিল পতি মানস-রঞ্জন;
কালেতে মরাল সে স্থান ছাড়ি
উড়িল; দারুণ-বিচ্ছেদে নারী
বিষণ্ন অন্তরে, শ্মশান-ভিতরে,
অনিবার ফেলে নয়ন-বারি।

জ্বলিছে অদূরে তার প্রচণ্ড দহন,
বিভীষিকা ভয় কত করে উদ্দীপন,
নির্ভয়ে বসিয়া নবীন বালা,
আপনি ভোগিছে আপন জ্বালা,
কখন উদাস, কখন হুতাশ,
ফণী মণি-হারা মন উতলা।

হেনকালে প্রভঞ্জন মৃদুল গমনে
উপনীত হল সেই বিরহি-সদনে,

হেরিয়া তাহারে অতি সাদরে,
জিজ্ঞাসিলা ধনী কাতর স্বরে,
"শুন হে পবন, হৃদয়-রতন
দেখিয়া থাকিলে, বল আমারে।

"সর্ব্ব ঘটে, সর্ব্ব স্থানে, তব যাতায়াত,
বল হে পবন সত্য কোথা প্রাণনাথ?
শুন হে অনিল ধর বচন,
বঁধুর সমীপে কর গমন,
বহিয়ে তাঁহার, বাক্য সুধাধার,
সুশীতল কর মোর জীবন।

"কোথা যাও? কোন দেশে? কিসের কারণ?
বল বল সত্য বল মলয়-পবন?
কেন নিরুত্তর বল হে বল?
দর দর পড়ে নয়ন-জল,
আমি অনাথিনী, পতি বিরহিণী,
ভিজাই কাঁদিয়া শ্মশানস্থল।

"বলিলে না; যাও তবে মেদুর অনিল,
আহরণ করি মম নয়ন-সলিল,
ছড়াও সর্ব্বত্র এই বলিয়া,
বিরহিণী বালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভিজাইছে ধরা, তার অশ্রুধারা—
বেড়াইছি ক্ষিতি সঙ্গে লইয়া।"

ক্রমশঃ।

শ্রীমতী বঙ্গবালা।

২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।]　　　　[পৌষ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১৷০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৶০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ... .. ৶০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... ／০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

রমণী-হৃদয়।

এই বিশ্বসংসারে রমণীহৃদয় তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক কোমলতা, সরলতা, ধর্ম্ম-ভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া রমণীহৃদয় মনুষ্য-সমাজে যে এতাদৃশ আদরণীয় হইবে ইহা বিচিত্র কি। এইরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে হৃদয়ের বশবর্ত্তী হইয়া নারী-গণ জগতের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বৃদ্ধি করিতে সতত যত্ন করিতে-ছেন, যাহার প্রভাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মঙ্গল সাধন হইতেছে, তাহা যে অতি আশ্চর্য্য পদার্থ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সকল কালে, সকল দেশে এবং সকল অবস্থাতেই নারীদিগের অন্তঃকরণের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকাই হউক বা যুবতী হউক, প্রৌঢ়াই হউক বা বৃদ্ধা হউক, সকল অবস্থাতেই রমণীহৃদয়ের কোমলতা দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট বালিকাগুলি স্বকীয় ভ্রাতাভগিনীদিগকে কিরূপ আদর ও স্নেহের সহিত ব্যব-হার করিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। সমান বয়ঃপ্রাপ্ত বালকবালিকাদিগের মধ্যে শেষোক্তদিগের হৃদয় কত অধিক পরিমাণে স্নেহপূর্ণ থাকে তাহা বলা বাহুল্য। যৌবনকালে মাতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া সেই বালিকাগণ স্বীয় সন্তানগণের প্রতি কি অপূর্ব্ব স্নেহ বিস্তার করে। ক্রোড়ে শিশুকে রাখিয়া জননী প্রেমভরে যেরূপে শিশুর প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টি করিতে থাকেন তাহা দেখিলে একবারে স্বর্গসুখ অনুভব হয়। আর সন্তানের বয়সের সহিত মাতার স্নেহ কি বিচিত্ররূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন সন্তানের সহিত দেখা না হইলে জননীর হৃদয় কিরূপ ব্যাকুলিত হয়। তখন সন্তানের নামে নিন্দা শ্রবণ করিলে মাতার হৃদয় কীদৃশ ব্যথিত হয়। আবার সন্তানের প্রশংসাবাদে মাতার মনে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়। পুত্রের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত জননী কতদূর ক্লেশ স্বীকার করেন। পুত্র পীড়িত হইলে

স্বয়ং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিরূপে সন্তান আরোগ্যলাভ করিবে, ইহা ভাবিয়া মাতার প্রাণান্ত হয়। তখন পুত্র দোষী কি নির্দ্দোষী পাপী কি ধার্ম্মিক ইহা ভাবিয়া মাতার যত্নের বৈলক্ষণ্য হয় না। বরং শারীরিক বা মানসিক দোষবিশিষ্ট হইলে পুত্র মাতার নিকটে বিশেষ আদর ও যত্নের পাত্র হইয়া থাকে। আর কেবল পীড়িত অবস্থাতেই বা কেন, সকল সময়েই দুর্ব্বল বা কোন প্রকার ব্যাধিপ্রযুক্ত অসমর্থ সন্তানেরা মাতার নিকটে অধিক স্নেহভাজন হয়। স্বাভাবিক কোমল নারী-হৃদয় এ সকল অবস্থায় অধিকতর কোমলতা প্রকাশ করে।

পিতার অপত্যস্নেহ অপেক্ষা মাতার অপত্যস্নেহ কতদূর প্রগাঢ় দেখা যায়। পিতা সকল সন্তানদিগকে ভাল বাসেন বটে কিন্তু ইহাদিগের সকলকে সমানরূপে ভাল বাসেন না। কাহাকেও বা অধিক পরিমাণে স্নেহ করেন, কাহাকে বা তাদৃশ নহে। কিন্তু মাতা সকল পুত্রকে সমানরূপে দেখেন। এটী বিশেষ গুণসম্পন্ন এ নিমিত্ত ইহাকে বিশেষরূপে ভালবাসা উচিত, এরূপ ভাব মাতার মনে উদয় হয় না। সকল সন্তানগুলিকে সমানরূপে ও আতিশয্যের সহিত স্নেহ করিতে দেখিলে মাতার হৃদয়কে অক্ষয় স্নেহভাণ্ডার বলিয়া বোধ হয়। পতির প্রতি পত্নীর কি অসামান্য প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায়। পতি পত্নীকে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়াও তাহার প্রণয় দূরীকৃত করিতে পারে না। পতি অশেষবিধ দুশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেও পত্নী তাঁহার প্রতি কঠিন-হৃদয়া হইতে পারে না। কে না জানে কত কত পতি ধর্ম্মপথ বহির্ভূত হইয়াও স্ব স্ব পত্নীদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু পত্নীদিগের সামান্য দোষ হইলে পতিরা কিরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। অধিক কি কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া স্বামীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতে অল্প ত্রুটি হইলে স্বামী মনে মনে কীদৃশ বিরক্ত হয়েন। পুরুষজাতির সকলেই এরূপ তাহা আমরা বলিতেছি না। অনেকেই পত্নীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে

পারেন ও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা কত অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদিগের কতগুলি স্ত্রীলোকের ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারেন? তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্নীদিগকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রণয়ের সহিত তাঁহাদিগের রমণীগণের প্রণয় তুলনা করিলে তাঁহাদিগের প্রণয় অনেকাংশে ঐন্দ্রিয়িক বলিয়া বোধ হয়। পত্নী-বিয়োগ হইলে কত সংখ্যক সেই পত্নীদিগকে স্মরণ রাখেন? পত্নীর মৃত্যুর অবিলম্বেই তাঁহাদিগের অনেকেই পুনরায় পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেকেই বলিবেন আমাদিগের এরূপ করিবার বিশেষ কারণ থাকে। আমরা সে সকল কারণ জানিতে ইচ্ছা করিনা। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্নীদিগকে যেরূপ ভাল বাসিতেন তাহা তাঁহাদিগের আচরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। যে পত্নীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা জ্ঞান করিয়া তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত-পরেই পুনঃ পাণিগ্রহণ করিতে যাহাদিগের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা আপন আপন হৃদয়ের বিশেষ প্রশংসা কিরূপে করিতে পারেন, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। অনেকেই বলিতে পারেন স্ত্রীলোকদিগের এরূপ পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারাও স্বামীবিয়োগে এইরূপ পুনঃ পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন। আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। বাস্তবিক অনেকানেক বিধবাদিগের পাতিব্রত্য দেখিলে সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা। সহমরণে কত শত রমণীরত্ন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পুরুষ পত্নীর মৃত্যু সময়ে তাঁহার সহিত এক চিতায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ইহাতে রমণী-হৃদয়ের বিশেষ শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে নারীগণ পুরুষদিগের নিমিত্ত যাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে, পুরুষেরা তাহাদিগের নিমিত্ত সেই ক্লেশের শতাংশের একাংশও স্বীকার করে নাই।

বাস্তবিক স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া পরোপকার করা যদি প্রকৃত

প্রণয়ের প্রধান চিহ্ন হয়, তাহা হইলে রমণী-হৃদয়ে যাবতীয় প্রকৃত প্রণয় দেখা যায়। আপনাদিগকে কষ্ট দিয়া পিতা কি পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী বা অপর জনের সুখসাধন করিতে নারীদিগকে যেরূপ যত্নবতী হইতে দেখা যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষদিগের হৃদয় অপেক্ষা নারীদিগের হৃদয় অনেকাংশে অধিক কোমল। অধিক কি নারীগণ স্বভাবতঃ পুরুষাপেক্ষা ভীরু ও ক্ষীণ হইয়াও বিপদের সময় অধিকতর সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। যে সকল সময়ে অসমসাহসিক পুরুষেও ধৈর্য্যচ্যুত ও ভয়াক্রান্ত হইয়া যায়, সেই সময়েই ভীরুস্বভাবা নারী প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব ও কার্য্যদক্ষতার সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। রমণী-হৃদয়ের কোমলতাই তাহার কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যেও এরূপ ভাব দৃষ্ট হয়। যে সকল পশুরা স্বভাবতঃ ভীরু ও দুর্ব্বল তাহাদিগেরও স্ত্রীজাতিরা অপত্যের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। বৃথা বীরত্ব দেখাইতে নারীগণ ভয় পাইতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদিগের হৃদয়ও বীররসে পরিপূরিত হইয়া থাকে। দিল্লীর সম্রাট্ আল্লাউদ্দীন চিতোর জয় করিয়া তথাকার রাজা ভীমসিংহকে কারাগারে বদ্ধ করিলে পদ্মিনীনাম্নী চিতোরাধিপতির পত্নী স্বামীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যাদৃশ সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। দুর্ব্বল রমণীদিগের সাহসের ও পরোপকারিতার আর একটী দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিতেছি। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ইউ-রোপে 'ক্রাইমিয়ন ওয়ার' নামে এক মহাযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অনেক ব্যক্তি আহত হইয়া সমুচিত যত্ন ও পর্য্যবেক্ষণা অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল। ইংলণ্ডে এই সংবাদ দেওয়ার পর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন সুচারু উপায় স্থির করিতে পারিল না। অব-শেষে ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল্ নাম্নী একটী রমণী বিদেশে স্বদেশীয় লোকদিগের দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আর কতিপয় ভদ্র-

বংশীয়া স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং ক্রাইমিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া প্রতি চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া সেনাদিগের যেরূপ সাদরপরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া জগতের সকলেই বিস্মিত হইয়াছে। সামান্য জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া বীরতা প্রদর্শন অপেক্ষা নাইটিংগেলের সদয় পরোপকাররূপ বীরতা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। খ্যাতিলাভেচ্ছায় অনেকেই সাহস প্রকাশ করেন এবং প্রশংসালাভের নিমিত্ত অনেকেই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু দয়াবতী নাইটিংগেলের ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারে ব্রতী হইতে নারী ভিন্ন অপর কাহারই সাধ্য নাই।

নারীগণ কেবল পতি বা পুত্রকে ভাল বাসিয়া ক্ষান্ত থাকেন, এমত নহে। পিতা মাতার প্রতি কন্যাদিগের যাদৃশ স্নেহ দেখা যায়, পুত্রদিগের তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশ স্নেহ দেখা যায় না। স্ত্রীলোকদিগের প্রণয় সর্ব্বতোগামী দেখা যায়। পুত্র, পিতামাতার প্রতি যত স্নেহ প্রকাশ করুক না কেন, কন্যার স্নেহের সুন্দর মধুরতা তাঁহার স্নেহে দেখা যাইবে না। বাস্তবিক স্ত্রীলোক ভিন্ন অপর কেহ তাদৃশ মনোহর স্নেহ বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। ইতিহাসে নারীর কমনীয় পিতৃ-স্নেহের ভূরি ভূরি উদাহরণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে দুইটির আমরা উল্লেখ করিব, প্রথমটীর কার্য্যক্ষেত্র ইটালী, দ্বিতীয়টীর, আসিয়াটিক রুসিয়া অর্থাৎ সাইবেরিয়া। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার দুই বা তিন শতাব্দ পূর্ব্বে সিসিলীদ্বীপে সিরাকিউস্ নামে নগরে ডায়নিসস্ নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ডায়নিসস্ একদা একটী গ্রীস্‌দেশীয় বৃদ্ধ বীরকে* আপনার রাজ্যে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কারাগারে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেওয়া হইত। অধিক

* এই বীরের নাম টাইমলিয়ন্ ছিল। প্লুটার্কের 'জীবন বৃত্তান্তে' এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা দেখা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপিও ঐ পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ হয় নাই।

কি ঐ বৃদ্ধের ক্লেশের নিমিত্ত তাঁহার আহারসামগ্রী পর্য্যন্ত বারণ হইয়াছিল। বৃদ্ধের একটী মাত্র কন্যা ছিল ডায়নিসস্ সেই কন্যাটীকে প্রত্যহ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কন্যা পিতার জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া স্বীয় শিশুকে অন্ন-সামগ্রী খাওয়াইয়া কারাগার মধ্যে প্রবেশ করতঃ পিতাকে আপনার স্তন্য দুগ্ধ পান করাইতেন। এইরূপে প্রত্যহ স্তন্য পান করাইয়া পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে পিতা কারাবাস হইতে মুক্ত হইলে তাঁহার সহিত স্বদেশে প্রতিগমন করেন। বোধ হয় সেই বীরের কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্র থাকিলে, তাঁহার কোন প্রকারে জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অপর উদাহরণটী এইরূপ। ইউরোপীয় রুসীয়ায় প্রেস্কোভিয়া নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। একদা নিরপরাধে সম্রাট্ তাঁহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। মহাশীতবশতঃ সর্ব্বদা তুষারাবৃত সাইবেরিয়া প্রদেশে তিনি স্বীয় পত্নী ও এলিজেবেথ্ নাম্নী একটী অষ্টম বা নবমবর্ষীয়া কন্যাকে সমভিব্যাহার করিয়া কিছুকাল কষ্টে দিনপাত করেন। যাহাদিগকে দাসদাসীরা সতত পরিচর্য্যা করিত, যাহাদিগের আহারসামগ্রী প্রভৃতি নানাবিধ সুখকর বস্তু অনায়াসলভ্য ছিল, তাহাদিগকে স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জীবিকোপার্জ্জনের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইল। যাহারা সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত তাহাদিগকে শীতকালে বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হইল। এইরূপে তাহাদিগের ক্লেশের আর ইয়ত্তা রহিল না। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে এলিজেবেথ্ এক দিবস পিতামাতার কথোপথন হইতে তাহাদিগের দুঃখ বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগের দুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরদিবস পিতার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পিতামাতার অনুমতি লইয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থে মস্কাউ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি

নানাবিধ বন্য জন্তুপরিপূর্ণ ভয়ানক কানন দিয়া নির্ভয়ে গমন করিয়া এলিজেবেথ্ অবশেষে রুসিয়ায় পদার্পণ করেন। তৎপরে সম্রাটের সহিত বহুকষ্টে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পিতামাতার অসীম ক্লেশ অবগত করাইলে সম্রাট্ তাহাদিগকে স্বদেশ প্রত্যাগমনে আদেশ করিলেন। এলিজেবেথ্ পুনরায় সাইবিরিয় গমন করিয়া পিতাকে স্বদেশে আনয়ন করিলেন। পিতার দুঃখ মোচনার্থ বালিকা এলিজেবেথ্ কি পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না।

যথার্থ নারীর হৃদয়ের গুণব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। রমণীহৃদয়ের অমৃতময়ী ক্ষমতা না থাকিলে আমাদিগের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিত না। পৃথিবীর অশেষবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হতাশ হইলে মাতা বা পত্নী বা ভগিনীর সস্নেহ মধুরালাপ ও সাদর পরিচর্য্যা কর্ত্তৃক আশা সমুচয় পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। সত্য বটে কোন কোন দেশের সামাজিক পদ্ধতির দোষে তথাকার নারীদিগের হৃদয়ের সম্পূর্ণ মাধুরী দৃষ্ট হয় না; এবং সতত প্রতারিত হইয়া বা নিতান্ত কুশিক্ষা প্রযুক্ত তাহাদিগের সরলতার পরিবর্ত্ত হইতে পারে। এরূপ হইলেও তাহাদিগের কোমলতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বোধ হয় বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিরক্ষণের নিমিত্তই নারী-হৃদয়কে এইরূপ করিয়াছেন।

কল্পনা ও কবি।

১

কল্পনে! তোমারে লয়ে এ বিশ্বের ভিতরে
কত লোক কতভাবে প্রতিক্ষণে বিচরে।
চড়িয়া মানস রথে, প্রবেশে অগম্য পথে,—
স্বয়ং না পারে যথা পশিবারে কাতরে।
কেহ বা সাগর-তলে, কেহ বা মেঘের কোলে,
কেহ বা আরোহে গিয়া নভস্পর্শি ভূধরে
কেহ বা ধরারে কাটি, দেখে পাতালের মাটী,
কেহ বা প্রবেশ করে অন্ধকার গহ্বরে।

২

কেহ বা তোমার সনে প্রবেশে নিবিড় বনে,
কেহ বা তোমার বলে হেঁটে যায় আকাশে ;
কেহ বা তোমারে লয়ে উড়ে যায় নিরভয়ে,
ভারী শরীরের ভর চাপাইয়া বাতাসে ;
তোমার মায়ায়, সতি, সুদরিদ্র কোটি-পতি,
হতাশ বিশ্বাস করে, সুধু তব আশ্বাসে ;
তুমিই কৌশল করি, (কি জানি—কিরূপ ধরি,)
মুমূর্ষু জনেও আশা দাও প্রতি নিশ্বাসে।

৩

তোমারে সহায় ক'রে কবিরা পরের তরে,
অনাহারে অনিদ্রায় কাল কাটে ভ্রমিয়া ;
শরীরে যতন নাই, চিন্তাশীল সর্ব্বদাই,
নিদ্রারে তাড়ায় দূরে পরতরে জাগিয়া।
সদা পাগলের মত, তোমা সহ কত শত
কি যে গড়ে—কি যে ভাঙ্গে—কি যে গড়ে ভাঙ্গিয়া,
দিবা নিশি কি যে বকে, দিবা নিশি কি যে দেখে,
দিবা নিশি কি যে ভাবে, মনোভাবে মজিয়া।

দিবা নিশি কি যে করে সন্তরি আনন্দ-সরে,
তুমি বই—সেই বই কে বুঝিতে পারিবে ?
কবির মুখের কথা — কবির সুখের গাথা
কবি জানে—তুমি জান—অন্য জনে নারিবে।
তোমার প্রসাদে, দেবি! নশ্বর জগতে কবি
অনশ্বর ছবি সম চিরকাল থাকিবে ;
যত দিন রবে তুমি, যত দিন রবে ভূমি,
মরে ও অমর হয়ে কবিকুল বাঁচিবে।

৫

স্বর্গীয় করুণা তব কবিদের হৃদয়ে
হেম থালে ফুল সম সদা থাকে শোভিয়ে।
তোমারি প্রসাদ শুধু, সুকবি-স্বর্গীয় মধু,
দগ্ধ জগতের কাণে সদা দেয় ঢালিয়ে।
দয়া না করিলে তুমি, এ নিখিল ধরা-ভূমি,
(কি সন্দেহ ?) থাকিত গো, কবিশূন্য হইয়ে।
এক মাত্র তুমি বই, কবির কেহই নেই,
সর্ব্বত্যাগী কবি শুধু তব পদ লোভিয়ে।

৬

কবিরে বাণীর দয়া তোমারই কারণে;
দামিনী কি হাসে কভু কাদম্বিনী বিহনে ?
কুসুমে যেমতি মধু, আকাশে যেমতি বিধু,
তোমাতে তেমতি বাণী হাসে বীণাবাদনে।
কল্পনে গো, বলি তাই, তোমা ছাড়া কেহ নাই
দরিদ্র কবির এই অসহায় ভুবনে।
দরিদ্র হয়েও কবি, আয়ত্ত করেছে সবি,
কিছুই অভাব নাই, লভি তব চরণে।

৭

তুমিই কবির ধন, তুমিই কবির মন,
তুমিই কবির প্রাণ, সুখ, যশ, বাসনা;
তুমিই কবির, দেহ, তুমিই কবির গেহ,
তুমিই কবির, মতি, সুধামুখী রসনা;
তুমিই কবির তন্ত্রী, তুমিই কবির মন্ত্রী,
তুমিই কবির, কণ্ঠে মহামূল্য গহনা;
তুমিই কবির রাজ্য, তুমিই কবির কার্য্য,
তুমিই কবির পুন রোগ, শোক, যাতনা।

৮

কে চিনিত বেদব্যাসে, কে চিনিত কালিদাসে,
কে চিনিত বাল্মীকিরে, কে চিনিত হোমারে।
কে চিনিত চণ্ডীদাসে, কে চিনিত কৃত্তিবাসে,
কে চিনিত ড্রাইডন, বায়রন্, চসারে?
শ্রীমুকুন্দ মহাকবি—বঙ্গের উজ্জ্বল রবি—
তুমি না চিনালে পরে, কে চিনিত তাঁহারে,
সেক্সপীর, মিল্টনে, মাঘ, ভট্টনারায়ণে—
কেহ কি চিনিত, দেবি, এ ধরণী-আগারে?

৯

আজিও অমর জ্যোতি দেখা'ত কি বিদ্যাপতি,
শাদী, শেলি, টাসো, পোপ, কাউপার প্রভৃতি
জাগিত কাহার মনে, কেই বা এ সব জনে
স্মরিত?—ঢাকিত মন এত দিনে বিস্মৃতি।
বররুচি, ভবভূতি, হাফেজ পারস্য-জ্যোতি,
ভারত, ঈশ্বর, মধু বঙ্গকবি প্রভৃতি,
চাঁদ কবি, জ্ঞানদাসে, ভারবী, তুলসীদাসে
রাখিত কি মনে গাঁথি আজিও এ জগতী?

১০

কল্পনে! এ সব কবি তব দয়া লভিয়া;
আজিও মানব-মনে রয়েছেন জাগিয়া।
কত কাল গত হ'ল, কত দিন ঘুরে এল,
কত কাল কালক্রমে ক্রমে যাবে চলিয়া,
সূর্য্যদেব কতবার উঠেছেন, কতবার
উঠিবেন নীলাকাশে দীপ্তমুখ হইয়া।
এ সব কোবিদগণ তাঁর সহ অনুক্ষণ
জেগেছেন নর-মনে—রহিবেন জাগিয়া।

১১

নরদেহধারী যদি থাকে কোন দেবতা,
কবিই সে দেব তবে, নাহি তার অন্যথা।
পরশ-মণির স্পর্শে লৌহে হেমগুণ অর্শে,
কল্পনা দেবীর গুণে কবি ভূমি-দেবতা।
কি কাজ স্বর্গের দেবে, কি লাভ তাঁদিগে ভেবে,
জানা আছে তাঁহাদের নরে যত মমতা;
জানা আছে তাঁহাদের দৈব পরিচয় ঢের,
জানা আছে তাঁহাদের যত দূর ক্ষমতা।

১২

যড়বিংশ বর্ষ প্রায় আমার চলিয়া যায়,
স্বর্গের দেবতা আজো না দেখিনু নয়নে;
ঘোর বিপদের কালে আশ্বাসের কথা বলে,
স্বর্গের দেবতা কেউ আছে কি এ ভুবনে,
পড়েছি অনেক দুখে, আজো দুখ শত মুখে
হৃদয় চূর্ণিছে মোর সুদারুণ চর্ব্বণে,
যন্ত্রণার দায়ে পড়ে কত ডাকি করযোড়ে,
নিষ্ঠুর স্বর্গের দেব, নাহি চায় নয়নে!

১৩

কিন্তু গো কল্পনে, এই ভূমিতল মাঝারে
তব ভক্ত কবিকুল অহর্নিশ আমারে,
বাজায়ে মধুর বীণা বরষে সুখের কণা,
তেমন সুখের ধারা বরষিতে কে পারে?
কবিই আমার মতে দেবতাই এ জগতে,
কবি বই দেব নাই মম স্থূল বিচারে।
দুখের সংসারে সুখ থাকে যদি একটুক,
কবিই সে সুখদাতা, সুধা ঢালে সুধারে।

১৪

যিনিই প্রকৃত কবি তিনিই দেবের ছবি,
সেই স্বর্গ যেই খানে কবিকুল নিবসে;
যেই খানে কবি নাই, সেই নরকের ঠাঁই,
দ্বিতীয় নরক নাই, জাগতিক প্রদেশে।
অমৃত যদ্যপি থাকে, তাও সে কবির মুখে,
পদ্ম যদি থাকে তাও কবি চিত্ত-সরসে;
দুখের সংসারে সুখ থাকে যদি একটুক,
কবিই সে সুখ-ধারা মরমেতে বরষে।

১৫

চাহি না স্বর্গের দেব—দেখিতেও চাহি না;
বেঁচে থাক্ কবিকুল, এই মম কামনা।
অবিরত কবিগণে দিব্য দয়া বরিষণে
কৃতার্থ কর গো তুমি দয়াময়ি কল্পনা!
কবিই আমার মতে দেবতাই এ জগতে,
বেঁচে থাক্ কবিকুল, এই মম কামনা।
কবিরে দেবতা জ্ঞানে অবিরত শ্রদ্ধাসনে,
য দিন বাঁচিয়া রব, করিব গো অর্চ্চনা।

ক্রমশঃ।

বর্ত্তমান সমাজ।

মহারাণীর ভারতীয় প্রতিনিধি লর্ড লীটনের পিতা বুলয়ার লীটন স্বরচিত কাব্যের একস্থানে কহিয়াছেন যে, মানবজীবন আমোদ হইতে বঞ্চিত হউক্ আমার কথনই এরূপ ইচ্ছা হয় না, তবে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ আমোদ যেন প্রকৃত আমোদ হয়। আমরাও এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি। আমরা যোগী হইয়া বনে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের চলিত ভাষায় যাহাকে "সাধ আহ্লাদ" কহিয়া থাকে আমরা তাহার

অপক্ষপাতী নহি। কন্যাও সাধ আহ্লাদ করুক্, পুত্রও সাধ-আহ্লাদ করুক্, আমরা উভয়েরই সাধ আহ্লাদ বাসনা করিয়া থাকি।

কন্যাকে যে নিতান্ত মূর্খ ও নিতান্ত দীনহীনের ন্যায়ই অন্তঃপুরে বসিয়া থাকিতে হইবে, আমরা এরূপ ইচ্ছা করিতে পারি না। তাহারাও পুত্রদিগের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা করুক্, তাহারাও স্বামী-দিগের সহিত ভ্রমণাদি করিয়া ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করুক্, ঈশ্বর অবশ্যই এরূপ বিধান করিয়াছেন। তবে স্ত্রীরা যে স্বামীর অধীন থাকিয়া ঐরূপ করিবে তাহাও আবার স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অথবা স্ত্রী যদি পুরুষের অধীন না হইত তাহা হইলে ধরাতলের কোন না কোন ভাগে স্ত্রীদিগের সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত।

এখন বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আমরা স্ত্রী-জাতির সুখসমৃদ্ধি দেখিতেও ইচ্ছা করিয়া থাকি অথচ বঙ্গস্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজের যেরূপ অবস্থা দেখা যায় তাহাতে স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য কখনই বাঞ্ছনীয় নহে অথচ সমুচিত স্বাতন্ত্র্য প্রদান না করিলে স্ত্রী পুরুষ কাহারই ভোগলিপ্সা চরিতার্থ হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন পুরুষ স্বভাবতঃ কঠিন, স্ত্রী কোমল। পাছে ঐরূপ কঠিনতা অধিক হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা স্ত্রী-সহ-যোগে উহার অপেক্ষাকৃত কোমল ভাব রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে যে ঈশ্বরের ঐরূপ উদ্দেশ্য রক্ষিত হইতেছে না, আমাদিগকে অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্ত্রী-সাহচর্য্য আমাদের যথা-স্থলে রক্ষিত হইতেছে না।

পাঠক অবশ্যই অনুভব করিতেছেন যে, স্ত্রীদিগের কিয়ৎপরি-মাণ স্বাতন্ত্র্য দুই কারণে আবশ্যক করে। প্রথম কারণ, উহাদের নিজের আমোদ বিধান এবং দ্বিতীয় কারণ, পুরুষের কোমল

ভাব রক্ষা। আমরা কোমল শব্দে কেবল কোমলতাই লক্ষ্য করিতেছি না, স্ত্রীসহবাসে পুরুষ প্রভৃতির যে মনোহর ভাব হইয়া থাকে, আমরা তাহাকেই কোমলতা শব্দে লক্ষ্য করিতেছি আমরা আমাদের সমুদায় মনোগত আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

মনে করুন্ বঙ্গমহিলারা বর্ত্তমানে একপ্রকার কারাবদ্ধ হইয়া আছে, উহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি, তাহারাও মধ্যে মধ্যে নগরাদির ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ওরূপ ঔৎসুক্য চরিতার্থ হইলে, যে কেবল তাহাদেরই ভোগলিপ্সা চরিতার্থ হয় এরূপ নহে, তাহাদের বহুদর্শনও বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সাধারণতঃ অন্তঃপুরের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। পুনশ্চ নগরাদি দেখিবার সময়ে পুরুষদিগেরও সঙ্গে সহচর আবশ্যক হইয়া থাকে, অথচ স্ত্রী যে এরূপ সাহচর্য্যের এক জন সম্পূর্ণ উপযোগিনী তাহার সন্দেহ নাই। ওরূপ সাহচর্য্যে উভয়েরই ভোগলিপ্সা বিশুদ্ধরূপে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সকল বস্তুরই দুই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভালরও মন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মন্দেরও ভাল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভাগস্থলবিশেষে কাহারও অল্প কাহারও বা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এই মাত্র বিশেষ। তন্মধ্যে যেস্থলে মন্দের অপেক্ষা ভালর ভাগ অধিক হইয়া থাকে আমরা তাহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। অতএব যদি আমরা এরূপ প্রমাণ করিতে পারি যে, স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য হইলে তাহাদের মঙ্গলভাব অধিক হইতে পারে তবে পাঠককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে অবরোধের অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যদানই প্রশস্ত।

এখন প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমাদের মতে প্রমাণ অধিক দূর নহে, উহা প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। বঙ্গসমাজের অপেক্ষা যে ইংরাজসমাজে স্ত্রীপুরুষের "সাধ আহ্লাদ" অধিক হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। কেহ কেহ

বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজসমাজে ব্যভিচারভাগ অধিক হইয়া থাকে। আমরা স্বীকার করিলাম কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সমাজে শান্তিই যদি সর্ব্বপ্রথম গণনীয় হয়, তবে কি সে শান্তি ইংরাজ-স্ত্রীপুরুষ-সমাজে আমাদের অপেক্ষা অধিক নহে। পাঠক হয় তো কহিবেন যে, সভাস্থলে স্ত্রীগণ উপবিষ্ট হইলে পুরুষের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ঐরূপ চঞ্চলতা কমিয়া যাইতে পারে। কোন্ ব্যক্তি সভাস্থলে সাহেবের অপেক্ষা বিবীদিগকে অধিক লক্ষ্য করিয়া থাকে।

ফলতঃ আমরা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের অপক্ষপাতকারী। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে ওরূপ স্বাতন্ত্র্যের উপযোগিতা হইতে পারে না, বলিয়া আমাদের সংস্কার আছে। কারণ বর্ত্তমানে স্ত্রীদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিলে আমাদের ভোগলিপ্সার চরিতার্থতা না হইয়া বরং ব্যাঘাত হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

পানীয়।

শরীরের পক্ষে পানীয় দ্রব্যের যে বিশেষ প্রয়োজন, পিপাসাই তাহার একমাত্র চিহ্ন। শরীরের সকল উপাদান মধ্যে জলই প্রধান। সমস্ত শরীরের তিন ভাগের দুই ভাগ জল এবং রক্তের চারি ভাগের তিন ভাগ বিশুদ্ধ জল। শরীরের মধ্যে যে পরিমাণে জল থাকা আবশ্যক তাহার অল্পতা হইলেই পিপাসা উপস্থিত হয় এবং জল পান করিয়া আমরা তাহা নিবৃত্তি করি। ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসার যাতনা অধিক বোধ হয়। অনাহারে বরং কিছুদিন জীবিত থাকা যায় কিন্তু জলপানে বঞ্চিত হইলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র মৃত্যু হয়।

শরীরের জলীয় ভাগ ত্বকের অসংখ্য লোমকূপ দ্বারা ঘর্ম্মাকারে, ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বাষ্প-আকারে এবং মূত্রাশয় দ্বারা মূত্ররূপে নিয়ত

শরীরহইতে নির্গত হইতেছে। অধিক পরিশ্রম করিলে বা উত্তাপিত হইলে শরীর হইতে জলীয় ভাগ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পিপাসার বৃদ্ধি করিয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাদির আতিশয্য-বশতঃ শীতকাল অপেক্ষা অধিক জল পান করিতে হয়। পিপাসা উপস্থিত হইলেই জল পান করা কর্ত্তব্য কিন্তু অধিক পান করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। পাকস্থলীতে জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক হইতে পারে না। জল বিলক্ষণ দ্রাবক। অজীর্ণ দোষ জন্য কষ্ট হইলে উপযুক্ত পরিমাণে জল পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু আহারান্তে, পুর্ব্বে বা আহারকালে অধিক পরিমাণে জল পান করা উচিত নয়। যে সকল শারীরিক পাচক রসের সংযোগে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়, সে সকল রস অতিরিক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইলে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পরিপাক কার্য্যের বিঘ্ন হয়।

অধিক পরিশ্রম করিয়া বা উত্তাপপীড়িত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলে তৎকালে শীতল জল খাওয়া উচিত নয়। যে সময় ত্বক হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে তখন ত্বকের দিকে রক্তের গতি হয়। এই সময় শীতল জল উদরস্থ করিলে রক্তের গতি ত্বকের দিক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয় ফুস্‌ফুস্‌ মস্তিষ্কপ্রভৃতি প্রধান যন্ত্র সকলের দিকে ধাবমান হইয়া উহাদিগকে পীড়িত করিতে পারে। এবং এই কারণে উষ্ণ পানীয় বা ভক্ষ্যদ্রব্য উদরস্থ করিবার অব্যবহিত পরে অধিক শীতল জলীয় দ্রব্য পান করা অবৈধ এবং দৈহিক পরিশ্রমের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করিলে পাকস্থলী পীড়িত হইয়া পাককার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইতে পারে।

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উষ্ণপ্রধান দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুরাপ্রভৃতি অন্যান্য পানীয় দ্রব্য অপেক্ষা শুদ্ধ জল অধিক স্বাস্থ্যকর এবং জলপানকারিদিগকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের

বিষয় এই যে, যে জল আমাদের শরীরের জীবনস্বরূপ এবং যাহার বিশুদ্ধতার উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য নির্ভর করে তাহা বিশুদ্ধাবস্থায় প্রায় পাওয়া যায় না। পুষ্করিণীর আবদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতাবহ নদীর জল অনেক ভাল। পল্লীগ্রামের কোন কোন দীঘি বা পুষ্করিণীর জল ভাল হইতে পারে কিন্তু জলে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উহাকে যন্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকারী ও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। যে সকল পুষ্করিণী বৃক্ষাচ্ছাদিত নহে এবং যাহার তলা বালুকাময় তাহার জল প্রায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যেরদ্বারা অধিক ব্যবহৃত হইলে উহাও ক্রমে দূষিত হইয়া পড়ে। স্রোতের উত্তম জলও বর্ষাকালে নানাপ্রকার দ্রব্যের দ্বারা মিশ্রিত হইয়া অপরিষ্কার হয়। সমুদ্রের বা উহার নিকটবর্ত্তী নদীর জল অধিক লবণাক্ত বলিয়া ব্যবহার্য্য নহে। জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে উহা বালুকা ও কাষ্ঠের কয়লার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইতে হয়। এই বালুকা ওকয়লার ভিতর দিয়া গমনকালে জলের দূষিত অংশ সকল উহাতে আকৃষ্ট হইয়া যায়, এবং জল বিশুদ্ধ হয়। এই প্রণালীতে কলের দ্বারা জল প্রস্তুত করিয়া এক্ষণে কলিকাতা ও অন্যান্য নগরীতে ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা এই বিশোধিত জলকে কলের জল বলিয়া থাকি এবং ইহা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

বামাগণের রচনা।

আর কেন?

আর কেন প্রিয়সখি কল্পনে আমার
আসিতেছ দুখিনীরে দিতে দরশন
বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার
তাই কি চিন্তিত হ'য়ে করিছ গমন।

মরিয়াছে প্রিয়সখী সন্দেহ করিয়া
তাই কি আসিছ তুমি বিষণ্ণ বদনে?
সংসারের অভিনয় গেছে ফুরাইয়া,
বাকি সুধু আছে যেতে শমন সদনে।

বহুদিন হ'তে সই রয়ে'ছি মরিয়া
তথাপি কেন রে আত্মা করে না গমন
তার তো নিগূঢ় তত্ত্ব না পাই ভাবিয়া
সন্তাপ-অনলে সুধু দহিতেছে মন।

কেন লোকে অনলেরে সর্ব্বভুক বলে
ভীষণ অগ্নির কুণ্ড অন্তরে আমার
কিবা দিবা কি রজনী অনুক্ষণ জ্বলে
তথাপি কেননা আত্মা হয় ছারখার।

প্রিয় সহচরি অয়ি কল্পনা সুন্দরি
হৃদয়-আসনে তুমি বস না আমার
কোমল কুসুম-অঙ্গ আহা মরি মরি
ভীষণ অনলতাপে হইবে অঙ্গার।

দাঁড়াও সম্মুখে তুমি অয়ি নর্ম্ম-সখি
ক্ষণেক ভুবনশোভা হ'ক বিকশিত
দরবিগলিত নেত্রে ঘন ঘন দেখি
শান্তিরসে ক্ষণকাল পূর্ণ হ'ক চিত।

একি সখি কেন বল প্রকৃতি এখন
ধরিল এ ভীম বেশ অতি ভয়ঙ্করী,
তাম্রবর্ণ সমাকীর্ণ গগন বরণ
দরশন করি কেন আতঙ্কেতে মরি!

কেন এ ভীষণ মূর্ত্তি শুন গো কল্পনে,
দেখাইছ অভাগীরে বল অনুক্ষণ,
সেই চারু বিভাবরী সেইতো গগনে
শোভিছে নক্ষত্রবৃন্দ মানসমোহন।

তুমিও তো সেই সখী কল্পনা আমার,
তবে কেন দেখাইছ এ চিত্র আবার,
মনে কর তুমিই তো কত শত বার
দেখায়েছ এই চিত্রে অদ্ভুত ব্যাপার।

যে তারকাদল আহা বিরলেতে বসি
হেরিছি মোহন মূর্ত্তি চারু দরশন,
ভেবেছি তোমার বলে ভাব-স্রোতে পশি
হবেন নক্ষত্রবৃন্দ স্বর্গের ভূষণ।

কিন্তু এবে সে সুন্দর শোভা কেন নাই,
সে মোহন চিত্র কেন করি না দর্শন;
এ মুরতি হেরি কেন সদা ভয় পাই,
চমকিয়া উঠে কেন সদাই জীবন।

নক্ষত্রকদম্ব হেরি অনন্ত গগনে,
বোধ হইতেছে যেন চূর্ণ হুতাশন
আসিতেছে অতি বেগে পৃথিবীর পানে
করিবারে দগ্ধ হায় বিরহিণীগণ।

হা নাথ! হা প্রাণপতি! নিষ্ঠুর হৃদয়
দুখিনী কি আরো জ্বালা সহিবে এখন,
অশ্রুধারা বরষিয়া জীবনের লয়
হইবে কি অধিনীর জীবনরতন।

দুখিনী কি চিরকাল এই ভাবে বসি
ঘোরতর বিভাবরী করিবে যাপন,
গভীর চিন্তার স্রোতে একাকিনী পশি
সকাতরে তব মুখ করিবে স্মরণ।

নিরাশ-সাগরে কিন্তু তব মুখ-শশী
ভাসি ভাসি মুখ ভঙ্গী দেখাইছে হায়
নাহি বদনেতে আর সেই চারু হাসি,
অট্ট অট্ট হাসি হায় দেখায় আমায়।

হা নাথ, হা প্রাণপ্রিয়, জীবনজীবন,
দুখিনী-মুরতি আর আছে কি স্মরণ
নিরাশ সাগরে আহা করিয়া বর্জ্জন
ভোলে নাই প্রিয়তম, তোমার তো মন ?

ভোলে নাই প্রিয়তম, তোমার তো মন
কেন চিন্তা হেন কথা করাও স্মরণ
"ভোলে নাই" ইহা যে গো নিশার স্বপন,
দারুণ নিষ্ঠুর তিনি পাষাণ জীবন।

নতুবা কেমন করি এত দিন হায়
ভুলিয়া আছেন নাথ হয়ে নিরদয়,
মুহূর্ত্তেক অদর্শনে গত যুগপ্রায়
গণিতেন যিনি হায় না দেখি আমায়।

কুমারীগণের মধ্যে এ অধিনী যদি
ছিল রূপহীনা ওহে হৃদয়রতন,
পরায়ে প্রেমের হার কেন গুণনিধি
নিরাশ-সিন্ধুর মাঝে করিলে ক্ষেপণ।

বলেছিলে এক দিন মনে কি হে হয়
প্রণয় — এ বর্ণত্রয় পৃথ্বীজাত নয়
ঈশ্বর স্বয়ং যেন করি সুধাময়
দিয়াছেন মানবেরে বিশুদ্ধ প্রণয়।

এই কি সে শুদ্ধ প্রেম বল না কঠিন?
প্রেমের কি পরিণাম এই কি প্রাণেশ!
দুখিনীরে একা ত্যজি—করিয়া মলিন
কেন হে দিতেছ তুমি বল এত ক্লেশ।

এই যে গভীরতম ঘোর বিভাবরী
সমস্ত নিস্তব্ধ এবে — জগত ঘুমায়
সবে মাত্র দেবদারু শন্ শন্ করি
দীর্ঘশ্বাস সহ নাথ জগত জানায়।

শূন্য গৃহে একাকিনী বসি শূন্যমনে,
কিবা ভাবি প্রাণেশ্বর গালে হাত দিয়া
এখন সে ভাব তুমি বুঝিবে কেমনে
বুঝাতাম সুকোমল হ'লে তব হিয়া।

বুঝাতে তোমাকে নাথ হবে না আমায়
তোমার হৃদয় নয় তত বজ্রময়,
যত আমি ভাবিতেছি বলিতেছি হায়!
'হা নাথ কঠিন এত তোমার হৃদয়।'

শ্রীমতী——দেবী।

বিরহিণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"বলিয়ে পবনে ধনী মুছিয়া নয়ন,
কিছুকাল মৌনব্রত করিল ধারণ;
হেনকালে এক ভীষণ ধ্বনি,
মেঘের গর্জ্জন সদৃশ শুনি,
অথবা যেমত, কুলীশ প্রপাত
সেরূপ সঘনে কাঁপে ধরণী।

সচকিতে সেইদিকে করি বিলোকন,
খড়্গাহস্তে উগ্রচণ্ডা ভীষণ দর্শন।
নাচিতে নাচিতে কামিনী পাশ
আসিয়া, করিল বিকট হাস
খাঁড়া খরশাণ, করে উত্তোলন
কভু বা বদন করে বিকাশ।

সঘনে ভীষণ শব্দ অতি ভয়ঙ্কর,
হেরিয়া কাঁপিল দেহ মানস অন্তর।
দেখিয়া তাহারে ধীর বচনে,
জিজ্ঞাসিল ধনী প্রফুল্ল মনে,
"আমি অনাথিনী, পতিবিরহিণী,
কি ভয় আমার দেহ পতনে?

"আমার হৃদয়ে ছিল একটী প্রসূন্,
জাতি যূথী গোলাপে কি আছে তত গুণ?
সু-গন্ধ যখন বিস্তার করে,
কাল-কীট পশি তার অন্তরে,
নির্ম্মূল করিয়ে, লোক উথলিয়ে,
কেমনে রহিব সে ফুল ছেড়ে।

"রমণীর পতি জ্ঞান পতি সে জীবন,
পতি যপ, পতি তপ, অমূল্য রতন।
পতি-প্রেম-তরু করি ধারণ,
আজীবন নারী করে কর্ত্তন,
সে পতি বিহনে, এ ছার জীবনে
কিবা প্রয়োজন, শুভ মরণ।

"আমি অনাথিনী নারী কি ভয় মরণে?
পতির বিহনে আর কি ফল জীবনে?
মারহ আমারে সহেনা আর
দুঃসহ - বিরহ - যাতনা - ভার,
খাঁড়া উত্তোলিয়া, কি মার আছাড়িয়া,
যেইরূপে হয় কর সংহার।

"হায়! হায়! কি বলিব দেবতারে আর,
জীবদাতা হয়ে শিব করেন সংহার।
　　সুখের সরস লেখনী দিয়া
　　লিখিতে গেলেন বিধি ভুলিয়া
　　কিবা কূট বিধি, বিধাতার বিধি,
　　দুখের কলমে থু(ই)লা লিখিয়া।

"অহে ক্রূরমতি যম নিষ্ঠুর নির্লাজ,
এই কি উচিত ধর্ম্ম অহে ধর্ম্মরাজ!
　　করিয়ে আন্ধার হৃদয়পুরী,
　　কেমনে লইলে পতিরে হরি?
　　বল হে এখন, স্বধর্ম্ম রক্ষণ
　　কি রূপেতে আমি অবলা করি?

"তীক্ষ্ণ দন্তে শুষ্ক অস্থি কর তুমি নাশ,
সতত জিঘাংসাবাদ করিবারে আশ।
　　দুগ্ধপায়ী শিশু করি হরণ,
　　কি ফল লভ হে রবি-নন্দন?
　　পুত্রশোকানলে, পিতা মাতা জ্বলে
　　কান্দে অনিবার কর লোকন।

"ধর্ম্মরাজ হয়ে কর অধর্ম্মাচরণ,
কেন তবে বৃথা নাম করিলা ধারণ?
　　জানিবে হে তুমি জানিবে সার,
　　নামের মাহাত্ম্য শুধু প্রচার,
　　যদি ধর্ম্ম চাও এ জীবন(ও) নাও,
　　থাকিতে বাসনা নাহি আমার।"

এত যদি বিরহিণী বলিল বচন,
বায়স স্বকণ্ঠ-রবে পূরিল গগন।
　　পূরব গগনে উঠিল রবি
　　আরক্তিম গোল বিশাল ছবি,
　　উরুণ উদিল, বিরহী মুদিল
　　ছাড়িল সংসার, ত্যজিল সবি।

শ্রীমতী বঙ্গবালা।

সংবাদসার।

গত ১লা জানুয়ারি তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস" বা ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধিগ্রহণোপলক্ষে দিল্লীতে একটী মহতী-যজ্ঞ অতিসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দিল্লী সহর হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে উজীরাবাদ নামে একটী অতিবৃহৎ প্রান্তরের মধ্যস্থলে এই দরবারের অনুষ্ঠান হয়। এবং এই স্থানেই রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানের মধ্যস্থলে একটী ষট্‌কোণাকৃতি গৃহ নির্ম্মিত হয়। গৃহটীর চূড়ার উপরে রাজমুকুট, তাহার নিম্নের ছাদ ক্রমশ নানাবিধ চিত্র বিচিত্র মহামূল্য বস্ত্রে আবৃত। চূড়া হইতে রসী খাটাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা-শ্রেণী উড্ডীয়মান করা হইয়াছিল। ছয় কোণে ছয়টী সুবর্ণভূষিত দণ্ড, দণ্ডের উপর দুইটী দুইটী পতাকা স্থাপিত এবং ছাদের নিম্নে চারিদিকে রেশমী-বস্ত্রে ব্রিটিশসিংহের একটী বৃহৎ ও তিনটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত। গৃহের মধ্যে ছয়টী সুবর্ণদণ্ডে বেষ্টিত একটী সুবর্ণ-রাজসিংহাসন। গৃহের চারিদিক সুবর্ণভূষিত। এই গৃহের চারি-দিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গন, পরে দুইদিকে অর্দ্ধ গোলাকার সুদীর্ঘ বসিবার স্থান। চিত্র বিচিত্র বৃহৎ বৃহৎ সামিয়ানা দ্বারা এই স্থান আবৃত এবং সুবর্ণমণ্ডিত নানাপ্রকার কারুকার্য্যে শোভিত।

বেলা দুই প্রহরের সময় তূরীবাদন হইলে মহারাণীর ঘোষণা-পত্র পাঠ হইল এবং রাজপতাকা উত্তোলিত হইল। পরে ১০১ তোপধ্বনি হইল। অতঃপর রাজপ্রতিনিধি বক্তৃতা পাঠ করিলে জাতীয় সঙ্গীত বাদন ও আনন্দধ্বনি হইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

এই দরবারে বহুবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় মহারাজা, রাজা, নবাব, সুবা ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমরা বিশেষ আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এ বৎসরের ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।] [মাঘ, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১॥০ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. ... ।৶০ আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৵০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২৲ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, স্বাধীনতার অভাব-বশতঃ দেশের প্রকৃত উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে, এবং এই স্বাধীনতাস্রোত সমাজের পুরুষসম্প্রদায় মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবাহিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। সাম্যতত্ত্বের ভঙ্গুর ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা অন্তঃপুরচারিণী বঙ্গকামিনীদিগকে পৌরুষভাবাপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর অপক্ষপাতী, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তাঁহার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদের উভয়েরই সমান অধিকার ইহাই তাঁহাদের সার যুক্তি। উভয়ের মানসিক বৃত্তি বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই তাঁহারা এই সাম্যবিধি সংস্থাপনার্থে ব্যাকুল। পরিমিত স্বাধীনতা যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু, অশেষ মঙ্গলের হেতু, সামাজিক উন্নতির প্রথম সোপান ও মনুষ্যনামের গৌরব তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত, পাছে আমরা চন্দনতরুভ্রমে বিষবৃক্ষে জলসেচন করি, কুসুমদামভ্রমে ভয়ঙ্কর বিষধরকে কণ্ঠে ধারণ করি, স্বাধীনতাভ্রমে যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিই। এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে স্বাধীনতার উপাসনা করিতে যাইয়া উৎসাহাধিক্যবশতঃ নিতান্ত মত্ত হইয়া পড়েন এবং মধ্যবিন্দুতে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া এক বা অপর প্রান্তে অপনীত হন। এইরূপে স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতেছে, এইরূপে যথেচ্ছাচারিত্ব স্বাধীনতার চাক-চিক্যময় পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এরূপ আশঙ্কা করা নিতান্ত অমূলক নহে, যে এই স্বাধীনতার উপাসনা উত্তরোত্তর প্রচলিত হইলে অচিরেই বঙ্গসমাজ মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতার আধিপত্য সংস্থাপিত হইবে।

আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহি কিন্তু সাধারণে স্ত্রী-স্বাধী-নতার যে অর্থ প্রদান করেন তাহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া আমাদের

বিশ্বাস। ভাল মন্দ যাহা শিখাইব তাহাই শিখিবে, আহার করিতে দিলে আহার করিবে, আজীবন পরিচারিকাব্রত অবলম্বন করিয়া পুরুষপরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, পুরুষদিগের সুখসাধনের যন্ত্র-স্বরূপ হইয়াও তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় থাকিয়া নারী-লীলা শেষ করিবে, এপ্রকার স্বার্থপর মতের আমরা কোনক্রমেই অনুমোদন করি না। পক্ষান্তরে মহিলাগণ অঙ্কশায়ী শিশুকে স্তন্য প্রদানে বিরত হইয়া কঠোর বিজ্ঞানের আলোচনা করিবে, কুসুম-কোমল ভাব পরিহার করিয়া রাজনীতির কূটতত্ত্বানুশীলনে নিবিষ্ট হইবে, সুকোমল হস্তে পীড়িত আত্মীয়ের সেবাশুশ্রূষা করা অপেক্ষা, সুমধুর আশাসূচক বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অপেক্ষা মহাসভায় মহাবক্তৃতা দ্বারা দেশের হিতাহিত ব্যবস্থাবিধি প্রদান করাকে গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, অথবা পারিবারিক সূক্ষ্ম সুচারু কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া সামাজিক কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, এরূপ স্ত্রী পুরুষকারী মতেরও বিরোধী। আমরা এই উভয় প্রান্তের মধ্যবিন্দুতে দণ্ডায়মান হইতে বাসনা করি।

স্বাধীনতা অর্থে আপনার অধীনতা, ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে যে সকল মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন স্বাধীনভাবে সে সকলের সম্যক্ পরিচালনা করা স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র। আমার মধ্যে যে সকল কোমলভাব আছে তাহা উপেক্ষা করিয়া আমি যদি অন্যের কঠোর প্রবৃত্তির উপাসনা করি তাহা আমার অনধিকার চর্চ্চা, আমার স্বেচ্ছাচারিতা; আমার যাহা তাহারই পরিচালনা আমার কার্য্য, অন্যের সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিবার আমার অধিকার কি? এরূপ উচ্চাভিলায় সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। স্ত্রী ও পুরুষজাতির শারীরিক বৈষম্যের সহিত প্রকৃতিগত বৈষম্যও যে প্রচুর ইহা জানি-বার নিমিত্ত পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা নাই। এই প্রকৃতিগত বৈষম্য হইতে উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের আবশ্যকতা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদ বিভিন্ন, বেশভূষা বিভিন্ন, শরীরের কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, প্রকৃতি অনেক

অংশে বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদের সামাজিক অবস্থাও যে বিভিন্ন হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বলপূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা সমান করিতে যাইয়া অনর্থক স্বভাবের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? আর এক কথা, সমাজের সুশৃঙ্খলতা রক্ষার্থে সকলেরই আপনার অপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকা উচিত; আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া অপরের সীমায় বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিলে সামাজিক বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। তন্নিবন্ধন যিনি যে কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট তাঁহার সেই কার্য্যই কর্ত্তব্য, আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপরের অংশ গ্রহণ করিবার প্রয়াস কেবল সামাজিক অনর্থের হেতু। এই প্রকার কার্য্যবিভাগ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার প্রধান উপায়।

যদি দেশের সকলেই বীরব্রত গ্রহণ করিয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইত, সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া দেশের সুনিয়ম রক্ষা কদাপি সম্ভব হইত না। অথবা যদি সকলেই মন্ত্রী হইতেন তবে শক্রশোণিতে মেদিনী রঞ্জিত করিয়া কে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিত? এই নিমিত্ত কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ যোদ্ধা, হওয়া আবশ্যক। এই নীতিতত্ত্ব আলোচনা করিলেই স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা বৈষম্যের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। পুরুষ স্বভাবতঃ উগ্র ও কঠোর, তিনি তাঁহার স্বভাবোপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকুন, নীরস রাজনীতির গভীর অধ্যয়নদ্বারা সুশাসন সংস্থাপন করুন, অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ করুন, কঠিন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা দেশের হিতসাধন করুন। পক্ষান্তরে স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ কোমল ও মাধুর্য্যময়; উগ্রতা, কঠোরতা তাঁহাদের অভিধানে নাই; বাস্তবিক বঙ্গমহিলাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সুকোমল ভাব সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্ত্রীগণ আপনাদের স্বভাবোপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেই প্রকৃতি স্বাধীনতা সম্ভোগ

করিবেন। যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুর্য্যের বিনাশ সম্ভাবনা তাহাই তাঁহাদের স্বাধীনতাপহারক। সন্তানসন্ততির লালনপালন, পারিবারিক শৃঙ্খলাবিধান, গুরুজনের পরিচর্য্যা, পীড়িতের শুশ্রূষা, সরল নীতিপুস্তক পাঠ, সুমিষ্ট কাব্য আলোচনা, নির্দ্দোষ সঙ্গীতশিক্ষা প্রভৃতি তাঁহার কার্য্য; এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যদি তিনি পৌরুষকার্য্যে ব্রতী হন সমাজে তাঁহার নিন্দা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ কার্য্যকে দাসীত্ব বিবেচনা করিয়া নারীদিগের জন্য যাহারা দুঃখিত হইবেন, তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, সূর্য্যোদয়ের সমকালেই প্রায় অর্দ্ধাশন করিয়া যাহারা তাড়াতাড়ি কার্য্যালয়ে গমন করে, সমস্ত দিন বেত্রাসনে ঋজুভাবে আসীন হইয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত হংসপুচ্ছ পরিচালনা করে এবং নির্দ্দয় প্রভুর তাড়নাচিহ্ন উভয় গণ্ডে ধারণ করিয়া পরদিবসের ভাবীলাঞ্ছনা ভাবিতে ভাবিতে বিমলিন বদনে যাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয়। যাহাহউক অনুধাবন করিলে প্রতীতি হইবে যে, উভয়েরই একরূপ অবস্থা, উভয়েই আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলেই সকল বিবাদের মীমাংসা হইবে। অপিচ নারীদিগের কোমল ও মধুর স্বভাবের ব্যভিচার হইলে সমাজ সূর্য্যকিরণমুগ্ধ মরুভূমির অবস্থায় উপনীত হইবে। কেবল উগ্রতা ও কঠোরতা চতুর্দ্দিক ধূধূ করিতেছে, কোথাও সুখ নাই, দাঁড়াইয়া শান্তি নাই, উপবেশনে আরাম নাই, এরূপ অবস্থার অপনোদনার্থে স্ত্রীদিগের কোমলতা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রীর কোমলতা পুরুষের উগ্রতার প্রতীকার। পুরুষ সংসারচিন্তায় অশান্ত ও অস্থির হইয়া পড়িলে স্ত্রীর অমৃতবর্ষী কোমল বাক্য তাঁহাকে আশার সমাচার প্রদান করিবে; কঠোর স্বভাববশতঃ সহসা ক্রোধান্বিত হইলে স্ত্রীর একটী দীর্ঘনিশ্বাস বা একমাত্র অশ্রুবিন্দু সে ভীমরুদ্র মূর্ত্তির স্থানে সৌম প্রশান্ত মূর্ত্তি আনয়ন করিবে। যে স্ত্রী এ কার্য্যে অক্ষম তাঁহার স্ত্রীত্ব নাই। পক্ষান্তরে শোকে তাপে মুহ্যমান হইলে পুরুষের

জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নারীর মুগ্ধচিত্তে শান্তিবিধান করিবে। কোন প্রকার অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পুরুষের একমাত্র অপাঙ্গ দৃষ্টি বা সতেজ ভ্রূ ভঙ্গী স্ত্রীকে প্রচুর শিক্ষা প্রদান করিবে, এ কার্য্যে যে পুরুষ অক্ষম তাঁহার পৌরুষ নাই। এইরূপে একের কঠোরতা দমনার্থে অপরের কোমলতার সাহায্য আবশ্যক। এই দুই বিষম স্বভাব অবিকৃতভাবে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে মরুভূমিতে সরিৎ প্রবাহিত হয়, বিষবৃক্ষ অমৃতফল প্রসব করে, শোকদুঃখ পরিপূর্ণ সংসার সুখের আকর হয়, পরিবার দাম্পত্য প্রণয়রসে পরিপ্লুত হয়।

কল্পনা ও কবি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৬

তোমার প্রসাদে কবি ধূলিমুষ্টি ধরিয়া,
প্রকাশে স্বর্গীয় তেজ স্বর্ণমুষ্টি করিয়া,
যেখানে কিছুই নাই, সেখানে দেখিতে পাই,
কবির তুলিকা চলে দৈব ছবি আঁকিয়া।
স্থূল বুদ্ধি যেইখানে নাহি পশে কোনক্রমে,
লৌহেকাষ্ঠ গোলা সম ফিরে আসে ঠেকিয়া,
কবি-বুদ্ধি সেইখানে, তব দৈব দৃষ্টি দানে,
অনা'সে প্রবেশ করে, স্তরে স্তরে বিঁধিয়া।

১৭

কল্পনে তোমার বলে, আকাশের উপরে
কবির অতুল শক্তি রক্ষা করে ভূধরে;
জলশূন্য মরুভূতে বহায় প্রবল স্রোতে
অশুষ্ক-সলিলা নদী নিমিষের মাঝারে;
বনেরে নগর করে, নগরেরে বন করে,
নাচায় সাগর-ঢেউ পর্ব্বতের উপরে;
ভাসায় পর্ব্বতমালা সুগভীর সাগরে।

১৮

তোমার সাহস পেয়ে, নিরভয়ে যায় ধেয়ে,
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে কবিকুল অনা'সে,
মৃগেন্দ্র, শার্দ্দূল, করি, মিষ্টভাষে আনে ধরি;
বিষমুখ সর্প লয়ে খেলা করে সহাসে।
কখন সাগর-জলে কখন সাগরতলে,
কখন ভূধর-চূড়ে, কখন বা আকাশে,
তব পদ বক্ষে ধ'রে কেবল পরের তরে,
নিজের জীবনসুখ ভুলি, ভ্রমে অনা'সে।

১৯

যে বজ্র পুড়ায়ে মারে, কবিকুল ধরে তারে
তোমার প্রসাদে, দেবি, আপনার করেতে;
যে বাত্যা গর্জ্জিয়া ক্ষণে নাশে তরুজীবগণে,
তা সহ নির্ভয়ে কবি খেলে তব বরেতে;
অমাসীর ঘোর রেতে, ভয়ঙ্কর শ্মশানেতে,
কে পশিতে পারে? শঙ্কা জাগি উঠে মনেতে,
অনা'সে দাঁড়ায়ে তথা, বিবেক-তত্ত্বের কথা
শিখায় মানবে কবি, তব দৈব বরেতে।

২০

কেবল পরের তরে কবিরা যা কিছু করে;
এমন নিঃস্বার্থ কেউ আছে কি এ ভুবনে?
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না রহিবে বাঁধা কবিদের চরণে?
কবি বই এ ধরায় দৈব চিত্র কে দেখায়,
কে আঁকে মানবচিত্র যথাযথ বরণে?
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না রহিবে বাঁধা কবিদের চরণে?

২১

পরাধীন জাতিগণে, হৃত রাজ্য উদ্ধারণে,
কে গায় বাজায়ে ভেরী বীরত্বের কাহিনী?
শোকবিহ্বলের কাণে, কে সে সুমধুর তানে,
বাজায় অমরী-বীণা, শোকদুঃখনাশিনী?
যখন অসহ্য দুখ, বিদরে পীড়িত বুক,
কবিরি মধুর বাণী হয় মর্ম্মস্পর্শিনী;
কবিরি মোহিনী মূর্ত্তি, বিতরে মানসে স্ফূর্ত্তি,
কবিরি অমরী-বীণা স্বর্গসুধা - বর্ষিণী।

২২

যদি না থাকিত কবি, মিরাণ্ডার চারু ছবি,
সরল—সরলতর কে দেখা'ত আমারে?
কে দেখা'ত, ওথেলোরে গাঢ় রঙে চিত্র ক'রে,
সন্দেহী পরের বাক্যে, ত্যজি নিজ বিচারে?
দেস্‌দিমোনার চিত্র—পতিগত সুপবিত্র—
বিনা দোষে মরিবারে পতি-অস্ত্র-প্রহারে?
কে দেখা'ত হামলেটে (যার দুখে বুক ফাটে!)
পিতৃহীন পিতৃব্যের পশু সম ব্যভারে!

২৩

যদি না থাকিত কবি, বীরত্বের চারু ছবি
দেখিতে কি পাইতাম, আজো আমি নয়নে?
বীরত্বের মহাগ্রন্থ, বীরত্বের মহামন্ত্র
রামায়ণ, ইলিয়েড্, কে দেখিত নয়নে?
ইনিস, অডিসি গ্রন্থ—বীরতার সুদৃষ্টান্ত,
বিশাল মহাভারত কে দেখিত নয়নে?
স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য চারু, বীরত্ব-রসের কারু,
দেখিতে কি পাইতাম, আজো আমি নয়নে।

২৪

যদি না থাকিত কবি, ভারতে গৌরব-রবি
একদা ছিল যে করে দশ দিক ব্যাপিয়া,
কেবা বিশ্বাসিত তায়? থাকিত স্বপ্নের প্রায়,
কাল-জলধর তারে ফেলিত রে ঢাকিয়া।
কেবল কবির গুণে, আজো সকলের মনে
সে গৌরবছবি দেখা দেয় ফের আসিয়া,
এমন কবিরে তবে কে নাহি দেবতা ক'বে,
কে বা না করিবে পুজা ভক্তিশীল হইয়া?

২৫

যদি না করিত কবি, প্রাচীন গ্রীসের ছবি,
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে দেখিতে পাইত?
যদি না থাকিত কবি, প্রাচীন রোমের ছবি
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে নয়নে হেরিত?
কবি না থাকিলে পরে, আজো দীপ্তিময় করে
এলিজাবেথের রাজ্য কার মনে জাগিত?
কবি না থাকিলে পরে, ভারত-মাহাত্ম্য স্ম'রে,
কোন্ ভারতীয় আজো অশ্রুরাশি ঢালিত?

২৬

কল্পনে, তোমার ভক্ত কবিদের প্রসাদে,
কখন আমোদে ভাসি, কভু ডুবি বিষাদে;
সে সুদিন ভারতের যবে ভাবি, অন্তরের
অন্তস্তল নেচে উঠে অতুলিত আহ্লাদে;
আবার ক্ষণেক পরে, এ দিনের কথা স্ম'রে,
আনন্দ কোথায় যায়, ডুবি ঘোর বিষাদে!
এ ভারত কি যে ছিল, এখনি বা কি হইল,
কেবলি জানিতে পারি কবিদের প্রসাদে।

২৭

যদি না কবির তুলী রাখিত যতনে তুলি,
ভারতের পুরা চিত্র—বিচিত্র এ জগতে—
কবিত্ব মণির খনি, কল্পনার কেলি-ভূমি,
ভূতলে স্বরগ বলি, কে চিনিত ভারতে?
তোমারি করুণাবলে তব ভক্তকুল মিলে,
ভারতের দৈবী মূর্ত্তি আঁকি গেছে তুলীতে;
তবে হেন কবিগণে কে নাহি ভাবিবে মনে,
পরম দেবতা বলি? কে পারিবে ভুলিতে?

২৮

যে ভুলে ভুলুক; কিন্তু আমি নাহি ভুলিব;
কবিই পরম দেব, চিরকাল বলিব।
আমার বিশ্বাস এই;—কবি বই দেব নেই
ভূতলে-স্বর্গের কথা জানি না, কি কহিব?—
যদি কোন দেব থাকে, থাকে থাক্; কেন তাকে
(বাসনা হবে না সিদ্ধ) মিছামিছি ভাবিব?
যাহারে ভাবিলে পরে, সন্তরি আনন্দ-সরে,
এ হেন কবিরে আমি দেবজ্ঞানে মানিব।

পদার্থ-বিদ্যা।

পদার্থ-বিদ্যা অতীব প্রয়োজনীয়। পদার্থ-বিদ্যার অনুশীলন করিলে কি চেতন, কি অচেতন* জগতের সকল পদার্থের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। অন্তঃকরণ হইতে চিরপ্রসিদ্ধ কুসংস্কার অপগত হওয়াতে, মনোমধ্যে অতুল আনন্দ সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং চরমে বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অচিন্ত্য

* উৎপত্তিপরিবর্দ্ধন ও নাশ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে চেতন পদার্থের সহিত সামঞ্জস্য থাকাতে কেহ কেহ উদ্ভিজ্জ পদার্থকে চেতন পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন।

শক্তি, অনন্ত মহিমা ও অপার করুণার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। এতদ্ব্যতীত বাহ্যবস্তু সকলের পরস্পরের সম্বন্ধ সুন্দররূপে বিদিত হইয়া তদ্দ্বারা মানবজাতির অশেষ উপকার সাধিত হয়। ফলতঃ এইরূপ পদার্থজ্ঞান মনুষ্যসমাজের উন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। বাক্‌শক্তি অভাবে পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তু যেমন অনন্তকাল হীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, পদার্থজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার অনুশীলন না থাকিলে হয় ত আমাদিগকেও চিরকাল পশুবৎ জঘন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত। কোন্ পদার্থের কিরূপ গুণ ও ব্যবহার জানিতে না পারিয়া কেবল অযত্নসম্ভূত ফল মূল ও শস্য আহার, পশুচর্ম্ম পরিধান, পর্ণকুটীর বা গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতাম। বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণে মনুষ্য নামের এরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল সদুপায়ে এবম্বিধ অসম্ভাবিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা কখনই হইত না।

ইংরাজেরা একমাত্র পদার্থ-বিদ্যাবলে কি অসাধারণ উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঊনবিংশতি শত বৎসর গত হইল, ইহাঁরা অতি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, ; মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসই ইহাঁদিগের অনন্যজীবিকা ছিল ; এবং বসনাভাবে বল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে কালযাপন করিতেন। সত্যধর্ম্ম কি, না জানিয়া কুসংস্কারপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বৃক্ষ লতাদির উপাসনা করতঃ দেবপ্রসাদোদ্দেশে নরহত্যা প্রভৃতি একান্ত নিষ্ঠুরাচরণেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু সেই ইংরাজ জাতির আধুনিক সামাজিক অবস্থা অবলোকন কর। পদার্থবিদ্যার অনুশীলন করিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই পৃথিবীর আর আর প্রায় সকল জাতিকেই সম্যক্ পরাভূত করিয়া "সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম" জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বাষ্পীয় রথ, অর্ণবযান ও অশেষবিধ শিল্পযন্ত্র প্রভৃতি ধনাগমের সুন্দর কৌশল আবিষ্কার করতঃ ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশেরই মহৎ

উপকার সাধনে যার পর নাই উন্নতি বিধান এবং দেশ বিদেশে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ ও ধর্ম্মের প্রশান্ত ও সারগর্ভ উপদেশ বিস্তার করিতেছেন। দুর্গম জনপদ, বিজন বন, চিরতুষারাবৃত উন্নতশীর্ষ পর্ব্বতচূড়ায়, এমন কি, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সকল স্থলেই বাণিজ্য সংস্থাপনে আপনার ও অপরের দুঃখ হ্রাস করিয়া সুখ বৃদ্ধি করিতেছেন। যদি পদার্থবিদ্যার আলোচনার ফলে, জল, অগ্নি, বায়ু, কাষ্ঠ, লৌহ ও চুম্বক প্রভৃতি পদার্থের নৈসর্গিক ধর্ম্ম অবগত হইয়া বাষ্পীয় রথ, অর্ণবযান ও দিগ্ দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় এবম্বিধ কল্পনাতীত মহোপকার প্রত্যক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কদাচ কল্পনাপথে উদিতও হইত না। ফলতঃ পদার্থবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাবে পদার্থমাত্রই আপন আপন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। "আকাশের চন্দ্রও" হস্তগত হইয়াছে।

রসায়ন বিদ্যার ফলও অতীব চমৎকার। ইহা দ্বারা জগতের কত কত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলে পরম পুলকিত হইতে হয় :—যে হীরক ধনগর্ব্বের উচ্চতম পরিচয় সেই হীরক মৃদঙ্গারের রূপান্তর মাত্র। বিমল শুভ্রবর্ণ অবলোকন করিলে নয়নের পরম প্রীতি জন্মে কিন্তু সেই শ্বেতবর্ণ, পীত লোহিত প্রভৃতি কতিপয় মূলবর্ণের মিশ্রণে অনায়াসে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। রসায়ন বিদ্যাবলে এইরূপ কত কত অপূর্ব্ব পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পদার্থ-বিদ্যার ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় সুমহান্ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা একান্ত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছি! স্বীয় অবস্থা উন্নতি বিষয়ে অণুমাত্র যত্ন ও উদ্যোগ করি না। আমাদিগের দেশেও জল, বায়ু, অগ্নি, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধনও দুষ্প্রাপ্য নহে এবং প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় রাশি রাশি গ্রন্থও অনায়াসলভ্য, কেবল যত্ন ও উদ্যোগ মাত্রের অভাব। অতএব

যত্নসহকারে এবং ইংরাজদিগের ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া পদার্থ-বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিলে একদা যে ভারতের মুখশশী উজ্জ্বলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

চুয়ান জল সকল জল অপেক্ষা পরিষ্কৃত। জল উত্তপ্ত করিলে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহা নলদ্বারা শীতলজলপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার জল হইয়া নির্গত হয়, ইহাকেই চুয়ান জল বলে। বৃষ্টির জল প্রায় চুয়ান জলের ন্যায় পরিষ্কৃত। জল দেখিতে কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, গন্ধ বা আস্বাদশূন্য এবং ঠাণ্ডা হইলে পানোপযোগী হইতে পারে। জলে দুই প্রকার ময়লা থাকে, মিলিত ও মিশ্রিত। মিলিত ময়লা ক্ষণকাল জলে ভাসিত থাকিয়া ক্রমে আপনা হইতেই তলায় পড়িয়া যায়। মিশ্রিত ময়লা জলের সহিত এককালে সংযুক্ত থাকে এবং অগ্নি বা কোন রসায়নিক পদার্থের সংযোগ ভিন্ন উহা স্বতন্ত্র বা নষ্ট হয় না; যথা, চূর্ণ বালুকা বা খড়ী জলে মিলিত করিলে উহা ক্ষণকাল পরে তলায় পড়িয়া যায় কিম্বা ছাকিয়া জল হইতে স্বতন্ত্র করা যায়। কিন্তু লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে উহা দ্রব হইয়া জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় এবং বালুকা বা খড়ীর ন্যায় সহজে স্বতন্ত্র করা যায় না। কাদা বা বালুকামিলিত ঘোলা-জল শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে হইলে, পাঁচ সের জলে তিন রতি ফট্‌কিরী মিলিত করিলে, বার ঘণ্টার মধ্যে কাদা নিচে থিতিয়া জল পরিষ্কৃত হয়। কতক ফল (যাহাকে সচরাচর নির্ম্মলী বলে) জল-পাত্রের গায়ে ঘসিয়া জলের সহিত মিলিত করিলেও জল ঐরূপ শীঘ্র পরিষ্কৃত হয়।

গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরা অধিক পরিমাণে নানাপ্রকার পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশ পানীয় দ্রব্য বৃক্ষ ও ফল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা খেজুর-রস, নারিকেল-জল ইত্যাদি।

খেজুর-রস।—শীতকালে খেজুরগাছের অগ্রভাগের ত্বক ছেদ করিলে এক প্রকার রস অল্পে অল্পে নির্গত হয়। ইহা খাইতে সুস্বাদ ও মিষ্ট এবং ইহাতে শর্করার ভাগ অধিক থাকাতে ইহা পান করিলে শরীরের তাপ উদ্ভাবন হয়। উত্তপ্ত খেজুর-রস যাহাকে তাতারসি বলে, কিঞ্চিৎ ভেদক। এই রস জ্বাল দিয়া খেজুরে গুড় প্রস্তুত হয়।

ইক্ষু-রস।—ইক্ষু পেষণ করিলে উহা হইতে রস নির্গত হয়। আকের রস অতিশয় মিষ্ট এবং কিয়ৎপরিমাণে ভেদক। অনেকে গ্রীষ্মকালে এই রস পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকে। আকের রস জ্বাল দিয়া একো গুড় হয়। আক দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিলে মুখে যে রস আইসে তাহাতেও পিপাসা নিবারণ হয় এবং জ্বরাদি পীড়া কালে ইহা দ্বারা পিপাসার অনেক শান্তি হয় ও পিত্ত দমন করে।

তালের-রস।—ইহা খেজুর রসের ন্যায় তালগাছের অগ্রভাগ হইতে নির্গত হয়। প্রত্যূষে বা সন্ধ্যাকালের রস গাছ হইতে পাড়িয়া সেই দণ্ডে পান করিলে সুস্বাদ ও মূত্ররোগবিশেষে উপকারক হইয়া থাকে। এই রস ক্ষণেক রৌদ্রেরতাপে থাকিলেই গাঁজিয়া তাড়ি হয়। তাড়ি বিলক্ষণ মাদক এবং অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা ইহা পান করিয়া মাতাল হইয়া থাকে। এই রস হইতে তালের মিছরি প্রস্তুত হয়।

নারিকেল-জল।—আমাদের দেশে নারিকেল একটী আশ্চর্য্য ফল। ইহার তুল্য জলপূর্ণফল আর কোন দেশেই নাই। জল প্রায় আদ পোয়া হইতে আদ সের বা অধিক পরিমাণে একটী নারিকেলের মধ্যে থাকে। ডাবের জল অতি সুস্বাদ ও মিষ্ট এবং তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির পিপাসা যেরূপ ইহাতে নিবৃত্তি হয়, বোধ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। নিতান্ত কচি অবস্থায় ইহার জল তত সুস্বাদ বা মিষ্ট হয় না। ভিতরের শাঁস কিঞ্চিৎ পক্ক হইলে অর্থাৎ নেয়াপাতি অবস্থায় ইহার জল উত্তম হয়। অধিক পক্ক অর্থাৎ ঝুনা

হইলে জলের আস্বাদন কটু হয় এবং গুণেরও ব্যত্যয় হয়। ডাবের জল অপেক্ষা ঝুনা নারিকেলের জল অধিক ভেদক। জ্বরাদি পীড়ার সময় অল্প অল্প ডাবের জল অতি উপাদেয়।

চিনির পানা।—চিনি জলে ভিজাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া আমরা সচরাচর পান করিয়া থাকি। ইহাতে পাকস্থলি ঠাণ্ডা রাখে এবং শরীর স্নিগ্ধ করে। বাতাসা ভিজান জলেরও এইরূপ গুণ।

মিছরির পানা।—মিছরি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে গলিয়া যায় এবং একটী উত্তম পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা গরম ধাতুতে প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে এবং শরীর স্নিগ্ধ করে। মিছরির পানায় বাতিক দমন করে এবং নরম ধাতুতে শ্লেষ্ম বৃদ্ধি করে।

বেলের পানা।—সুপক্ক বেলের শাঁস কিঞ্চিৎ অম্ল ও মিষ্টের সংযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উদরাময়ের বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে মল সরল ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

তরমুজের পানা।—তরমুজের রস কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি সুস্বাদ হয় কিন্তু অধিক পান করিলে গরম হইতে পারে।

বেদানার রস।—পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা অতি সুস্বাদ এবং বলকারক। পীড়াবস্থায় ইহার বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই কয়েকটী দেশীয় পানীয় ব্যতিরেকে আর কয়েক প্রকার বিদেশীয় পানীয় এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। যথা চা, কাফি, ও নানাবিধ সুরা ইত্যাদি।

চা ও কাফি।—চীনদেশীয় এক প্রকার গাছের শুষ্ক পাতাকে চা বলে। এক্ষণে ইহার চাষ অন্যান্য দেশে এবং ভারতবর্ষেও হইতেছে। ইহা দুই বর্ণের হইয়া থাকে, সবুজ ও কাল। এই শুষ্ক পাতা অধিক উষ্ণ জলে ক্ষণকাল ভিজাইয়া রাখিলে পাতা সিদ্ধ হইয়া উহার সারভাগ জলে মিশ্রিত হয়। শুষ্ক চার

জল বা উহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লোকে পান করিয়া থাকে। আরবদেশীয় এক প্রকার গাছের ফলের বিচিকে কাফি বলে। ইহার চাষ এক্ষণে আসিয়া ও আমেরিকা প্রদেশে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই বিচি ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া চার ন্যায় উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে ঐ জল ছাকিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিতে হয়। আরব, তুর্ক, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে চা ও কাফির অধিক ব্যবহার। ইহারা এই দ্রব্যের এত প্রিয় যে প্রতিদিন চা কিম্বা কাফি না পান করিলে তৃপ্ত হয় না। তাহাদের মতে ইহা পান করিলে শরীরে ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয়, ক্লান্তি দুর করে, মস্তিষ্ক উত্তেজিত করে ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়।

সবুজ চা কাল অপেক্ষা তেজস্কর এবং শরীরের পক্ষে অপকারক, এই নিমিত্ত কাল চাই ব্যবহার করা উচিত, তবে উহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবুজ চা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই। চা ও কাফি পান করিলে নিদ্রার হ্রাস হয় এবং বিনা কষ্টে অধিক ক্ষণ জাগ্রত থাকা যায়। এই গুণ চা হইতে কাফিতে অধিক আছে। এবং এই গুণবশতঃ ইহা আফিম ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের মাদকতার হ্রাস করে। চা ঘর্ম্ম ও মূত্রোৎপাদক বলিয়া কফ শ্লেষ্ম ও বাতরোগে বিশেষ উপকারী। চা ও কাফি গরম ধাতুতে সহ্য হয় না।

বঙ্গদেশে বর্ণবিভাগ।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে নানাপ্রকার বর্ণবিভাগ দেখা যায়। এরূপ বর্ণবিভাগ সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে হইল, তাহা প্রথম খণ্ডের নবম সংখ্যায় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে কথিত আছে যে, সত্যযুগে বাণ নামে এক নরপতি ছিলেন, তিনি হিন্দুদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীবদ্ধ ছিল, ও

অসবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাণ রাজার আধিপত্য সময়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অসবর্ণাবিবাহ প্রচলিত হয়। এই অসবর্ণাবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে, বাণ রাজার পুত্র পৃথু, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক শ্রেণীকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার আজ্ঞা দেন।

বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি যে কখন প্রথম পদার্পণ করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে বোধ হয় কিরাতাদি অসভ্য জাতি এস্থলে বাস করিত। মহাভারতে আছে যে, ভীম দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। অনুমান হয়, বঙ্গদেশের যে অংশ তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ও যাহা তজ্জন্য এখনও পর্য্যন্ত "পাণ্ডববর্জ্জিত" দেশ বলিয়া খ্যাত, তথায় অসভ্যজাতিরা আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া, তৎকালে বাস করিত। পুরাণে আছে যে, চন্দ্রবংশোদ্ভূত বাণরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম নামক পঞ্চ পুত্র স্বনাম খ্যাত দেশে রাজ্য বিস্তার করিয়া পুরুষানুক্রমে বহুকাল রাজত্ব ভোগ করেন। তদবধি বঙ্গদেশের উৎপত্তি গণনা করা যাইতে পারে।

এরূপ কথিত আছে যে, রাজা আদিশূর বঙ্গের ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়াহীন দেখিয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রজ ভট্টনারায়ণ, সাবর্ণগোত্রজ বেদগর্ভ, বাৎস্যগোত্রজ ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষ ও কাশ্যপগোত্রজ দক্ষকে, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত, কালিদাস মিত্র ও দশরথ বসু, এই পঞ্চজন ভৃত্যের সহিত আদিশূরের সন্নিধানে প্রেরণ করেন। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। ইহারা সপ্তসতী নামে খ্যাত হইয়া পূর্ব্বদিকে অপসৃত হইলেন।

আদিশূরের বংশলোপ হইলে, বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশ প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু সেনবংশীয় বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ

করিলে পালবংশীয়েরা নতশির হয়েন। বল্লাল হিন্দুরীতি ও নীতি দৃঢ়ীকরণার্থ সমস্ত হিন্দুজাতিকে শ্রেণীবদ্ধ করেন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগকে চারিভাগে বিভক্ত দেখা যায়। যথা রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র ও কনৌজ।

বল্লালসেন রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করেন যথা, মুখ্যকুলীন, শ্রোত্রিয়, গৌণকুলীন ও বংশজ। ইহাদের মধ্যে নানা দল বা "মেল" আছে, যথা ফুলিয়া মেল, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী ইত্যাদি। দেবীবর পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে "মেল" বদ্ধ করেন। এই জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অতিনৃশংস ও অতিজঘন্য বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণাদির আগমনের পূর্ব্বে, উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে উপনিবেশ করে। বৈদিকেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণাত্য অর্থাৎ যাহারা প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন, ও পাশ্চাত্য অর্থাৎ যাহারা তাহাদের পরে আসেন। এক্ষণে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদিক্‌দিগের মধ্যেও নানা বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিকদিগের মধ্যে সাধুবিগর্হিত বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। দুই তিন মাস হইলে, অথবা গর্ভে গর্ভে শিশুদিগের সম্বন্ধ স্থির হয় এবং কন্যা ও পুত্র নয় বৎসরের হইলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী বরের মৃত্যু হইলে অন্য বরের সহিত কন্যার বিবাহরীতি আছে। ইহাতে কন্যার পিতার কুলক্ষয় হয় না, কিন্তু কন্যা সকলের ঘৃণার্হ হয়, ও তাহার হস্তে কেহ আহারাদি করে না। এরূপ কন্যাকে অনুপূর্ব্বা কহে। ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের উপক্রমণিকা।—মিস্ ইওমান প্রণীত পুস্তকহইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ দে, এম, এ, সি, এস কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আমরা এই গ্রন্থখানি পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অসার কাব্য নবেল্ ও নাটক-প্লাবিত দেশে দুই এক খানি সারবান্ বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ দেখিলে যথার্থই আনন্দ হয় ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী উন্নতি বিষয়ে ভরসা হয়। "উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের উপক্রমণিকা" মিস্ ইওমান কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র পাঠ করিলে ও বিশেষতঃ উদ্ভিদ্‌সমূহের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে যে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা যাহারা ঐরূপ করিয়াছেন তাহারাই জানেন। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রালোচনার বিশেষ সুবিধা এই যে, অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যেমন মহামূল্য যন্ত্রাদি আবশ্যক করে, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র আলোচনা করিতে ঐরূপ করে না। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে অন্যের বিবরণ কণ্ঠস্থ করিলে চলেনা, বৃক্ষলতা আহরণ করিয়া চাক্ষুষ পর্য্যালোচনা করিতে হয়। ঐরূপ করিলে যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও বিবেকশক্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রজেন্দ্র বাবুর অনুবাদ অতিসুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিতে তাঁহাকে তদুপযোগিনী ভাষার সৃষ্টি করিতে হইলেও তাহা সরল ও সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে, যদি ব্রজেন্দ্র বাবু, উদ্ভিদের কেবল বাহ্যিক চিহ্ন বর্ণনা না করিয়া উদ্ভিদের কার্য্যপ্রণালী আর একটু বিস্তৃতরূপে লিখিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি আরও হৃদয়গ্রাহী হইত।

আমরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১) কবিতাকৌমুদী দুইভাগ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত।

(২) কুসুমকলিকা ... শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত।

(৩) কুসুমাঞ্জলী ... শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

(৪) মানসকুসুম ... শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(১) কবিতাকৌমুদী বালকের পাঠোপযোগী পদ্যগ্রন্থ। বালকদিগকে নীতিগর্ভ কবিতা শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

(২) কুসুমকলিকা—কবিতাগুলি উত্তম। অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত না হইলেও, ইহা যে সুপাঠ্য ও চিত্তরঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) কুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে আমরা অধিক প্রশংসা করিতে পারি না। ইহার মধ্যে পুরাতন কথাই অনেক; কবিতাগুলি যে মধুর ও সরস, তাহাও নয়।

(৪) মানসকুসুম—এ কবিতাগুলি ভাল। লেখক বালক হইলেও তাহার যে কবিত্বশক্তি আছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

বামাগণের রচনা।

কে লিখিল?

কোথা ব্রজবালে মধুর-ভাষিণী,
মানস মোহন পতি-সোহাগিনী,
"যৌবন নর্ত্তনে নূপুর নিক্কণে,"
নাচিয়া নাচিয়া সংসার ভবনে,
কঙ্কণ বাজায়ে টলাও অবনী।

অবনী কাঁপিবে চপলা ছুটিবে,
গভীর ঘর্ঘরে জীমুত নাদিবে,
মহা সমারোহে পবন বহিবে,
হিঁদুদের পুনঃ ডাকিয়া কহিবে,
"অরে রে শুন রে ভারতে এখন
বিদ্যমান আছ যত হিন্দুগণ,
এই বেলা সবে কররে মোচন
বিধবার দুখ করি প্রাণপণ
নতুবা সহিবে নরকজ্বালা।"

কোথা ব্রজবালে অমৃতভাষিণী
গাও দিদি গাও কাঁপায়ে অবনী,
মিলিবে ও গান বীণার সনে।
'পুরুষ দুদিন পরে, আবার বিবাহ করে,
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে।'
যবে কবিবর বীণার ঝঙ্কারে,
বীণার ধৈবতে কাঁদো কাঁদো সুরে
গাবেন বসিয়া যশের মন্দিরে,
তখন ভারত ঘুমে অচেতন
থাকিতে পারিবে আর কি-হায় ?
তখন কি আর ছাতায়ের রব
'বিনোদ' বলিয়া শুনিবে কি সব?
'কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর
ঘুচাইব হৃদয়ের কামনা এবার'
এ রব যখন বঙ্গবাসীগণ
নতমুখে হায় করিবে শ্রবণ,
তখন কি আর সুস্থির হৃদয়ে
বহিতে কলঙ্ক মস্তকে করিয়ে
পারিবে আর ?
নাড়োন চাড়োন কেবল পুরাণ,
ব্যবস্থা খুঁজিতে বোহে যায় প্রাণ।
পাইয়া বচন তবু না বুঝিব
তারানাথ "বোলে" তথাপি চলিব।
মনেতে বুঝিব অন্তরে কাঁদিব
সমাজের ভয়ে কাজে না করিব।
কোথায় কামনা স্থবিরা অঙ্গনা
ভারতের দশা বারেক দেখনা?
বারেক দেখ না বারেক ভাব না

জ্রূণহত্যা পাপ ভারতে এখন
কত যে হ'য়েছে কে করে গণন?
কে করে গণন কলঙ্ক লহরী
বহে যায় বঙ্গে দিবস শর্ব্বরী।
বাজিছে অদূরে মুরলী-মোহন
নাচ ব্রজবালে বাজায়ে কঙ্কণ,
ধরিয়া মুল্‌তান কবির প্রধান
নবীন, গাইবে নবীন গয়ান,
ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া অবনী
ধীয়া ধীয়া করি নাচিবে তখনি,
গভীর স্বননে পবন তখন
বহিবে ভারতে করি শন্ শন্
বলিবে নির্ভয়ে বঙ্গবাসি গণে
বলিবে নির্ভয়ে চিরদাসগণে
"ওরে দুরাচার পাষণ্ড হৃদয়
বিধবার প্রতি হওরে সদয়
নতুবা যাইবে ভীষণ রৌরবে।"

কোথা ব্রজবালে মধুর ভাষিণী
মানস মোহিনী প্রেম-সোহাগিনী
যৌবন নর্ত্তনে নূপুর নিক্কণে
নাচ ত দেখি।
তোমার নর্ত্তন নবীন গায়ন
হেমচাঁদ বীণা থামিবে যখন,
তখন অমনি গভীর স্বরেতে
ধরিবে বক্তৃতা বিধবা তরেতে
বিদ্যার সাগর দেব অবতার
দেবের প্রকৃতি বঙ্গের মাঝার,
শুনিবে সে বাণী হ'য়ে অভিমানী
রাজেন্দ্র ভূদেব বড় বড় মানী,
"নাহি আর ভয় নাহি আর ভয়
জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়"
বলি করতালি দর্শকমণ্ডলী
দিয়া গরজিয়া উঠিবে

অমনি তখনি বাজিবে মুরলী
মানস মোহন মধুর কাকলী,
বাজিবে মুরলী বাজায়ে নূপুর
তাণ্ডব নর্ত্তনে নাচিবে মধুর,
আমরা নাচিব করতালি দিয়া
উন্মাদিনী বেশে করি ধীয়া ধীয়া,
তখন কি আর বঙ্গবাসিগণ
কলঙ্ক পশরা করিতে বহন
হইবে সক্ষম ?

ক্রমশঃ।

কালিকাপুর। শ্রীমতী কুসুমকামিনী।

মৃতপত্নীর নিমিত্ত পতির বিলাপ।

কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব!
কেমন করিয়া আমি অনুগামী হইব!
কেমন করিয়া হায়, তব মুখ চন্দ্রিমায়,
অগ্নিসমর্পণ প্রিয়ে এ চক্ষেতে দেখিব।
এ মনোবেদনা আমি কেমনেতে সহিব!
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব!

কোথায় যাইবে কান্তা মম মনোহারিণী
কোথায় চলেছ সখি সুচঞ্চলগামিনী
উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে, তব মুখ নিরখিয়ে,
আহ্লাদ-সাগরে আমি ডুবিব এখনি
এলে ফিরে ভবনেতে কি সুখী যে হইব
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব!

তব মুখ-চন্দ্রানন ভুলিবার নয় রে
ক্ষণে ক্ষণে দিবে দেখা স্মৃতির মাঝারে রে
কেমনে ভুলিব আমি, বলিয়া দেও হে তুমি
ভুলিবার নয় সখি কেমনে ভুলিব রে.
মধুমাখা কথাগুলি কেমনে গো ভুলিব
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব।

তব মুখ পূর্ণ শশী যবে মনে করিব
হৃদয়েরে কোন মতে প্রবোধিতে নারিব।
দুরন্ত শমন হায়, তব সুকোমল কায়,
অনায়াসে প্রিয়তমে গ্রাস করে ফেলিল,
কিছুতেই হায় হায় বারণ না শুনিল,
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব।

কমলনয়নী অয়ি প্রেয়সী আমার
কমলনয়নে প্রিয়ে হের একবার,
বারেক কটাক্ষে তব, বেদনা যাইবে সব,
অন্তরে বিরহজ্বালা না রহিবে আর,
সুধামাখা কথাগুলি একবার শুনিব,
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব।

তোমার হৃদয় প্রিয়ে মম বাসস্থান,
হরণ করিয়া কোথা করিছ প্রস্থান,
বল দেখি সুবদনে, কেমনে রহিব প্রাণে,
হেরিব কি গৃহরূপ এ শূন্য কানন,
বিদায় করিয়া কান্তা বল কি হেরিব,
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব।

মনেতে করিয়া প্রিয়ে ছিলাম রে আমি,
প্রেমের আরামভূমি হইবে রে তুমি।
কোথায় রহিল তব, প্রেম অঙ্গীকার সব,
কেমন করিয়ে প্রিয়ে ছলিয়াছ তুমি,
তোমার পথের পথি কেমনে যে হইব,
কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব।

কণ্টকশয্যায় প্রিয়ে রাখি কলেবর,
হইয়া আছ হে কেন বল নিরুত্তর।
আমার চখের জল, পড়িতেছে অবিরল,
তোমার হৃদয়ে সখি দেখ একবার,
তোমার সহিত যদি যায় এ জীবন,
তাহাতে আমার দুঃখ হবে না কখন।

কেঁদেছি কাঁদিব আহা যাবত জীবন,
তব কথা যখনই হইবে স্মরণ।
তোমার বিরহানল, হইবে না সুশীতল,
প্রিয়তমে মম মনে রবে অনুক্ষণ,
তুমি কিন্তু দেখিবে না আমার রোদন,
সে অশ্রুতে তব অশ্রু হবে না পতন।

স্বপনে জানি না সখি হইবে এমন,
আমার হৃদয়ধন হরিবে শমন,
মম গৃহ শূন্য করি, চলিলে হে স্বর্গপুরী,
আমার হৃদয় শূন্য করিয়া এখন,
বল হে শশাঙ্ক মুখী কি হবে আমার,
তোমার বিরহে প্রাণে থাকিব কি আর।

যে মুখেতে প্রিয় কথা শুনেছি কেবল,
কেমন করিয়া তাহে দিব পিণ্ড জল,
যে তনু কাঞ্চনসম, ছিল মোর প্রিয়তম,
অনায়াসে তারে আমি দিনু বিসর্জ্জন,
আমার হৃদয় প্রিয়ে কঠিন কেমন
বিরহ-অনলে হবে সতত দহন।

ত্যজিয়ে তটিনী-তট ভবনে গমন,
সংসারের এই গতি বিরহ-মিলন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন, অতি প্রিয়তর ধন,
যায় যায় ফিরে চায় বিষণ্ণ হৃদয়ে রে
যেখানেতে প্রিয়তমা আছেন শুইয়ে রে
এইখানে অভাগার যতনের ধন রে।

কলিকাতা। শ্রীমতী সু——

২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।] [ফাল্গুন, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য .. .. ১।৷০ টাকা মাত্র।
মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵০ আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য .. .. ৶০ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... /০ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

স্ত্রী ও পুরুষ।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যেমন শরীরগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে, সেইরূপ মানসগত একটী আশ্চর্য্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন একই মূল উপাদানে গঠিত হইয়াও শরীরের অবয়ব সম্বন্ধে নরনারীর স্বাভাবিক প্রভেদ রহিয়াছে, নরনারীর হৃদয়, মনের বৃত্তি ও শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মানসিক সকল বৃত্তিই, হৃদয়ের সকল ভাবই নরনারী উভয়েরই প্রকৃতিতে প্রস্ফুটিত আছে। কিন্তু এইরূপ অভিন্নতা সত্ত্বেও যে মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়ের ভাবনিচয়ের প্রকার ও পরিমাণসম্বন্ধে নরনারীর প্রকৃতিতে যে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা নিতান্ত স্থূলদর্শী ব্যক্তিও অবলোকন করিতে পারে। পুরুষ কঠোর, স্ত্রী প্রেমময়; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; পুরুষ, নির্ভীক, স্ত্রী ভীরুস্বভাবা। মনুষ্যের মনের ভাব সমূহের মধ্যে যেগুলি কোমল ভাবাপন্ন, সেইগুলি নারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়। বিনয়, দয়া, স্নেহ, মমতা, শালীনতা ইত্যাদি স্নিগ্ধ ও কমনীয় গুণরাজিই স্ত্রীহৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়। সাহস, নির্ভীকতা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ইত্যাদি কঠোর গুণসমূহ পুরুষে পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের জ্ঞান যেমন অধিক বলবান্, স্ত্রীলোকের হৃদয় সেইরূপ অধিক প্রশস্ত, কোমল ও মাধুর্য্যময়। বুদ্ধিসামর্থ্যে কণীয়সী হইয়াও হৃদয়াংশে নারী পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষের পক্ষে যে কোমল গুণসমূহ অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে, তবে পুরুষে ইহাদের অভাব একদা ক্ষমাযোগ্য, স্ত্রীগণে তাহা অমার্জ্জনীয়।

অনেকে বলেন যে, স্ত্রীপুরুষে প্রকৃতিগত যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা অনেকটা সমাজের দোষে। পুরুষ-প্রকৃতির সহিত নারী-প্রকৃতির কিছু প্রভেদ নাই, কেবল বলবান্ পুরুষগণই আদিম কাল হইতে স্ত্রীগণকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই।

চিরকাল পুরুষদিগের নিতান্ত অধীন থাকাতে নারীজাতির যথার্থ প্রকৃতি বিকাশ পায় নাই। চিরাভ্যস্ত অধীনতা ও পর-বশতা নিবন্ধন, তাহাদিগের স্বাভাবিক ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাহারা এইরূপ আপত্তি করেন তাহাতে যে কিছু মাত্র সত্য নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। যেরূপ অব-স্থাপন্ন হইয়া পুরুষেরা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে যে স্ত্রীগণ অনেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যে নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আদিম অবস্থা হইতে পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; শারীরিক প্রাবল্য বশতঃ পুরুষদিগের প্রাধান্য ছিল ও স্ত্রীদিগকে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। আদিম অব-স্থায় পুরুষেরা যুদ্ধ বিগ্রহে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত; ঈশ্বর স্ত্রী-জাতিকে তাদৃশ সামর্থ্য দেন নাই বলিয়া তাহাদিগকে কাজে কাজেই পুরুষদিগের অধীনে থাকিতে হইত। কিন্তু পুরুষদিগের অধীনে থাকিয়াও যে স্ত্রীলোকের তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না তাহা বলা যায় না। পুরুষের কঠোর স্বভাবকে স্ত্রীগণ প্রকৃতিদত্ত কোমলগুণে অনেকটা সংযমিত করিত; তাহাদের ক্ষমতা সকল সময়েই পুরুষদিগকে স্বীকার করিতে হয়।

দেখা যাইতেছে যে, পুরুষজাতি উগ্র ও কঠোর প্রকৃতি, স্ত্রীগণ স্নিগ্ধ ও কমনীয় ভাবের আধার; শারীর বীর্য্যে ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে পুরুষ যেমন বলবান্, হৃদয়ের প্রীতি, দয়া ও কোমলতায় নারী তেমনি সম্মাননীয়া। পুরুষগণের উগ্রতা ও কঠোরতার স্ত্রীজাতির কোমলতাই একমাত্র প্রতিকার। গৃহই এইরূপ করিবার উপযুক্ত স্থান। এই জন্যই কবিরা কহিয়া থাকেন, রমণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা—"নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।" রমণীগণের পুরুষের চরিত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না। ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মহৎ

লোকের জীবনচরিত পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সম্ভ্রমনীয় চরিত্রের বলে লোকে পৃথিবীতে যশস্বী হইয়াছে, সেই চরিত্র বাল্য-কালে তাহাদের প্রত্যেকের মাতৃকর্ত্তৃক সংগঠিত হইয়াছিল।

আমরা দেখিলাম যে, নারীজাতি তাহাদের হৃদয়গত স্বাভাবিক কমনীয় ভাব দ্বারা পুরুষের উগ্র ও কঠোর চরিত্র সংযমিত করে। তবে পুরুষের মনকে কোমল করিবার নিমিত্ত কি নারী জাতি সৃষ্ট হইয়াছে? তাহাদের কি জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই? মানিলাম যে, নারীজাতি বুদ্ধিশক্তিতে পুরুষের কণীয়সী; পুরুষের মধ্যে যে সমস্ত অসামান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন বিজ্ঞানের মহতী উন্নতি করিয়াছেন, সেইরূপ নারী-জাতির মধ্যে তাহাদের সমকক্ষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি ইহা জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তাহারা কি একবারে ক্ষমতাহীন? সকলেই স্বীকার করিবেন যে, স্ত্রী-জাতিতে কল্পনাশক্তি অতি প্রবল, তাহাদের সহজ জ্ঞান অতীব বলবান্। যে বিষয় পুরুষেরা অনেক তর্ক বিতর্কের পর নির্ণয় করেন; স্ত্রীলোকেরা তাহা এক মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির করিতে সক্ষম। এইরূপ সামর্থ্য তাহাদের বলবতী কল্পনাশক্তির ফল। দেশ-পর্য্যটকেরা বলিয়া থাকেন যে, বিদেশীয় ভাবগতিক স্ত্রীগণ যেমন শীঘ্র বুঝিতে পারে, পুরুষেরা তেমন পারে না। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে যে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশক্তি কিছু ত্বরিত, পুরুষের বুদ্ধির গতি কিছু ধীর। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক বাকল্ সাহেব বলেন, বিজ্ঞানরাজ্যে যাহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাহারা যদি স্ত্রীগণের নিকট হইতে ঐ আশ্চর্য্য শক্তি প্রাপ্ত না হইতেন, যদি তাহাদের মনে ঐ অনুপম কল্পনাশক্তি সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে, বিজ্ঞান এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, যেমন বিশ্বরাজ্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারসমূহ পর্য্যালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, সেইরূপ কল্পনাশক্তি দ্বারা কোন বিষয়ে শীঘ্র প্রবেশ ও তাহার অন্তরতম

প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করা তেমনি আবশ্যক। প্রকৃতির বাহ্য ব্যাপার পর্য্যালোচনা করা যেমন বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধানের একটী প্রধান উপকরণ, তেমনি আন্তরিক ভাবনিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাহ্য ব্যাপার সমূহের মর্ম্ম নির্ণয় করা আর একটী প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ যে কল্পনাশক্তির প্রভাবে নারীজাতি কোন একটী বিষয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম, সেই শক্তি যদি পুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাকলের মতে বিজ্ঞানের উন্নতি আরও অধিক হইত। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহকার্য্যে ও পরিবারের সুখসম্বর্দ্ধনেই যে কেবল স্ত্রীগণের ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাঁহা নহে, জ্ঞানোন্নতি বিষয়েও তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে।

নারীজাতির হৃদয়ের স্নিগ্ধ ও কমনীয় গুণরাজি স্বীকার করিলাম, ও তাহাদের প্রখরা কল্পনাশক্তি জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে তাহাও দেখাইলাম। কিন্তু যে গুণসমূহের কথা বলিলাম, তাহা শিক্ষা বিহনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে এক্ষণে আর লোকের দ্বৈধভাব নাই। কিন্তু কিরূপ শিক্ষালাভে তাহারা অধিকারী তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে নারীজাতিকে কেবল হৃদয়ানুকূল শিক্ষাদানে উদ্যোগী। তাহাদের মতে যাহাতে নারীহৃদয়ে প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও সদ্ভাবসমূহ সুন্দররূপে বিকসিত হয়, সেইরূপ শিক্ষা নারীজাতির উপযোগী। স্ত্রীজাতি কেবল কাব্য পাঠ করিবে, সুকুমার বিদ্যা আলোচনা করিবে, সঙ্গীত শিক্ষা করিবে, ইহাই তাহাদের অভিলাষ। তাহাদের মতে, বিজ্ঞান আলোচনা স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ। তাহারা ভাবেন যে, কঠোর বিজ্ঞান পাঠ করিলে গোলাপ পুষ্পের ন্যায় নারীর কোমল হৃদয়কে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া ফেলিবে। আমাদের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ, বিজ্ঞান যে কঠোর তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমরা

স্পেন্সরের সহিত এক বাক্যে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানই কাব্য। কবিতা পাঠ করিলে যেরূপ সুখ হয়, যেরূপ মনের উৎকর্ষ সাধন হয়, বিজ্ঞান পাঠ করিলে ঐরূপ যে হয় না তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয়তঃ যদিও বিজ্ঞানকে অতি কঠোর সামগ্রী বলিয়া মানি, তথাপি তাহা যে স্ত্রীজাতির পাঠের অনুপযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। পুরুষ জাতি স্বাভাবিক উগ্র ও কঠোর-হৃদয় বলিয়া কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনা করা ও কাব্যরসাস্বাদনে একবারে বিমুখ থাকা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে কেবল কাব্য পাঠ করা সঙ্গত হইতে পারে।

ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে কোমল প্রকৃতি দিয়াছেন, সেই কোমল প্রকৃতি শিক্ষাদ্বারা উৎকর্ষসাধন করিয়া, কোমল ও মধুর ব্যবহারে পরিবারের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন ও জনসমাজে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য বিস্তার করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

পূর্ব্বে ইংলণ্ড একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ইহা তৎকালে ব্রিটন বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ইহার লোকেরা এরূপ অসভ্য ছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার সুচারু রাজপ্রণালী চলিত ছিল না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের এক একটী স্বতন্ত্র রাজা ছিল; তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাচারে প্রজাবর্গের উপর আপনাপন আধিপত্য প্রকাশ করিত। যে অরণ্যচারী মুর্খজাতি পশুচর্ম্মপরিধান করিয়া কেবল মৃগয়া ও পরস্পর কলহে দিনযাপন করিত,—যাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ দূরে থাকুক, লৌহাদি ধাতুর ব্যবহারও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিত না, যাহাদের মধ্যে লেখা পড়া কখনই কিছুমাত্র চলিত ছিল না তাহাদিগের রাজ্যশাসন কি প্রকার ছিল, তাহা পাঠকবর্গ বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

পরে রোমীয় জাতি আসিয়া ব্রিটন আক্রমণ করিয়া তাহার

কিয়দংশ অধিকার করে; ইহারা তখন ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ছিল। ইহারা ব্রিটনদিগকে অনেকানেক শিল্পাদি শিক্ষা প্রদান করে এবং লেখাপড়ার প্রথম সূত্রপাত করে। এক্ষণে ইংরাজীভাষা যে অক্ষরে লেখা হয়, তাহা রোমীয়েরা ইংরাজদিগের পুর্ব্বপুরুষ ব্রিটনদিগকে শিখাইয়া দেয়; রোমীয়েরা প্রায় দুই শতাব্দ পরে ব্রিটন ছাড়িয়া আপনাদের দেশে প্রত্যাগমন করে। সেক্সন নামে এক জাতি সেই সময়ে ইংলণ্ডে আসিয়া বলপুর্ব্বক ঐ দেশের অনেকাংশ অধিকার করে, এবং ব্রিটনদিগের সহিত পরস্পর পুত্র কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়া সেই দেশে বাস আরম্ভ করিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই দুই জাতি এরূপ মিলিত হইল যে তাহাদের মধ্যে প্রায় কোন প্রভেদ রহিল না। যাহারা সেক্সনদিগকে বৈদেশিক বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত, আপন আপন পুত্র কন্যার সহিত তাহাদিগের বিবাহাদি রহিত করিল ও তাহাদিগের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক বন্ধ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই ব্রিটন, অর্থাৎ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ওয়েল্‌স্, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে উঠিয়া গেল। সেই সময়ে ঐ দেশের নাম ইংলণ্ড হইল এবং তাহার লোকেরা ইংরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইল। ইহার কারণ এই যে, যে সকল সেক্সন ব্রিটনে আগমন করে তাহাদিগের অধিকাংশই এংগল্ নামে বিখ্যাত ছিল।

ইহাদিগের সময়ে ইংলণ্ড সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে এক একটী রাজা ছিলেন। এই সকল রাজারা প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা রাজকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহার্থ আপন আপন প্রদেশে এক একটী সভা স্থাপন করেন। সেই সেই ভাগে যত জ্ঞানী ব্যক্তি বাস করিতেন তাহারাই এই সভার সভ্য হইতেন ও আপনাদিগের মন্ত্রণা ও পরামর্শ দ্বারা রাজাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। এই সভাগুলি বিটেনগেমট্ অর্থাৎ বিদ্বৎসভা বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং ইহাদিগের অনুকরণে আধুনিক পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা সংস্থাপন হয়।

পরে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে নরম্যান্ নামক এক জাতি ফ্রান্সের উত্তর ভাগ হইতে আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ ও জয় করিয়া সমস্ত দেশ অধিকার করে। ইহাদিগের রাজা উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনাদিগের জাতীয় মতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। এইটী ইংরাজদিগের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের সময় হইয়াছিল। ইহারা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। এমন কি এরূপ ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল, যে যদি কোন নরম্যান্ কোন ইংরাজের প্রাণ হরণ করিত তাহা হইলে তাহার কিছু মাত্র দণ্ড হইত না; কিন্তু যদি কোন ইংরাজ কোন নরম্যানের নিকট অপরাধী হইত তাহা হইলে তাহাকে ধনে প্রাণে বধ করা হইত। রাজ্যের যত প্রধান প্রধান পদ সকলেই নরম্যানদিগকে প্রদত্ত হইল। তাহারা যাহা করিত তাহার উপর কাহারও কোন্ প্রকার আপত্তি চলিত না। এইরূপ অবস্থায় প্রায় ১০০ বৎসর গত হইলে রাজাদিগের ভয়ানক ক্ষমতা হইয়া উঠিল এবং সাধারণ প্রজাবর্গের উপর তাহাদিগের প্রভুত্বের সীমা রহিল না। ক্রমে রাজাদের ক্ষমতা এমন হইয়া উঠিল, যে তাহারা সকলেরই উপর সমান আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিল। নরম্যানেরা প্রথমে রাজাকে সাহায্য করিত, কারণ তাহারা জানিত যে ইংরাজ প্রজাগণ তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া তাহাদের নামে রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা ইংরাজদিগের বিপক্ষে তাহাদিগেরই সাপক্ষতা করিবেন। এই ভাবিয়া তাহারা রাজার প্রভুত্ব বর্দ্ধনে প্রাণপণে সহায়তা করিতে লাগিল। রাজারাও দেখিলেন যে, তাঁহাদিগকে কেহই দমন করিতে পারে না। তাঁহারা আর ইংরাজ নরম্যান প্রভেদ না মানিয়া সকলেরই উপর সমান অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাজ্য মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলতা প্রবল হইয়া উঠিল।

অবশেষে যখন জন্ নামে এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন রাজাত্যাচার এমন দুঃসহ হইয়া উঠিল যে, প্রজা-

বর্গ সকলেই একত্র হইয়া তাহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজা তখন ভয় পাইয়া একখানি নিয়মাবলি প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং সেই নিয়মাবলি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী অদ্যাবধি চলিতেছে। ইহা মাগ্নাকার্টা বলিয়া অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা রাজার ক্ষমতা এত হ্রাস হইয়া যায়, যে তিনি সেই অবধি কেবল নামে রাজামাত্র হইয়া আছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, রাজা স্বয়ং কিছুই করিতে পারিবেন না। যদি কোন প্রজা কোন অপরাধ করে তাহা হইলে সেই প্রজার সমান পদস্থ অন্যান্য প্রজাগণ তাহার দোষ নির্দোষ বিচার করিবে এবং যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে দেশের দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। রাজা কাহাকেও আপন ইচ্ছাতে কারাবাসে বা নির্ব্বাসনে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রজাবর্গের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা একেবারে লোপ হইল। রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ একটী সভা স্থাপন হইল। প্রজাগণকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ কেবল এই সভার সভ্য হইতে পারিবে। এবং এই সভার সভ্যগণ যে সকল নিয়মাদি প্রস্তুত করিবেন, সেই নিয়মানুসারে কি রাজা কি প্রজা সকলকেই চলিতে হইবে। এই সভা এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট নামে বিখ্যাত।

এই মাগ্নাকার্টার পরে আরও দুই বার কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত হয়। তাহাদিগেরও মর্ম্ম প্রায় ঐরূপ।

এই প্রকারে রাজকার্য্য দুই শ্রেণীস্থ লোকের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রথম,—রাজা; দ্বিতীয়—পার্লিয়ামেণ্ট। আমরা রাজার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংলণ্ডে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই রাজা হইতে পারে; অর্থাৎ রাজা পরলোক গমন করিলে তাঁহার যদি একমাত্র কন্যাসন্তান থাকে তাহা হইলে সেই কন্যাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। একের অধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠেরই সিংহাসনে অধিকার। জ্যেষ্ঠ

পুত্র পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করিলে তাহার যদি কোন সন্তান থাকে তাহা হইলে সেই সন্তানই (কন্যাই হউক বা পুত্রই হউক) কেবল রাজা হইতে পারেন। কিন্তু পুত্র এবং কন্যা উভয়ে বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের প্রথমে অধিকার। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এক্ষণে রাজার প্রায় কোন ক্ষমতাই নাই। অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করা, যুদ্ধে নিযুক্ত হইলে সন্ধি করা, অপরাধী ব্যক্তিকে মার্জ্জনা করা, প্রজাগণকে উচ্চ উপাধি প্রদান করা, আপনার মন্ত্রী নিযুক্ত করা ইত্যাদি সামান্য ক্ষমতাই তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজ্যে করসংগ্রহ, আইনসৃষ্টি, এবং দোষাদোষ বিচারের ভার পার্লিয়ামেণ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইয়াছে। রাজার এই মাত্র বিশেষ ক্ষমতা যে তিনি স্বয়ং যদিও কোন আইন অর্থাৎ নিয়ম সৃষ্টি করিতে পারেন না তত্রাপি পার্লিয়ামেণ্ট-সৃষ্ট নিয়মে তিনি যতক্ষণ সম্মত না হইবেন, ততক্ষণ তাহা দেশে আইন বলিয়া চলিত হইবে না।

পার্লিয়ামেণ্ট সভা দুই ভাগে বিভক্ত; একটী সামান্য লোকদিগের জন্য, আর একটী উচ্চপদস্থ লোকদিগের জন্য। ইংলণ্ডের একটী চমৎকার নিয়ম এই যে, যদি কোন প্রজা কোন প্রকার উত্তম কর্ম্ম করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান করিতে পারেন। এই উপাধি ছয় প্রকার। (১ম) "বেরনেট্"—এইটী সর্ব্বনিকৃষ্ট। এই উপাধি যাহাকে দেওয়া যায় সে ব্যক্তি সেই অবধি "সর্" অর্থাৎ "মহাশয়" বলিয়া খ্যাত হয়। "নাইট" নামে আর একটী উপাধি আছে তাহাতেও লোকে "সর" বলিয়া খ্যাত হয়। এই উভয়ে প্রভেদ এই যে, বেরনেট্ উপাধিটী পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাকে দেওয়া হয়, সে মরিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপরে সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা, ভ্রাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র, এইরূপে পুরুষানুক্রমে সকলেই বেরনেট্ হইয়া থাকে। নাইট্ উপাধি যাহাকে দেওয়া হয়, সে পরলোকে গমন করিলে সে বংশে এই উপাধি

একেবারে লোপ পায়, অর্থাৎ আর কেহ নাইট হয় না। এই উপাধি এক্ষণে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকেও দেওয়া হইতেছে; সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্তদেব এই নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর রাজা রাধাকান্ত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। (২য়) "বেরণ,"— ইহা বেরনেট্ হইতে উচ্চ। ইহা যাহাকে দেওয়া হয়, সে সেই অবধি লর্ড অর্থাৎ প্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এই উপাধিটীও বের-নেটের ন্যায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। (৩য়) "ভাইকাউণ্ট"— ইহা বেরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪র্থ) "আরল্"; (৫ম) "মার্কুইস"; (৬ষ্ঠ) "ডিউক," ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাধি। এই সমুদায় অর্থাৎ ভাইকাউণ্ট, আরল্, মার্কুইস্ এবং ডিউক পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে এবং এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণও লর্ড অর্থাৎ আমীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র ইত্যাদি পিতার মৃত্যুর পর এই উপাধি প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য পুত্রগণ সামান্য লোকই থাকে। সুতরাং পাঠকগণ দেখিতেছেন সামান্য লোক সুকৃতি দ্বারা আমীর হয়, এবং আমীরগণের কনিষ্ঠ পুত্রগণ সামান্য লোক হয়। উভয় শ্রেণী এত মিশ্রিত যে, পরস্পরে কেহ কাহাকেও ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারে না।

পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পার্লিয়ামেণ্ট দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমটী লর্ড অর্থাৎ ডিউক, মার্কুইস, আরল্, ভাইকাউণ্ট ও বেরণ-দিগের জন্য; দ্বিতীয়টী বেরনেট্, নাইট্, ও অন্যান্য অপর সাধা-রণের জন্য। প্রথমটীকে হাউস অব্ লর্ড অর্থাৎ লর্ডদিগের সভাগৃহ, দ্বিতীয়টীকে হাউস্ অব্ কমন্স অর্থাৎ সাধারণের সভাগৃহ বলে।

ইংলণ্ডে যত লর্ড বা আমীর আছে, সকলেই প্রথম সভার সভ্য। রাজা স্বয়ং এই সভার অধ্যক্ষ। উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকগণ এবং বিচারপতিগণও এই সভায় বসিতে পারেন।

হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক মনো-নীত হয়। ইংলণ্ডে যত নগর, গ্রাম ও পল্লীগ্রাম আছে, প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতে দুইটী, তিনটী বা চারিটী ব্যক্তি আসিয়া এই

সভায় সভ্য হয়। প্রত্যেক স্থানের সমস্ত লোকেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে সেই দুই, তিন বা চারি ব্যক্তি মনোনীত করিয়া মহা-সভায় প্রেরণ করে। ইহারা সকলে একত্র হইয়া রাজকার্য্য করিতে থাকে।

এই সমুদয় ব্যতীত রাজার কতকগুলি মন্ত্রী আছে। তাহা-দিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। (১) প্রধান মন্ত্রী ;—ইহাঁর উপর রাজকোষের ভার অর্পিত থাকে। (২) বিচারমন্ত্রী ; (৩) ভারত-বর্ষের মন্ত্রী ; (৪) বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী ; (৫) স্বদেশ রাজকর্ম্মের মন্ত্রী ; (৬) যুদ্ধ বিষয়ের মন্ত্রী, ইত্যাদি। কি লর্ড কি সামান্য লোক সকলেই এই পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন।

রাজ্যের কর আদায়ের ভার হাউস্ অব্ কমন্সের উপর অর্পিত আছে। ইহারা রাজাকে বাৎসরিক যে অর্থ দেয়, তাহা দ্বারাই রাজার ভরণপোষণ হয়। পাঠকগণ এক্ষণে দেখিতেছেন যে,ইংলণ্ডে রাজা স্বাধীন হওয়া দূরে থাকুক, কতদুর পরবশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইলে অর্থের নিতান্ত আবশ্যক। অর্থ আবশ্যক হইলে হাউস্ অব্ কমন্স ব্যতীত আর কেহই দিতে পারিবে না। সুতরাং রাজা কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও হাউস্ অব্ কমন্সের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। প্রজাগণের উপরই বাস্তবিক রাজকার্য্যের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত আছে। কথিত আছে যে, জেম্স্ নামে ইংলণ্ডের একজন রাজা একটী দুষ্ট অশ্বের পৃষ্ঠে কোনক্রমেই আরোহণ করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে ভৃত্যকে কহেন, "আমাকে একক পাইয়া এই দুষ্ট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে; জানে না যে আমার হাউস্ অব্ কমন্সে পাঁচ শত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাপন্ন রাজা বসিয়া আছে; সেইখানে লইয়া যাও এবং তাহারা আমাকে যে প্রকারে নিস্তেজ করিয়াছে, ইহাকেও সেই প্রকারে নিস্তেজ করিতে বলিও।"

বঙ্গদেশে বর্ণবিভাগ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বারেন্দ্রশ্রেণী।—বল্লালসেনের সময় কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন বংশাবলীর কতকগুলি "রাঢ়ী" সংজ্ঞায় ও কতকগুলি "বারেন্দ্র" সংজ্ঞায় পৃথক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে আছে যে, যৎকালে বল্লাল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগ সংস্থাপন করেন, তৎকালে ১১০০ শত ঘর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী বঙ্গদেশে বাস করিত। ইহার মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ ও বারেন্দ্র ভূমিতে ৪৫০ ঘর বাস করিত। রাঢ়দেশবাসিগণ "রাঢ়ী" ও বারেন্দ্রভূমিনিবাসীরা "বারেন্দ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে, যখন বঙ্গদেশে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আইসেন, তখন তাহাদের সঙ্গে স্ত্রী ছিল না। কান্যকুব্জ হইতে তাহাদের স্ত্রীগণ আসিবার পূর্ব্বে, তাহাদের ঔরসে ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের গর্ভে যে সন্তানসন্ততি হয়, তাহারাই বারেন্দ্র-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।—পূর্ব্বোক্ত ব্যতীত অন্যান্য অনেক নীচবংশীয় ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা নীচবর্ণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এইজন্য ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে গোয়ালা-ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কহা যায়। এরূপ কথিত আছে যে, ব্যাসমুনি একদল কৈবর্ত্তকে ব্রাহ্মণসংজ্ঞা দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহাদিগের বংশাবলীকে কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণ কহে। ইহা ব্যতীত আচার্য্য, অগ্রদানী, ভাট, ঘটক ইত্যাদি পতিত ব্রাহ্মণ আছে। এক জাতীয় পতিত ব্রাহ্মণদিগকে পিরালী বা পিরিলী-ব্রাহ্মণ কহে। কথিত আছে যে, পির-আলী খাঁ নামে একজন আমীন, যশোহর জিলাস্থ শ্রীকান্ত রায়ের বাড়ী তদারক করিতে যায়। তথায় সে বলপূর্ব্বক পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশকে তদীয় ম্লেচ্ছ আহার সামগ্রী ঘ্রাণ করায়। "ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন," এই জন্য সেই ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয় ও তাহার বংশীয়েরা পিরীলি ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

ক্ষত্রিয়জাতি এতদ্দেশে নাই, বৈশ্যজাতিও এদেশে বিরল, কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা এই নামের আকাঙ্ক্ষী। তাহারা কহে যে, তাঁহারা পূর্ব্বে বৈশ্য ছিল, বল্লাল তাহাদিগের গর্ব্বিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া জাতিভ্রষ্ট করেন। কথিত আছে যে, বল্লাল তাহাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত রক্তবর্ণজল-পূর্ণ সোণার একটী গাভী প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণবণিকদিগকে কষিতে দেন। সেইরূপ করিতে গিয়া ভিতরের রক্তবর্ণজল বাহির হইয়া পড়ে ও সুবর্ণবণিকেরা গোহত্যা করিয়াছে, অতএব তাহারা অদ্যাবধি জাতিভ্রষ্ট হইল, বল্লাল এই-রূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

বৈদ্য।—বৈদ্যদিগের উৎপত্তি বিষয়ে একটী গল্প আছে। এক জন প্রসিদ্ধ মুনি তপস্যা করিয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রতিদিন তাঁহার কুটীর সুন্দররূপে পরিমার্জ্জিত দেখিতেন। কে এই-রূপ করে, তাহা জানিবার নিমিত্ত মুনি একদিন তপস্যায় না যাইয়া নিজ কুটীরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, যে, একটী পরমা সুন্দরী বৈশ্যকন্যা তাঁহার গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। তিনি সেই কন্যার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া "পুত্রবতী হও" এই আশীর্ব্বাদ করেন। কন্যা অনূঢ়া ছিল কিন্তু ঋষিবাক্য অন্যথা হইবার নহে। কন্যা যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করে। সেই পুত্রের নাম অমৃতাচার্য্য। অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরীর পুত্র অশ্বিনী-কুমারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদেরই সন্তানসন্ততি বৈদ্য নামে খ্যাত।

কায়স্থ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাজা আদিশূর যজ্ঞার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌতম গোত্রে দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রে মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র গোত্রে কালিদাস মিত্র, ভরদ্বাজ গোত্রে পুরুষোত্তম দত্ত ও কাশ্যপ গোত্রে দশরথ গুহ। ইহারাই বর্ত্তমান কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। কেহ কেহ কায়স্থদিগকে শূদ্র পদবী দিতে অসম্মত। তাঁহারা কহেন যে, কায়স্থ সামান্যত তিন প্রকার। ব্রহ্মকায়স্থ, করণকায়স্থ

ও সামান্যকায়স্থ। ব্রহ্মকায়স্থ দুই প্রকার। দাল্‌ভ্য মুনি চন্দ্রসেন রাজার অন্তর্বর্ত্তী ভার্য্যাকে পরশুরামের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। তাহারই সন্তানেরা দাল্‌ভ্য কায়স্থ নামে খ্যাত। ইহারা রাজ-বংশোদ্ভব ও ক্ষত্রিয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মার কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্তের বংশীয়েরা ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ। করণকায়স্থও দুই প্রকার। ত্রেতাযুগে পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, তখন যে সকল ক্ষত্রিয়সন্তান নানাদেশে পলায়ন করিয়া নীচাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা করণকায়স্থ নামে খ্যাত হয়। বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে উৎপন্ন সঙ্করজাতিকেও করণকায়স্থ কহে। ইহারা লিপিব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সামান্যকায়স্থের উৎপত্তি এইরূপ—ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য, ও বৈদেহ হইতে মাহিষ্যাতে যে সন্তান জন্মে, তাহারাই কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। যে পাঁচ জন কায়স্থ এখানে আইসে, তাহারা অনেকের মতে ক্ষত্রিয়। যাহারা এই মতের বিরোধী, তাহারা বলে যে, তবে শূদ্রোপাধি যে দাস শব্দ তাহা কায়স্থেরা নামান্তে ব্যবহার করেন কেন এবং উপবীত ধারণই বা না করেন কেন? ইহার উত্তরে অপর পক্ষীয়েরা বলেন যে, যদি কায়স্থেরা শূদ্র হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থেরাই নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিত। উত্তরপশ্চিম দেশস্থ কায়স্থেরা লালা ও এতদ্দেশে উত্তররাঢ়ীয় বঙ্গজ শ্রেণী কায়স্থেরা নামান্তে ঠাকুর শব্দ ব্যবহার করে। তাহারা ইহাও বলে যে, পুরুষোত্তম দত্ত দাস বলিয়া পরিচয় দিতে অসম্মত হন। তিনি শূদ্র হইলে যে এরূপ মিথ্যা স্পর্দ্ধা করিবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। ইহাতেই তাহারা বলে যে, বঙ্গদেশের কায়স্থেরা শূদ্র নহে। কায়স্থেরা যে উপবীত ধারণ করে না তাহার কারণ তাহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করে। যবনদিগের রাজত্ব সময়ে যবনেরা হিন্দু-দিগকে অতিশয় পীড়ন করিত, এমন কি তাহাদের উপবীত হরণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিত। ব্রাহ্মণেরা পুনর্ব্বার সংস্কৃত হইয়া

গোপনে থাকিতেন। কিন্তু কায়স্থেরা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া উপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না। তদবধি কায়স্থদিগের মধ্যে উপবীত ধারণ করা প্রথা উঠিয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত মত যে কতদূর সত্য তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করা বৃথা, তাহাতে কোন ফলোদয় নাই। আর যদি কায়স্থেরা শূদ্রবংশীয় হয়, তাহা হইলে তাহারা যে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে কায়স্থদিগের অবমাননার মূল নহে, গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

কায়স্থেরা কুলীন ও মৌলিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। ঘোষ, বসু ও মিত্র ইহারা "কুলের অধিকারী" অর্থাৎ কুলীন। কুলীনদের মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে, যথা মুখ্য, কনিষ্ঠ, তেওজো, ছভায়া, মধ্যমাংশ ও মধ্যমাংশদ্বিতীয়পো। দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ দাস ও গুহ এই আট ঘর প্রধান মৌলিক। এতদ্ব্যতীত যে সকল মৌলিক আছে, তাহাদিগকে "বাহাত্তুরে" বলে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় গুহেরা কুলীন।

শূদ্রবর্ণ।—শূদ্রেরা ৭৪ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে নয়টী প্রধান তাহাদিগকে 'নবশাক' বলে। যথা (১) সদ্গোপ, (২) মালি, (৩) তেলী, (৪) তন্তুবায়, (৫) মদক, (৬) বারজীবি, (৭) কুম্ভকার, (৮) কর্ম্মকার, (৯) নাপিত। সদ্গোপেরা কৃষিকার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। সুর, নেউগি, বিশ্বাস, ইহারা কুলীন; পাল, হাজরা, ঘোষ, সরকার ইত্যাদি মৌলিক। ইহারা বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে উৎপন্ন সঙ্করজাতি। গন্ধবণিক, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে উৎপন্ন; শাঁকারী, কাঁসারী, স্বর্ণবণিক, এই জাতীয়।

কৈবর্ত্ত।—কৈবর্ত্তেরা বাঙ্গালার অসভ্য আদিমনিবাসীদিগের বংশোৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা ব্যতীত আগুরি, কুর্ম্মি, চাষা,

ধোপা, কলু, সূত্রধর, শুঁড়ি, চণ্ডাল, বাগ্‌দি, হাড়ী, কেওরা, ডোম ইত্যাদি অন্যান্য অনেক নীচজাতি আছে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

সুরা। ইহা নানা প্রকার, যথা বিয়ার, পোর্ট, সেরি, ব্রাণ্ডি, রম, জিন, হুইস্কি ইত্যাদি। এই সকল পানীয় দ্রব্য শস্য, ফল, মূল, পত্রাদি হইতে প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সুরা ইউরোপ দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুরার মাদকতাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত সুরাপান শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

বিয়ার, যব কিম্বা হপ নামে এক প্রকার ইউরোপীয় তিক্ত লতার কাথ গাঁজাইয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে সুরাসার অর্থাৎ আল্‌কহল্ অল্পপরিমাণে আছে, ১০০ ভাগে ৬ হইতে ৭ ভাগের অধিক নহে।

পোর্ট, সেরি, মেডিরা, শ্যামপেন, ক্লারেট প্রভৃতি সুরা, কয়েক প্রকার ফল, মূল ও পাতার শর্করাপূর্ণ রস গাঁজাইয়া প্রস্তুত হয়। আঙ্গুর ফলের রস হইতেই অধিকাংশ প্রস্তুত হয়। ইহাতে সুরা-সারের ভাগ অধিক আছে, ১০০ ভাগে ১২ হইতে ২৩ ভাগ।

ব্রাণ্ডি, রম, জিন্, হুইস্কি, আরাক প্রভৃতি তেজস্কর মাদক গাঁজান শর্করাবিশিষ্ট রস চুয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। ব্রাণ্ডি গাঁজান আঙ্গুরের রস চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। রম, গাঁজান আখের রসের গাদ ও কোতরা গুড় চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। জিন্, গাঁজান ধানের রস চুয়াইয়া তাহাতে জুনিপার নামে একপ্রকার ইউরোপীয় সুগন্ধ ফল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়। হুইস্কি গাঁজান যব বা অন্য শস্যের রস চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। আরাক, গাঁজান তাড়ি বা ঝুনা নারি-কেলের জল চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। এই কয়েক প্রকার সুরায় সুরসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে, ১০০ ভাগে ৫৩ ভাগের অধিক আছে, তজ্জন্য ইহারা যেরূপ অধিক মাদক সেইরূপ অধিক অনিষ্টকর।

সুরা প্রায় অধিকাংশই বিদেশীয় এবং এদেশের উপযোগী নহে সুস্থ-শরীরে সুরা বিষতুল্য এবং ইহা সেবন করিলে নানাপ্রকার

রোগ উপস্থিত হয়; চিত্তের বিভ্রম ও বুদ্ধির ভ্রংশ ঘটে, চরিত্র কলুষিত ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং মনুষ্যত্ব লোপ হয়। এই নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রকারকেরা সুরাপান এককালে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা ইংরাজদিগের অনুকরণে সুরাপান আমাদের দেশে অতিশয় প্রচলিত হইয়া মহৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুরানিবন্ধন নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম, উৎকট পীড়া, দরিদ্রতা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অতি শোচনীয় ব্যাপার সকল প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে।

সুরা উদরস্থ হইবামাত্র পাকস্থলীর শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া, রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং শীঘ্র সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হয়। সুরাসেবনে অধিক আসক্ত হইলে পাকস্থলীর হানি হয়। অজীর্ণদোষ, অরুচি, বমন ও অক্ষুধা প্রযুক্ত শরীর কৃশ হয় ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। চক্ষু রক্তবর্ণ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। যকৃতযন্ত্রে রক্ত বদ্ধ হইয়া উহা স্ফীত ও বৃদ্ধি হয় এবং অবশেষে পাকিয়া প্রাণনাশক হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য সকল যন্ত্রাপেক্ষা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের পক্ষে সুরা বিশেষ হানিজনক। "অজ্ঞাত কম্পন" নামে উৎকট পীড়াটী অতিরিক্ত সুরাসেবনের একটী সাধারণ ফল। ইহাতে শরীরের সকল শক্তির হ্রাস হয়, বুদ্ধির ভ্রংশ হইয়া প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং অঙ্গ সকল কাঁপিতে থাকে; নিদ্রা দূর হয় এবং সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া নানাপ্রকার ক্লেশদায়ক ভয়ের উদয় হয়। অধিককাল মাদক সেবনের আর একটী ফল উন্মত্ততা। কাহার উন্মত্ততা চিরস্থায়ী এবং কাহার বা ক্ষণেক। কেহ সুরাপান করিলেই উন্মত্ত হইয়া প্রতিবাসীর উপর পীড়ন করিয়া থাকে, কেহ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিস্তব্ধরূপে পড়িয়া থাকে। সুরাপান করিলে প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত হয় কিন্তু অধিক পান করিতে করিতে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্রমে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে।

সুরার কি অলৌকিক শক্তি! অল্প পান করিলে, মস্তিষ্ক

উত্তেজিত হইয়া মনোবৃত্তির তেজ বৃদ্ধি করে, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় এবং আনন্দের উদয় হয়। রক্ত বেগে সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত শরীরকে উত্তপ্ত করে। শরীর বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য বোধ হয় এবং জ্ঞানের হ্রাসতা দৃষ্ট হয়। ক্রমে অধিক পান করিলে ইন্দ্রিয় সকল বিকৃত হইতে থাকে। অঙ্গ ক্রমে অবশ হইয়া পড়ে, ভয় ও লজ্জা মন হইতে তিরোহিত হয় এবং সকল প্রকার গর্হিতাচরণ সহজ হইয়া উঠে। আরও অধিক পান করিলে মস্তিষ্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়া ঘুরিতে থাকে, বাক্‌শক্তির জড়তা হয়, জ্ঞানের লাঘব হয় এবং উন্মত্ততার প্রায় সকল লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শরীর ও মন এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুরার মাদকতায় যে পরিমাণে শরীর ও মন উত্তেজিত হয়, মাদকতা দূর হইলে শরীর ও মন সেই পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সুরাসক্ত ব্যক্তিরা অল্প বয়সেই প্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম যুবার কেশ পক্ক এবং ত্বক ও মাংস শিথিল হইয়া নিতান্ত বৃদ্ধের ন্যায় আকার হয়।

সমাজ সম্বন্ধে সুরাসেবনের ফল অতি শোকাবহ। একজন বিচারপতি বলিয়াছিলেন, যদি সুরাপান দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বিচারকার্য্যের প্রায় আবশ্যকই হইত না। অন্য একজন লেখক বলেন, পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দুষ্কর্ম্ম প্রায় সুরাপানদোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। আর একজন লেখক বলেন, যদি সুরা না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ, অধিকাংশ দরিদ্রতা ও অসুখ দূরীভূত হইত। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ২১ হইতে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে মিতাচারী অপেক্ষা সুরাপায়ীদিগের মৃত্যু পাঁচ গুণ অধিক এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসরে চার গুণ অধিক।

সুরায় আসক্ত হইলে আয়ুর প্রায় হ্রাস হইয়া থাকে।

মিতাচারী ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্ভবত ৪৪ বৎসর বাঁচিতে পারে।
" ৩০ " ৩৬ "

মিতাচারী ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্ভবত ২৮ বৎসর বাঁচিতে পারে।
" ৫০ " ২১ "
" ৬০ " ১৪ "
সুরাপায়ী ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্ভবত ১৫ বৎসর বাঁচিতে পারে।
" ৩০ " ১৩ "
" ৪০ " ১১ "
" ৫০ " ১০ "
" ৬০ " ৮ "

সুরাসক্ত হইবার পর, কৃষী ও শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ সচরাচর প্রায় ১৮ বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না; দোকানদার, পাইকের ও সওদাগরেরা ১৭ বৎসর; ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোকেরা ১৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকেরা ১৪ বৎসর।

সুরার সহিত স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক নাই, বরং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য শরীরের পক্ষে সুরা একটী বিষ স্বরূপ। অল্প পরিমাণে সেবন করিলে উহার কোন বিশেষ হানিজনক ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অধিক দিন অল্প পরিমাণে সেবন করিলেও উহা ক্রমে শরীরকে রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলে। সুরা সেবন করিলে যে রক্তের তেজ হয়, শরীর সবল করে, রোগ ও শোক দূর হয়, শ্রমশালী ও কর্ম্মক্ষম হওয়া যায়, এ সকল সাধারণ ভ্রম মাত্র। এই নিমিত্ত সুরা এককালে পরিত্যক্ত করাই বিধেয়। কেবল চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধার্থে সেবন করা যাইতে পারে।

বামাগণের রচনা।

বসন্ত।

আসিল বসন্ত হাসিতে হাসিতে,
শীতের প্রভাব হইল শেষ।
সখিগণ সহ নাচিতে নাচিতে,
পরিয়া ভূষণ করিয়া বেশ॥ ১॥

মনের হরিষে প্রকৃতি যুবতী,
মনো মত সাজে সাজায়ে অঙ্গ।
বহুকাল পরে পেয়ে প্রাণপতি,
নাশিবে সন্তাপ করিয়া রঙ্গ॥ ২ ॥

সহকার তরু মুকুলে শোভিয়া,
প্রেমানন্দে মধু করিছে দান।
কোকিল তাহার শাখায় বসিয়া,
মধুর সম্ভাষে করিছে গান॥ ৩ ॥

আধ বিকসিত কদম্ব নিচয়,
রোমাঞ্চ শরীর হাসি হাসি প্রায়।
ঋতুরাজ দেখি দক্ষিণ মলয়,
সহায় হইতে সত্বর ধায় ॥ ৪ ॥

শিখিকুল সব করিতেছে রব,
আনন্দে কদম্ব তরুর ডালে।
বিস্তার করিতে পুচ্ছ গুচ্ছ সব,
সুবর্ণ কিরীট মধুর ভালে॥ ৫ ॥

মালতী মাধবী লতা সমুচয়,
তরুবর গলে জড়িত হেন।
কান্তেরে পাইয়া পুলকিত কায়,
বহু লতা পাশে বান্ধিছে যেন॥ ৬ ॥

মলয় অনিলে মন্দ মন্দ দুলে,
পড়িছে সখার গায়েতে যেন।
সুরভি কুসুম অর্ঘ্য দিবে বলে,
ফেলিছে সখার রাখিতে মান॥ ৭ ॥

মল্লিকা গোলাপ অতি মনোহর
রূপেতে করিছে পৃথিবী আল।
তরুণ অরুণ কিবা শোভাকর,
দিতেছে তাহাতে কিরণজাল॥ ৮ ॥

প্রকৃতি সুন্দরী বিলাসেতে সতী,
এলাইয়া যেন বান্ধিল বেণী।
তুলিতেছে ফুল মনোহর অতি,
সাজাবে বলিয়া কুন্তল ধনী॥ ৯ ॥

অনতি নিবিড় অতি মনোহর,
কুন্দ কলি সম দন্ত নিকরে।
বিহগ কূজন বচন মধুর,
আনন্দ দিতেছে প্রকৃতি লোকেরে ॥১০॥

ময়নাগোড়। শ্রীমতী দেবকুমারী দেবী

লঙ্কার পতন।

(আষাঢ় মাসে প্রকাশিতের পর।)

"কি! অনন্ত নিরয় !!"
গর্জ্জিল গম্ভীরনাদে লঙ্কেশ আবার,
নেউটিল পাদাহত ভুজঙ্গ মতন;
কাঁপিল সে ঘোর রবে অখিল সংসার,
বলিল সদম্ভে "রাম! এস করি রণ।

"এস রাম রণে, দেখি বীরতা তোমার,
বুঝিব সমরে তব দীক্ষা শিক্ষা কত,
ছোট মুখে বড় কথা সহেনা রে আর,
বুঝিলাম মৃত্যু তোর নিকট আগত।

"ভেক হয়ে রণ চাও ভুজঙ্গ সদনে?
শৃগাল হইয়ে কর করীরে আঘাত?
কেশরীর কত বল মূষিক কি জানে?
স্থির হও, এই বার যাইবে নিপাত।

"স্ত্রীবধে বীরত্ব তোর তারকা বধিয়া,
জীর্ণ হরধনু ভাঙ্গি গর্ব্বে স্ফীত বুক,
ক্ষমতার সীমা ভোজবাজি প্রকাশিয়া,
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ, বটে দেখিতে কৌতুক।

"কুমারিকা হ'তে লঙ্কা হাত চারি জল,
বেঁধেছিস্ গোটাকত বানর সহায়ে,
খাটিবে না রণে আজি সে সব কৌশল,
ভোজবাজি কারসাজি যাবে চূর্ণ হয়ে।

"চৌর্য্য যুদ্ধে করেছিস্ বালির নিধন,
তাতেই কি মনে এত দম্ভের উদয়?
বীরকুল-গ্লানি! একি বীরের লক্ষণ?
ধিক্ তোরে! কি সাহসে যুদ্ধ ইচ্ছা হয়?

"ভুলেছিস্ নাগপাশে সুদৃঢ় বন্ধন?
বিস্মৃত হলি কি ইন্দ্রজিতের সমর?
শক্তিশেল-শক্তি কিরে হলি বিস্মরণ,
ভুলিলি কি দশস্কন্ধ কত শক্তিধর?

"রে কপটী দুরাচার সমর-বর্ব্বর!
অবৈধ সংগ্রামে যবে মেঘনাদ বীরে,
বধিল অনুজ তোর, তস্কর সোসর—
ছল ক'রে নরাধম পশি যজ্ঞাগারে,

"সে সময় ছিল না কি ধর্ম্ম ভয় মনে?
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি কেন করিস্ চীৎকার?
ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কি ফল এখনে!
পরলোকে দেখিবিরে ধর্ম্মের বিচার।

"বানরের বাহুবলে করিয়া নির্ভর,
পশিলি ত্রিদশজয়ী রাক্ষসের রণে,
হীনবল হীনবুদ্ধি মানব বর্ব্বর!
অচিরাৎ যেতে সাধ যম-নিকেতনে।

"কেন রে সীতার আশে হারাবি জীবন?
যারে চলি ক্ষুদ্র নর! সরযূর তীরে,
রাজরাজেশ্বরী এবে রমণী রতন,
সামান্য মানব বামে বসিবে না ফিরে।

"বৃথা আশা—বৃথা তোর যুদ্ধবাঞ্ছা মনে,
লঙ্কার বৈভব ভুলি যাবে না জানকী;
তবে যদি যেতে সাধ কৃতান্ত-ভবনে
এস যুদ্ধে, আছে এবে মৃত্যু মাত্র বাকি।"

"সত্য বটে আছে এবে মৃত্যু মাত্র বাকি,
পুত্র পৌত্র বংশাবলী নিহত সকল;
ত্রিদশবিজয়ী বীর, ভীরু! তুই নাকি!!
হবে আজি যমালয় চির বাসস্থল।"

বলিয়া, রাঘব দিল ধনুকে টঙ্কার,
ছাইল কলম্বকুলে আকাশ মণ্ডল;
ক্রোধ ভরে ঘন ঘন ঘোর হুহুঙ্কার,
বিষম বাজিল রণ লঙ্কা টলমল।

বাণের আগুনে আকাশ ঘেরিল,
ত্রিদিবে দেবতা ত্রাসিত হইল,
পাতালে বাসুকি সভয়ে কাঁপিল,
ভয়েতে সাগর উছলি উঠিল,
অনল বর্ষণে ধরণী পুড়িল
অকালে প্রলয় বুঝি বা ঘটে।

হলো ভস্মীভুত বিশ্ব-চরাচর,
গেল রে গেল রে সৃষ্টি মনোহর,
সৃষ্টি-সংহারক ভীষণ সমর,
ঘটিল আজি রে সাগর তটে।

কোদণ্ড নির্ঘোষে বিশ্ব বিত্রাসিত,
মুহুর্মুহু রণশঙ্খ নির্ঘোষিত,
সিংহনাদ তায় হলো সংমিশ্রিত,
ঘোরারাবে কাঁপে ত্রিলোকবাসী।

অপ্রমেয় বলী রক্ষো অনীকিনী,
যম সম রণে শ্রীরাম বাহিনী,
দুহ সেনাদল বীরত্বের খনি,
রণমদে মত্ত মৃত্যু তুচ্ছ গণি,
বহে তপ্তধারা কাঁপায়ে ধমনী,
বহিল লঙ্কায় শোণিতরাশি।

ছিন্ন শীর্ষ ত্যজিছে জীবন,
ছিন্ন হস্ত পদ পড়ে কোন জন,
হয়ে মর্ম্মাহত অনন্ত শয়ন,
করে কোন বীর সমরাঙ্গনে।

কভু বা এদিকে কভু বা ওদিকে
জয়শ্রী চঞ্চলা ফিরে পাকে পাকে,
বুঝে না আশ্রয় করিবে কাহাকে,
দুই দল তুল্য হেরে নয়নে।

প্রমত্ত কেশরী রাম রঘুবীর,
প্রমত্ত কেশরী সম দশশির,
সিংহ পরাক্রমে যুঝে দুই বীর,
যুঝে দুই বীর প্রচণ্ড দাপে।

প্রচণ্ড দাপটে অধীর সকল,
আকাশ পাতাল সাগর ভূতল;
গম্ভীর গর্জ্জনে গগনমণ্ডল—
বিদারি, স্ফুরিছে প্রচণ্ড অনল,
আবার উঠিছে ঘোর কোলাহল,
মাভৈ মাভৈঃ ধ্বনিছে কেবল,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাণ অবিরল
পড়িতেছে যেন বরিষার জল,
উঠে পড়ে ধায় সৈনিকের দল,
মৃত্যু পরশনে হয় সুশীতল,
গেল রে গেল রে লঙ্কা রসাতল,
আপন করম অর্জ্জিত পাপে।

গর্জ্জিল ব্রহ্মাস্ত্র রাম-শরাসনে,
মুহূর্ত্তে উঠিল সে অস্ত্র বিমানে,
ঘাতিল মুহূর্ত্তে লঙ্কেশ রাবণে,
নিয়তির ভেরী বাজে তখন।

পড়ে দশানন রথের উপরে,
বিধির বিধান খণ্ডিতে কে পারে,
কাল আবর্ত্তনে ভৈরব সমরে,
আজি রে লঙ্কার হলো পতন॥

জয়দেবপুর। শ্রীমতী কু—দেবী।

২য় খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।] [চৈত্র, ১২৮৩।

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩।

বঙ্গমহিলার নিয়ম।

অগ্রিম বাৎসরিক মুল্য .. .. ১৷৹ টাকা মাত্র।

মফস্বলে ডাক মাসুল .. .. ।৵৹ আনা।

প্রতি সংখ্যার মুল্য .. .. ৵৹ আনা।

ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হারে মূল্য গৃহীত হইবে না।

পত্রিকা প্রাপ্তির সময় হইতে চারি মাসের মধ্যে অগ্রিম মুল্য না দিলে বঙ্গমহিলা আর পাঠান যাইবে না।

সচরাচর অগ্রিম মুল্য না পাঠাইলে অপরিচিত নূতন গ্রাহকের নিকট 'বঙ্গমহিলা' পাঠান হইবে না।

মণি অর্ডার বা ডাক টিকিট, যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ডাকের টিকিটে, টাকায় এক আনার হিসাবে বাটা দিতে হইবে।

মুল্য প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গমহিলার শেষ পৃষ্ঠায় করা হইবে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ছাপা বিল ভিন্ন বঙ্গমহিলার মূল্য প্রদান করিবেন না।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম প্রতি পংক্তি ... ।৹ আনা।

গ্রাহকগণ অগ্রিম মুল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বামাগণের গদ্য বা পদ্য রচনাবলী অতি সাদরে বঙ্গমহিলায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৭৭ নং। } শ্রীভুবনমোহন সরকার, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা একত্র বাধান প্রস্তুত আছে। মুল্য ডাকমাশুল সমেত দুই ২৲ টাকা।

১২৮২ সালের বঙ্গমহিলা ২য় ও ৩য় সংখ্যা ব্যতীত যাহার যে কোন সংখ্যা প্রয়োজন হইবে, প্রতি সংখ্যার মুল্য ডাকমাশুল সমেত ৵৹ দুই আনা প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী।

হিন্দুরাজগণের অধিকার সময়ে ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রত্যেকটী এক এক স্বতন্ত্র রাজকর্ত্তৃক শাসিত হইত। রাজগণ সকলেই আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও প্রতাপের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও কখন সামর্থ্য হইত না। হিন্দুদিগের মতে রাজা মন্দই হউক বা উত্তমই হউক, প্রজাদিগের এত ভক্তিভাজন ছিল যে তাহারা রাজদর্শন পুণ্যসঞ্চয়ের একটী প্রধান উপায় বলিয়া গণনা করিত। ক্ষত্রিয় বর্ণীয়েরাই কেবল রাজপদ পাইবার যোগ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের অমাত্যগণ এক প্রকার চাটুকারবর্গ ছিলেন। কিন্তু রাজসভাতে যে সকল ব্রাহ্মণ বা মুনি ঋষিগণ গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই আপনাদিগের উপদেশ ও মন্ত্রণাদ্বারা রাজকার্য্যে নৃপতিগণকে সাহায্য করিতেন। আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে যে সমুদয় রাজনীতি লিখিত আছে, তাহার অনেকগুলিই সাতিশয় সুন্দর ও জনসমাজের হিতকারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজবর্গ কতদূর সে সমুদয় মান্য করিয়া চলিতেন, তাহা এক্ষণে বলা অতি দুরূহ।

পুরাকালে উত্তর ভারতবর্ষেই কেবল হিন্দুরাজ্য ছিল। দক্ষিণ প্রদেশে হিন্দু জনসমাজের চিহ্ন অতি বিরল। অসভ্য মূর্খজাতি-নিবাসিত দাক্ষিণাত্য পূর্ব্বে কিরূপে শাসিত হইত, তাহা এক্ষণে কেহই বলিতে পারে না।

পরে মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া একে একে হিন্দু রাজগণকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল। তাহাদিগের সময়ে রাজকার্য্য যে কতদূর বিশৃঙ্খল হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। রাজাগণ যথেচ্ছাচারী, প্রজাগণ সর্ব্বদা প্রাণভয়ে সশঙ্ক ও কম্পান্বিত। এক রাজা অপরের রাজ্য অপহরণ করিতেছে, কেহ বা আপনার প্রজাবর্গকে লুণ্ঠন করিতেছে, কেহ বা আপনার পিতা বা ভ্রাতাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেছে। দেশ এমন অরাজক হইয়া

উঠিল যে, মহারাষ্ট্র নামে একজাতি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে সাধারণ জনগণের উপরে যথেচ্ছা অত্যাচার আরম্ভ করিল। বাঙ্গালায় "বর্গী" বলিয়া শিশুদিগকে স্ত্রীলোকেরা যে বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন, সে এই মহারাষ্ট্রীয় দস্যু।

ক্রমে ইংরাজেরা আসিয়া এই দেশ অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা প্রথমে এই দেশে বাণিজ্য করিতে আইসে। তখন ইহারা "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বণিকদল বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কারখানা করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। কিন্তু দেশ এমন অরাজক ছিল যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত না। সুতরাং প্রজারা আপন আপন রক্ষার নিমিত্ত আপনারাই চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরাজেরাও তদ্রূপ আপনাদিগের রক্ষার জন্য যত্নবান হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতিপয় প্রহরী নিযুক্ত হইল। ক্রমে যেমন তাহাদিগের বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল, তাহাদিগের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদি কখন কোন দস্যু তাহাদিগকে লুণ্ঠন করিবার মানসে তাহাদিগের কারখানা আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইংরাজ প্রহরীগণ সশস্ত্র হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। প্রহরী সংখ্যাও এত হইল যে তাহারা ক্রমে সৈন্য বলিয়া পরিগণিত হইল। রাজাগণ ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইতেছে, অতএব ইহাদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালাতে সিরাজউদ্দৌলা এই অভিপ্রায়ে ছল করিয়া তাহাদিগের সহিত কলহ করেন ও আপন রাজধানী মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে কলিকাতায় ইংরাজদিগকে দমন করিতে আগমন করেন। ইহাতে তিনি কিয়দংশ কৃতকার্য্য হয়েন বটে কিন্তু অতি অল্প দিনেই হিতে বিপরীত হইল। মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব নামে এক ইংরাজ আসিয়া সিরাজউদ্দৌলকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করিল এবং আপনাদিগের অনুগত এক ব্যক্তিকে

বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করাইল। ক্রমে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়েও এইরূপ হইল। সর্ব্বত্রই ইংরাজদিগের জয় ও দেশীয় রাজগণের পরাজয় হইতে লাগিল। এবং ভারতবর্ষে আগমন হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যেই ইহারা সমস্ত রাজ্যের এক প্রকার অধীশ্বর হইয়াছে।

এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষই প্রায় ইংরাজদিগের। কেবল বুটান, নেপাল, কাশ্মীর, রাজপুতানা, হাইদ্রাবাদ, মহীসুর, ট্রাবানকোর, টিপেরা প্রভৃতি কয়েকটী করদ ও স্বাধীন রাজ্য এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

প্রায় ২০ বৎসর হইল ইংলণ্ডের অধীশ্বরী "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির" হস্ত হইতে ভারতবর্ষের রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করেন; এবং এক্ষণকার রাজপ্রণালী ইংলণ্ডের রাজাভিমতে চলিতেছে। সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে ভারতবর্ষ তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে; ১ম—বোম্বাই বিভাগ, ২য়—মান্দ্রাজ বিভাগ, ৩য়—বাঙ্গালা বিভাগ। প্রথমোক্ত দুই বিভাগে স্বতন্ত্র দুই গবর্ণর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত আছে। প্রত্যেকেই কতিপয় সভ্য লইয়া এক এক সভার সাহায্যে আপন আপন বিভাগ শাসন করিয়া থাকেন। এই সমুদয় সভ্যগণ ইংলণ্ডের ন্যায় প্রজাবর্গকর্ত্তৃক মনোনীত না হইয়া এক এক বিভাগের গবর্ণরকর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন; উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিগণও এই সভার সভ্য মনোনীত হয়েন। ইহারা একত্র হইয়া যে সকল রাজনীতি প্রস্তুত করেন, তাহা সেই সেই বিভাগে আইন স্বরূপ গ্রাহ্য ও চলিত হয়। কিন্তু গবর্ণরের অসম্মতিতে সভ্যগণ কিছুই করিতে পারেন না।

বাঙ্গালা বিভাগ পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম—প্রকৃত বঙ্গদেশ, ২য়—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, ৩য়—পঞ্জাব। এই প্রত্যেক ভাগের এক একটী স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা আছে। ইহাদিগকে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কহে। ইহাদেরও উপর্যুক্ত শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় আপন আপন সভা আছে এবং ইহাদের ক্ষমতাও তাদৃশ।

বাঙ্গালাবিভাগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় অবস্থিতি করেন এবং লোকে তাঁহাকে ছোট লাট্ সাহেব কহে। তাঁহার সভার সভ্যগণকে বাঙ্গলা-কৌন্সলের-মেম্বর বলে এবং উপযুক্ত দেশীয় বাঙ্গালীগণও ইহার সভ্য বলিয়া মনোনীত হয়েন।

রাজপ্রতিনিধির স্বরূপ একজন ব্যক্তি এই সমস্ত ভারতবর্ষের উপর বিরাজ করিয়া থাকেন। ইনি "বাইসরায় এবং গবর্ণর জেনেরল" অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি এবং সর্ব্বাপেক্ষা শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁকে লোকে লাট্ সাহেব বা বড় সাহেব কহে। ইনি যাহা করিবেন তাহার বিপক্ষে ভারতবর্ষে কাহারও আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাঁরও সাহায্যার্থ একটী সভা স্থাপিত আছে, এবং তাহার সভ্যগণের সহিত একত্র হইয়া ইনি রাজকার্য্য করিতে থাকেন। বোম্বাই বা মান্দ্রাজের সভা হইতে যে আইন সৃষ্টি হইবে, তাহা তত্তৎ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন বিভাগে চলিত হইতে পারে না। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের সভা হইতে যে আইন সৃষ্টি হইবে, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষে চলিত হইতে পারে। এই সভার সভ্যগণকে ইম্পিরিএল লেজিসলেটিভ কৌন্সিলের মেম্বর বলে এবং ইহাতেও দেশীয় যোগ্য ব্যক্তিগণকে সভ্য মনোনীত করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা বিভাগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের সভাহইতে যে সকল আইনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতে গবর্ণর জেনেরলের সম্মতি না হইলে প্রচলিত হইতে পারে না। অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি বা অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবার গবর্ণর জেনেরলের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। শেষোক্ত ক্ষমতাটী সকল গবর্ণর ও লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরেই আছে, কিন্তু প্রথম দুইটী গবর্ণর জেনেরল ব্যতিরেকে আর কাহারও নাই। ইহাঁর আর একটী অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইংলণ্ডের রাজাও পার্লিয়েমেণ্ট মহাসভার সম্মতি ভিন্ন কোন আইন সৃষ্টি করিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল আপন সভার অসম্মতিতেও আইন প্রস্তুত করিতে পারেন। পাছে এতদ্দ্বারা কোন অত্যাচার হয়, এজন্য ইংলণ্ডে একটী নিয়ম

করা হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনেরল যদি কখন, আপন সভার ইচ্ছা বিরুদ্ধে স্বয়ং কোন আইন সৃষ্টি করেন ও তাহা সাধারণের অপকারী হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পার্লিয়েমেণ্টে তাহার দায়ী হইতে হইবে। কিন্তু সভার সম্মতিতে যাহা কিছু করিবেন, তাহার জন্য তাঁহাকে নিজে দায়ী হইতে হইবে না। নতুবা পার্লিয়মেণ্টে এমন কি, দণ্ডনীয়ও হইতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষমতা থাকিলেও গবর্ণর জেনেরল অতি সাবধানে তাহা চালনা করেন।

"হেবিয়স্ কর্পাস" নামে প্রজাগণের স্বাধীনতা রক্ষার আর একটী প্রধান যন্ত্র। যদি কোন রাজকর্ম্মচারী কোন প্রজাকে বিনা বিচারে আপন ইচ্ছাতে কারাবাসে প্রেরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদালতে "হেবিয়স কর্পাসের" প্রার্থনা করিতে পারে; করিলেই কারাগার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার দোষাদোষ বিচার হইবে।

ইংলণ্ডের অধীনে ভারতবর্ষের যে কতদূর উন্নতি হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রজাগণের ধন ও প্রাণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে নিরাপদ তাহার আর কোন সংশয় নাই। সর্ব্বত্রই বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে, প্রজাগণ নির্ভয়ে আপন আপন ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছে এবং রাজকর্ম্মচারী-গণের কাহারও উপর অত্যাচার করিবার কোন সম্ভাবনা বা ক্ষমতা নাই।

মিষ্টভাষিতা।

কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইলে চিকিৎসক প্রথমে তাহার জিহ্বা পরীক্ষা করেন, কেননা অপ্রকৃতিস্থ রসনা শারীরিক অসুস্থতার নিদর্শন। যাহার রসনা পরিষ্কার, তাহার শরীর সুস্থ। যেমন শরীরের অবস্থা রসনার অবস্থা হইতে নিরূপণ করা যায়, সেইরূপ মনুষ্যের চরিত্র ও মনের ভাব তাহার কথাবার্ত্তা হইতে অনেকটা

স্থির করা যায়। কোন ব্যক্তির সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিলে প্রায় বলিতে পারা যায় যে, তাহার স্বভাব কোমল কি উগ্র। যাহার মুখে সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গ ও মিষ্টভাষা শ্রবণ করা যায়, তিনি যে সচ্চরিত্র লোক তাহাতে সংশয় করা যায় না। মিষ্ট-ভাষীর সহিত কথা কহিতে সকলেরই প্রীতি জন্মে। ক্রোধ বশতঃ আমরা অনেক সময়ে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন কোন মঙ্গলসাধন হয় না। যিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত জয়ী। আমরা বলিতেছি না যে, আমাদের কদাপি ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নহে; অন্যায় ও অত্যাচার দর্শন করিলে যাহার ক্রোধোদয় হয় না, তিনি নিতান্ত অপদার্থ পুরুষ। কিন্তু যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া অপরের প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রহারাদি করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই।

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের হৃদয় কোমল বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাহারা দাসদাসীর সহিত প্রায় যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের হৃদয় নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সামান্য ত্রুটি হইলে গৃহিণীরা দাসীদিগের সহিত অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; প্রায়ই তর্জ্জন গর্জ্জন ও কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। এরূপ করিলে উভয়পক্ষেরই অসুবিধা ও অসুখ। দাসীদিগের প্রতি দয়া ও সৌজন্যপ্রদর্শন ও মিষ্টভাষা প্রয়োগ করিলে তাহারা যে প্রভু-ভক্ত হইবে ও প্রভুর কর্ম্ম সন্তুষ্টচিত্তে ও সুচারুরূপে সম্পাদন করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

দাসীদিগের সহিত কলহ ব্যতীত, কোন কোন পরিবারে পরি-বারস্থ রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই কলহাগ্নি জ্বলিয়া থাকে। একান্ন-বর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এইরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে। অনেক পরি-বারে, দুই একটী উগ্রস্বভাব কন্দলানুরাগী স্ত্রীলোক প্রায়ই দেখিতে

পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের কটূক্তি ও কুব্যবহারে সংসারকে নরকতুল্য করিয়া তুলেন।

অনেক স্ত্রীলোক সন্তানদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিক দুঃখ হয়। সন্তান কোন সামান্য দোষ করিলে, কোন কোন মাতা অতি নির্দ্দয়রূপে তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বালক বালিকা মাতার আদেশ অবহেলা করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে পড়িয়া গেলে, কেহ কেহ তাহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া "বেশ হইয়াছে" "খুব হইয়াছে" বলিয়া গালি দেন। এরূপ করিলে বালক বালিকার মনে কিরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বস্তুতঃ বালক বালিকাদিগকে কিরূপে সান্ত্বনা করিতে হয়, কিরূপে তাহাদের দোষ সংশোধন করিতে হয়, তাহা অনেক পিতামাতা ভালরূপে জানেন না। প্রহার অপেক্ষা মিষ্ট-ভৎসনায় বালক বালিকারা যে অধিকতর শাসিত হয়, তাহা তাহারা অবগত নহেন।

বস্তুতঃ কর্কশ, গর্ব্বিত, কোপনস্বভাব, তীব্ররসনা না হইয়া যদি লোকে ধৈর্য্যশীল ও মিষ্টভাষী হয়, তাহা হইলে পরিবারের মধ্যে শান্তি ও কুশল সর্ব্বদা বিরাজ করে। কোন এক সম্রাট একটী গৃহস্থকে বহু পরিবার লইয়া নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কিরূপে এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক একত্র শান্ত রাখিয়াছেন। গৃহস্থ তিনটী কথায় সম্রাটের প্রশ্নের উত্তর করেন, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা। ফলতঃ, সকলে আত্মসংযম সর্ব্বোপরি বাক্যসংযম করিতে পারিলে, কোপনস্বভাব না হইয়া মিষ্টভাষী হইতে পারিলে সংসারে সুখের সীমা থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাদিগের গত অধিবেশনে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে একটী উপায় বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে, এদেশীয়

স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স ও ফাষ্ট-আর্ট পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে যে, শিক্ষাবিষয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সমান অধিকার তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মের ফল যুবকদিগের সহিত সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়াছেন। এই পরীক্ষাপ্রণালীর ফল, উপাধি, বৃত্তি, পুরস্কার, সম্মান ইত্যাদি লাভে উৎসাহিত না হইলে এত অল্প সময়ে শিক্ষিত যুবকগণের দল এত অধিক হইতে পারিত না। এই পরীক্ষাপ্রণালী স্ত্রীগণের প্রতি বিস্তার করিয়া সভ্যগণ যে কেবল মহিলাগণের মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে, ইহা দ্বারা তাঁহারা আমাদের সমাজের ভাবী কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এক্ষণে যাহাতে এই বিধানটী কার্য্যকর হয়, মহিলাগণ উৎসাহপূর্ণ মনে এবং একাগ্রচিত্তে তাহাতে সচেষ্ট হউন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কেবল পরীক্ষার বিধান হইলেই কি হইবে? উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে মহিলাগণ কিরূপে উক্ত পরীক্ষার উপযোগী হইবেন? যে সকল বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রায় তাহাই আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ সীমা। ইহার মধ্যে কোন কোন বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে. কিন্তু তাহা নিতান্ত যৎসামান্য। এতদ্দেশীয় বয়ঃস্থা মহিলাগণের নিমিত্ত যে কয়েকটী বিদ্যালয় এপর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরিক্ষার্থিনী দুই একটী ছাত্রী আপততঃ পাইবার আশা করা যাইতে পারে। কয়েকটী খ্রীষ্টান মিশনারিকৃত বিদ্যালয়েও উচ্চ ইংরাজি শিক্ষাও

দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইহার ছাত্রীগণ অল্প আয়াসে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বোধ হয় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। এক্ষণে হিন্দু বঙ্গমহিলাগণ যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে দেশ-হিতৈষী কৃতবিদ্যগণের বিশেষ মনোযোগী ও উৎসাহের সহিত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষার নিয়ম পুরুষগণের সহিত সমান হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়ের ভাবনিচয়ের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে নরনারীর প্রকৃতিতে যে বিশেষ তারতম্য আছে, তাঁহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ভিন্নতা থাকাতেই অনেকে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত নর ও নারীর পাঠ্য ভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক। তাহাদের মতে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর চর্চ্চাতে মহিলাগণের কোমল ভাব লুপ্ত হইয়া হৃদয়কে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া ফেলিবে। যাহাতে নারী-হৃদয়ে প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও কোমল স্বভাব সুন্দররূপে বিকশিত হয়, তাহারা সেইরূপ শিক্ষাই নারীজাতির উপযোগী বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান যে কঠোর এবং উহার আলোচনা করিলে কবিতাপাঠের ন্যায় মনে যে সুখের উদয় হয় না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না এবং তাহা যে স্ত্রীজাতির পাঠের অনুপযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে আপাততঃ সাধারণ বালিকা-গণের উৎসাহের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সহজ পাঠ্য নির্দ্ধারিত করিয়া পরীক্ষার প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র প্রকার করিলে মন্দ হয় না। তবে যে সকল বালিকা প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা করিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রচলিত প্রথানুসারে পরীক্ষার্থীদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে উহার নির্দ্ধারিত সংখ্যা রাখিতে না পারিলে উত্তীর্ণ করা হয় না। এরূপ না করিয়া যদি সকল বিষয়ের সংখ্যার সমষ্টি

ধরিয়া উত্তীর্ণ করা হয়, তাহা হইলে বালিকাগণ তাহাদের রুচি ও ক্ষমতানুসারে পাঠ্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতে পারে।

আমাদের আর একটী প্রস্তাব এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রী-গণের উচ্চশিক্ষা পাইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী হইবার তত সুবিধা না থাকা প্রযুক্ত, বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির ন্যায় বালিকাদিগের নিমিত্ত ইংরাজীতে একটী নিম্ন পরীক্ষার নিয়ম করিলে ভাল হয়।

এক্ষণে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী নিবেদন করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে বালিকাগণ অতি সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া অতি শৈশবাবস্থায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিত; অতএব তখন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু হিন্দু বালিকাগণ এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে এবং কেহ বা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার আশয়ে আরও অধিক দিন পঠদ্দশায় থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকাতে তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ স্ত্রীগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও স্ত্রীগণের উক্ত পরীক্ষোপযোগী শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রণয়।

হৃদয়ে হৃদয়, সোহাগে গালিয়া,
স্নেহের রসানে চিকণ মাজিয়া
একটী গঠন হইল গঠিত
স্ফাটিক হইতে উজ্জ্বল শোভিত;
যাহার বিভায় তামসী অবনী—
আলোময় জিনি কহিনুর মণি।

সুধাকরে কত সুধা বিতরণে ?
তুলনা নাহিক জলধি-জীবনে।
এ হেন প্রণয়—বিধি বিধাতার,
কুটীরের নিধি, প্রাসাদের সার;
দেবতা-বাঞ্ছিত কিন্নর-সেবিত,
ত্রিদশ-ভুবন যাহাতে মোহিত;
কে পারে ত্যজিতে এ হেন ধনে ?
তবে পারে সেই বিষম দুর্জ্জন,
হৃদয় যাহার পাষাণ-গঠন,
দয়া-সদাচার-মমতা-বর্জ্জিত,
নরাধম শঠ ত্রিলোক-গর্হিত,
আহার আলস্য জীবনের সার,
জড় পিণ্ডবৎ, শরীর যাহার,
আয়স মস্তিষ্ক নিদয় যাহারে
গলে না গলে না অশনি-প্রহারে,
শোণিত যাহার কর্দ্দম-তরঙ্গ;
শিরাবলী স্থূল, গতিহীন, ভঙ্গ;
আচ্ছাদন যার বর্ম্ম সুকঠিন,
নয়ন যুগল নিস্তেজঃ মলিন,
শত ধিক হেন পিশুন জনে।
প্রণয়-তরঙ্গ যাহাতে উছলে
সে জীবন-স্রোতঃ মৃদু কল কলে
বহে অবিরত—সুধার লহরী
ধরা-মরুভূমে আনন্দ বিতরি।
প্রেম-পারাবার যখন আবার
গগন পরশি উথলে অপার,
সে নীলাম্বু-রাশি চকিতে অমনি
গভীর নিনাদে প্রবেশে ধরণি

প্রমোদ - উচ্ছ্বাসে হ'য়ে কুতূহলী
ভাসায় জীবন - সরিৎ - মণ্ডলী,
প্রণয় - তরঙ্গ নাচায়ে তায়।

যুগল - কিশোর - হৃদয় - কমল,
স্নেহের মৃণালে শোভে নিরমল,
যাহার সৌরভে পথিক আকুল
নবরসভৃঙ্গ প্রমত্ত অতুল
সেও নাচি নাচি ভাসিয়া যায়।

সংসার-নিলয় আনন্দের ধাম,
যতদিন তাহে প্রণয়ের নাম
বিরাজে—বিরাজে কুসুমে যেমন
বর্ণীর অন্তর - ইন্দ্রিয় - মোহন
পরিমল - সহ মকরন্দ - ধারা,
যার লোভে অলি সদা মাতোয়ারা;
কিম্বা দরপণে স্বচ্ছতা যেমন
যাহার অভাবে মলিন ভুবন;
অথবা ক্ষণদা সুধাংশু - মণ্ডিত
যাহার বিয়োগে অমা - নিশান্বিত
বিশাল মেদিনী তটিনী কানন
অচল বারিধি অসীম গগন;
হেন অনুরাগ - বিহীন পরাণ
নিয়ত কাতর দুঃখের নিধান,
কিসলয় জিনি হৃদয় যার।

কিন্তু রে সুধাই অবোধ হৃদয়!
যাহার লাগিয়া সুধা বিষময়,
সুখের কমল যাহার কারণ
বিষাদ - সলিলে মুদিত - বদন,

যাহার বিরহে এ মহী সংসার,
অনুভবে নর জ্বলন্ত অঙ্গার
সেজন কেমন—কিরূপ প্রকৃতি,
পার যদি তাহা করিতে বিবৃতি,
তবে ত তাহার পাইবে সার।
রমণীর মনঃ কত যে গভীর
তার পরিমাণ করিবারে স্থির,
তার অনুরাগ কত বেগবান্
তাহার ইয়ত্তা করিতে বিধান,
কিম্বা সে হৃদয় কিরূপ কোমল
প্রণয়-পিপাসা কত যে প্রবল,
ভাব যদি তাহা মুদিয়া নয়ন;
হেরিবে অমনি অপূর্ব্ব স্বপন,
বিষাদ-কণ্টক পাসরি ভবে।
সুখের সংসার করো না আঁধার
পবিত্র প্রণয় ঐহিকের সার,
হৃদয়ের ধন যৌবন - ভূষণ
মানস - কমল – সুরভি - রতন,
যতনে তাহারে রাখহ সবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

বায়ু।

বায়ু আমাদের জীবনের পক্ষে একটী নিতান্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। ইহা দ্বারা নিশ্বাসকার্য্য সম্পন্ন হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রথমেই আমরা শ্বাসদ্বারা বায়ু গ্রহণ করি, এবং মৃত্যুকালে প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করাই আমাদিগের শেষ কার্য্য। আহারা-ভাবে আমরা বরং কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারি কিন্তু বায়ু অভাবে নিশ্বাস রোধ হইলে আমরা এক দণ্ডও বাঁচিতে পারি

না। এই নিমিত্ত বায়ু পৃথিবীর সকল স্থানেই এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাপ্ত আছে, যে স্বভাবতঃ জীবমাত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উহার অভাব ভোগ করিতে হয় না। বায়ু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রায় ৪৫ মাইল (২২৷৷ ক্রোশ) উর্দ্ধে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। বায়ু গতিপ্রাপ্ত হইলেই ঝড় হয়। বায়ু অম্লজান ও যবক্ষারজান বায়ুদ্বয়ের সমষ্টিমাত্র। ইহার এক ভাগ অম্লজান বায়ু এবং চারি ভাগ যবক্ষারজান বায়ু। এই দুইটী বায়ুর মধ্যে অম্লজানই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা অতিশয় তেজস্কর এবং জ্বলনীয়, অর্থাৎ অগ্নির সহিত স্পর্শ হইলেই জ্বলিয়া উঠে। ইহা প্রাণীজীবন ও অগ্নি-দাহের একমাত্র কারণ। বায়ুতে যদি অম্লজান বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে প্রাণীমাত্রেই জীবিত থাকিতে পারিত না এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হইয়া যাইত। ইহা যে প্রাণীজীবন ও অগ্নির পক্ষে কত আবশ্যক তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। দুইটী কাচের ফানস্ লইয়া উহার একটীর মধ্যে যদি একটী জীবিত ক্ষুদ্র পক্ষী ক্ষণকাল ঢাকিয়া রাখা যায় এবং অন্যটী দ্বারা একটী জ্বলন্ত বাতী ঐরূপ ঢাকিয়া রাখা যায় এবং দৃঢ়বদ্ধ দ্বারা বাহিরের বায়ু উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, ফানসস্থিত বায়ুর অত্যল্প ভাগ অম্লজান বায়ু পক্ষীর নিশ্বাসকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গেলে, উহা অম্লজান বায়ুর অভাবে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে এবং ঐরূপে অন্য ফানসস্থিত অল্পভাগ অম্লজান বায়ু বাতীদ্বারা জ্বলিয়া গেলে, উহার অভাবে বাতীও শীঘ্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বাহিরের বায়ু যদি অল্প পরিমাণে ফানসের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষিটী শীঘ্র না মরিয়া নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ও বাতী এককালে নির্ব্বাণ না হইয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। বায়ুতে অম্লজান বায়ুর সহিত যবক্ষারজান বায়ু যদি মিলিত না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া জীব মরিয়া যাইত এবং একস্থানে অগ্নি জ্বালিলে জ্বলনীয় অম্লজান দ্বারা বায়ুরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত

হইয়া যাইত। এই হেতু অম্লজান বায়ুর তেজ হ্রাস করিবার নিমিত্ত উহার এক ভাগের সহিত চারি ভাগ নিস্তেজ যবক্ষারজান বায়ু মিশ্রিত করিয়া বায়ু প্রস্তুত হইয়াছে।

বায়ুর এই দুইটী প্রধান উপাদান অম্লজান ও যবক্ষারজান বায়ু ব্যতিরেকে কয়েক প্রকার দূষিত বাষ্প বায়ুর সহিত মিলিত থাকিয়া উহাকে অনিষ্টকর করে। এই দূষিত বাষ্পের মধ্যে অঙ্গারক বায়ু সর্ব্বপ্রধান, ইহা পৃথিবীর সকল স্থানের বায়ুর সহিত সতত মিলিত থাকে। বায়ুর দশ সহস্র ভাগের চারি ভাগ অঙ্গারক বায়ু। কিন্তু সহরের বায়ুতে ইহার ভাগ অধিক হইয়া থাকে। এই অপকারক অঙ্গারক বায়ু প্রাণীদিগের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অম্লজান বায়ুর সহিত অঙ্গার মিশ্রিত হইয়া অঙ্গারক বায়ু প্রস্তুত হয়। নিশ্বাস দ্বারা বায়ু শরীর মধ্যে গ্রহণ করিলে, উহার অম্লজান ভাগ ফুস্‌ফুস্‌ দ্বারা রক্তের সহিত সংলগ্ন হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ ও অপরিষ্কৃত রক্তকে শোধন করিয়া উহাকে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ করে এবং সর্ব্বশরীরের পরিত্যক্ত পদার্থের অঙ্গারভাগের সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে দাহন করিয়া ফেলে। এই অঙ্গারের দাহন হইতেই অঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতেই শরীরের তাপ উদ্ভাবন হয়। এই-রূপে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে প্রায় ৩৩৬ গ্রেন বা ৩।৹ ভরি ওজনের অঙ্গারক বায়ু এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়। এবং কেবল নিশ্বাস দ্বারা ১২ হইতে ১৬ ঘন ফুট পরিমাণ (কিউবিক ফিট) এই বাষ্প ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শরীর হইতে নির্গত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সচরাচর বায়ুর দশ সহস্র ভাগে চারিভাগ অঙ্গারক বায়ু আছে, কিন্তু প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু শরীর হইতে নির্গত হয় তাহাতে এই বাষ্পের ভাগ এক শত গুণ অধিক, অর্থাৎ দশ সহস্র ভাগে চারি শত ভাগ আছে। নিশ্বাস ব্যতিরেকে গাত্রের ত্বক হইতেও এই বাষ্প অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

কয়লা, কাষ্ঠ, তৈলাদি অঙ্গারক দ্রব্যের দাহন হইতেও অঙ্গারক বায়ু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিজ্জ এই বাষ্প উৎপত্তির আর একটী প্রধান স্থল। প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিজ্জেরও নিশ্বাসক্রিয়া আছে। বৃক্ষলতাদি পত্রের দ্বারা দিবসে অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করে এবং অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে, কিন্তু রাত্রিকালে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করে এবং অম্লজান বায়ু গ্রহণ করে।

মৃত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি পচিয়াও অঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয়। সমাধিস্থান এবং আর্দ্র ও জলাকীর্ণ ভূমির বায়ুতে এই বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকে।

অঙ্গারক বায়ু একটী প্রাণনাশক বিষস্বরূপ। অম্লজান বায়ু যেমন জীবনের ও জ্বলনশক্তির আধার, অঙ্গারক বায়ু উভয়েরই নাশক। অঙ্গারক বায়ুপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জীব বদ্ধ করিয়া রাখিলে উহা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, এবং ঐরূপে একটী জ্বলন্ত বাতী উহার মধ্যে রাখিলে বাতীও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কখন কখন এই বাষ্প গভীর কুয়ার তলায় জমিয়া থাকে এবং অসাবধানতাবশতঃ কেহ উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণের হানি হইয়া থাকে।

কোন সঙ্কীর্ণ গৃহে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইলে এবং সেই গৃহে যদি কতকগুলি বাতী জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রশ্বাসিত বায়ু ও অঙ্গার দাহন হইতে এত অধিক অঙ্গারক বায়ু উৎপাদন হয় যে, পুনঃ পুনঃ সেই দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া সকলেরই নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয় ও সকলেই সেই গৃহ শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে এবং বাহির হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলেই সে সকল ক্লেশ দূর হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক ১৭৫৬ সালে কলিকাতার অন্ধকূপে যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অবগত হওয়া যায়, তাহা এই প্রশ্বাসিত অঙ্গারক বায়ু দ্বারা ঘটিয়াছিল। ১২ বর্গ হাত পরিমিত একটী অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে রাত্রি আট ঘটিকার সময় ১৪৬ জন ইংরাজকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখাতে অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে

লাগিল এবং বিশুদ্ধ বায়ু অভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া অধিকাংশ ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হইল। রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্বেই ১২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। শয়ন ঘরের সকল জানালা ও দরজা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া এবং উহার মধ্যে কয়লার আগুন জ্বালিয়া রাত্রিকালে সেই ঘরে নিদ্রা যাইলে, প্রশ্বাস ও দাহন দ্বারা যে অঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হইয়া ঘরের মধ্যে জমা হয়, তাহার নিশ্বাসে প্রাণের হানি হইতে পারে। এইরূপ ঘটনায় নিদ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে শুনা গিয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, এত সামান্য পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে যদি মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তবে, ভূমণ্ডলের অগণ্য মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর প্রশ্বাস হইতে এবং পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের অগ্নিদাহন হইতে যে প্রচুর পরিমাণ অঙ্গারক বায়ু নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত জীব নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ আশ্চর্য্য নিয়ম, যে অঙ্গারক বায়ু জীবগণ প্রশ্বাস দ্বারা পরিত্যাগ করে তাহাই আবার উদ্ভিজ্জেরা আহার বলিয়া গ্রহণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের ন্যায় উদ্ভিজ্জেরও নিশ্বাসক্রিয়া আছে। জীবগণ বায়ুর অম্লজান বায়ু শরীরে গ্রহণ করিয়া অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করে কিন্তু উদ্ভিজ্জ অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে। এবং যে পরিমাণ অম্লজান বায়ু জীবের কার্য্যে আবশ্যক হয়, ঠিক সেই পরিমাণ অম্লজান বায়ু উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুর প্রকৃত বিশুদ্ধাবস্থা সদত রক্ষিত হয়। জীবগণ যেরূপ রাত্রি ও দিবস সকল সময়েই অম্লজান, বায়ু গ্রহণ করিয়া অঙ্গারক বায়ু পরিত্যাগ করে, উদ্ভিজ্জ সেরূপ করে না। দিবসে এবং রৌদ্রের দীপ্তিতে উদ্ভিজ্জের পত্রসমূহ অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে এবং অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে, কিন্তু রাত্রিকালে অঙ্গারক বায়ুর শোষণ বন্ধ করিয়া পূর্ব্বগৃহীত অঙ্গারক বায়ু কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করে। এই নিমিত্ত রাত্রিকালে শয়নঘরের নিকট বা

মধ্যে বৃক্ষলতাদি রাখা ভাল নয়, কিন্তু দিবসে ইহারা বাটীর মধ্যে বা নিকটে থাকিয়া বায়ুর অঙ্গারক ভাগ গ্রহণ করিয়া উহাকে পরিষ্কার করে। যাহারা ফুলগাছ ভাল বাসেন, তাঁহারা দিবসে উহা ঘরের মধ্যে রাখিতে পারেন, কিন্তু রাত্রিকালে উহা-দিগকে স্থানান্তরিত করিতে অবহেলা করা কদাচ উচিত নহে।

সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার।

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে সৌন্দর্য্যের আদর নাই, এমন কোন মনুষ্য নাই যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। সুন্দর পদার্থ দর্শন করিতে সকলেই আগ্রহ হয়, সকল দেশেই সৌন্দর্য্যতৃষা বলবতী। মনুষ্য যে কেবল সুন্দর পুষ্প, সুন্দর পশুপক্ষী, সুন্দর কীটপতঙ্গ দেখিতে ভালবাসে এমন নহে, মনুষ্য মনুষ্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে ও ভোগ করিতে অধিক ভালবাসে। এই নিমিত্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সুন্দর মুখের জয়, রূপসীগণের গৌরব ও আদর। কয় জন লোক বিদ্যাবতী অথচ কুৎসিতা নারী আকাঙ্ক্ষা করে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে মনের ভাবকে আমরা প্রেম রুহি, তাহা মানসিক গুণনিচয় হইতে যত না হউক, বাহ্যসৌন্দর্য্যেই অধিক পুষ্টি লাভ করে। ইহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় যে, যে কন্যার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, অপাত্রে পতিতা হইয়াও তাহাকে সচরাচর যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যই স্ত্রী-মর্য্যাদার পরিপোষক। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের বশীভূত হওয়া অজ্ঞানের কাজ। কিন্তু এই সর্ব্বমুগ্ধকরী সৌন্দর্য্যতৃষা যে, সংসারের অনেক ইষ্টসাধন করে তাহা তাহারা মনে করে না। যখন দেখা যাইতেছে যে, জগতের উৎকর্ষসাধনই প্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য, ও যখন বুঝা যাইতেছে যে, সুন্দরে সুন্দরে মিলন হইলে, উত্তরবংশীয়ের সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হয় ও অসুস্থ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের সন্তানসন্ততি "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের" প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়,

তখন সুরূপে স্বাভাবিক অভিরুচি ও কুরূপে অবজ্ঞার যে আবশ্যিকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সৌন্দর্য্যের এত আদর বলিয়া, কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতীয় নারীগণ স্বাভাবিক রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট নহে। শারীরিক নানা প্রকার ক্লেশ অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া ললনাকুল নৈসর্গিক সুশ্রীকতা বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদাই যত্নবতী। কাফরী রমণী স্থূল ওষ্ঠের লালসায় সর্ব্বদা অধর টানিয়া লোলায়িত করে। পোলিনেসীয়-দ্বীপ-বিহারিণীরা উখাদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দন্ত ক্ষুদ্র করে। আমেরিকা ইণ্ডিয়ানেরা তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা সর্ব্বগাত্রে উল্কী পরে। অসাগিজাতীয়েরা বৃহৎ কপাল করিবার আশয়ে, বাল্যকাল হইতে মস্তকের উপরিভাগ দাবাইয়া ললাট বৃহদাকার করে। আমেরিকানিবাসী অপর একজাতী চেপ্টা কপালের লালসায় বালিকাদিগের মস্তকোপরি কাষ্টফলক বাঁধিয়া রাখে। চীনদেশের ভদ্ররমণীরা ক্ষুদ্র পদের আকাঙ্ক্ষায় বাল্যকাল হইতেই লৌহ পাদুকা ধারণ করে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে এইরূপ। সভ্যজাতিদিগের মধ্যে ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির ইচ্ছা কিছু কম নহে। যে ইংরাজজাতি সভ্যতার চূড়ামণি বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের রমণীরা কটিদেশ ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত স্বাস্থ্যের মহাহানি সত্বেও বাল্যকাল হইতে তথায় সজোরে ফিতা বান্ধিয়া রাখেন। অস্মদ্দেশীয় মহিলারা অলঙ্কার পরিধান করিতে কিরূপ ধৈর্য্যসহকারে নাসাকর্ণ বিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বস্তুতঃ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, সকল দেশে সকল জাতিই বস্ত্র পরিধানের পূর্ব্বে অঙ্গবিন্যাস করিতেই বিশেষ মনোযোগী। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অসভ্যজাতিরা গাত্রে উল্কী পরিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করে, তথাপি শীতনিবারণার্থ বস্ত্র পরিধান করে না। হাম্বোল্ট বলেন যে, আমেরিকার অসভ্যজাতিরা শারীরিক সুখসম্পাদনে বিমুখ হইয়াও অঙ্গরাগ আহরণের নিমিত্ত এক মাস ধরিয়া কষ্ট স্বীকার

করিতে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের রমণীরা উলঙ্গ হইতে লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু অচিত্রিত হইয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া শীলতার বিরুদ্ধ মনে করে। দেশভ্রমণকারীরা কহিয়া থাকেন যে, অসভ্য জাতিরা বস্ত্র অপেক্ষা রঞ্জিল কাচ ও ভগ্ন প্রস্তর, চিকণ ঝিনুক ইত্যাদি পদার্থ অধিকতর আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। ত্রিপুরা-সন্নিহিত দেশে কুকী নামে বন্য-পশু সদৃশ এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহারা প্রায়ই উলঙ্গ থাকে, কিন্তু চিকণ প্রস্তরখণ্ড, সুচিত্রিত কপর্দ্দক, পক্ষীর সুন্দর পালক পাইলেই মস্তকে বা গলদেশে বন্ধন করে। কেবল অসভ্যজাতিরা কেন, সভ্যজাতীয় রমণীগণের সুন্দরী বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইবার লালসা এত অধিক যে, তাহাদের জীবনের অধিকাংশ অঙ্গবিন্যাসে অতিবাহিত হয়। বস্তুতঃ অসভ্যজাতির বিবরণ পাঠে ও সভ্যজাতির রীতি দর্শনে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সুবিধা ও শীলতার অনুরোধে পরিচ্ছদের ব্যবহার চলিত হইবার পূর্ব্বে, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও প্রশংসা লাভের অনুরোধে অলঙ্কারপরিধান-প্রথা প্রচলিত ছিল। আর যখন আমরা দেখিতে পাই যে, সভ্যজাতির মধ্যেও, বস্ত্র শক্ত ও গাত্রের উপযোগী হইল কি না তাহা না দেখিয়া বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি, সুবিধাজনক হইল কি না তাহা না দেখিয়া "কাট" উত্তম হইয়াছে কি না তাহাতে অধিক মনোযোগ, তখন ইহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে, অঙ্গের সৌন্দর্য্যসম্পাদনের লালসা হইতেই বস্ত্রপরিধানপ্রথার উৎপত্তি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অঙ্গনাগণ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির আশয়ে নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করে। ইংরাজরমণীরা অধিক গহনা পরে না, কিন্তু তাহাদের বসনের পারিপাট্য ও উৎকর্ষের প্রতি বেশী মনোযোগ। বঙ্গমহিলাদের বসনের দিকে তত দৃষ্টি নাই, কিন্তু তাহারা নানাবিধ গহনা পরিতে ভালবাসেন। বস্ত্র যোগাইতে ও অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে খরচ অত্যন্ত অধিক। তবে সুন্দর বসন চারি পাঁচ মাস মধ্যে নাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গহনা অনেক দিন

থাকে ও বিক্রয় করিলে সমুদয় লোকসান হয় না। কিন্তু এরূপ হইলেও আজিকালি যেরূপ গহনা প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ভয়ের বিষয় বলিতে হইবেক। আজিকালি গহনার নানাপ্রকার রকম বাহির হইতেছে; এবং সেই সকল রকমের গহনা গড়াইবার নিমিত্ত অনেক বঙ্গমহিলা তাহাদের স্বামীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা দুই চারিখানি উত্তম গহনা পরার পক্ষে বিরোধী নহি। দুই চারিখানি গহনা পরিলে ললনাদিগকে বাস্তবিক অতি সুন্দর দেখায়। কিন্তু একখানি চিত্রে নানাবিধ রং দিলে যেমন বিশ্রী দেখায়, অধিক গহনা পরিলে স্ত্রীলোককেও ঐরূপ দেখায়। যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির আশয়ে নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করা হয়, অধিক পরিমাণে পরিধান করিলে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার থাকিলে তাহাদিগকে অভিভাবকের মৃত্যুর পর কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্ত্রীধন থাকা আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত লোকেরা অলঙ্কার ভিন্ন অন্য কোন সংস্থান করিতে পারে না। যে পরিমাণে লোকের ধন আছে সেই পরি-মাণে অলঙ্কার প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ অল-ঙ্কারে ব্যয় করা অতীব অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কেননা যখন কোন অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হয় তখন তাহা হইতে অর্দ্ধেক মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রথমে কিছু টাকা জমাইয়া দুই চারি খানি গহনা প্রস্তুত করিলে বিশেষ হানি নাই। স্ত্রীপুত্রের সংস্থানের নিমিত্ত গহনা প্রস্তুত করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে, তাহাদের যে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না তাহা বলা যায় না।

কিন্তু অধিক গহনা গড়াইবার পক্ষে আর একটী গুরুতর আপত্তি আছে। এই আপত্তি সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে অর্থ-

ব্যবহার-শাস্ত্রের দুই একটী মূল সত্য জানা আবশ্যক। ব্যবহার-শাস্ত্র পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, ধন ও অর্থ বিভিন্ন পদার্থ। যে সকল দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার নাম ধন। ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই ধন। কিন্তু স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র মুদ্রাকে অর্থ কহে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, স্বর্ণ রৌপ্যের কোন স্বতঃসিদ্ধ গুণ বা মূল্য নাই। যে দেশে রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা চলিত নাই,—যেমন আফ্রিকা—তথায় স্বর্ণ রৌপ্যের কোন প্রয়োজন নাই; উহার দ্বারা কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু চাউল কি অন্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সকল দেশেই অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়। রবিনসন্‌ক্রুশের পক্ষে সেই নির্মনুষ্য দ্বীপে এক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা এক মুষ্টি ধান অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কিন্তু সকল সভ্য দেশে অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার এত গৌরব। বিনিময় কার্য্য অন্যান্য বস্তুদ্বারা সাধিত হইতে পারে। চীনদেশীয়েরা চা একত্র জমাট করে এবং জমাট চা অর্থরূপে ব্যবহার করে। আমাদের দেশে পুরাকালে কড়ি ব্যবহৃত হইত। কোন দোষ করিলে দশ বা কুড়ি কড়ি জরিমানা হইবে, এইরূপ মনুতে অনুজ্ঞা আছে। ফলতঃ যে প্রকার পদার্থই হউক না কেন, যাহা সাধারণে ঐকমত্য হইয়া অর্থস্বরূপ নির্ণয় করেন, তাহা দ্বারাই বিনিময়কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বিনিময়কার্য্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার সুবিধা আছে বলিয়া প্রায় সকল সুসভ্য দেশে চলিত হইয়াছে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বর্ণ বিনিময়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া সিন্দুকের মধ্যে রাখা ও ঐ সিন্দুকে পথের ধুলা রাখা এই উভয়ই সমান। উহা কোন কার্য্যে না খাটাইলে অর্থ বৃদ্ধি পায় না, দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যখন আমরা গহনা প্রস্তুত করাই তখন উহা কোন কার্য্যে লাগে না; উহা আমাদের হস্তে অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া থাকে। কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হওয়াতে উহা ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পায় না, প্রত্যুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যদি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতে অর্থনাশের ভয় থাকে, ব্যাঙ্কে জমা দিলেও লাভ আছে। এরূপ করিলে অর্থ বৃথা পড়িয়া থাকে না, আমরা উহা হইতে কিছু কিছু পাইতে পারি, ব্যাঙ্কেও কোন ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োজিত করিয়া লাভ করিতে পারে এবং দেশের শ্রমজীবিরাও কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে। গহনা প্রস্তুত করিয়া যে সকল টাকা অনুৎপাদক করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহা যদি ধনোৎপাদন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তাহা হইলে আমিও কিছু লাভ করিতে পারিতাম ও যাহাদিগকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাদেরও কিছু লাভ হইত এবং এইরূপে দেশেও ধন ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। বস্তুতঃ আমাদের গহনা গড়াইবার রীতি আছে বলিয়া প্রায় দুই চারি কোটী টাকা অনুৎপাদক হইয়া পতিত রহিয়াছে।

বামাগণের রচনা।

সংসারের-সার রত্ন।

রমণীর জীবনের সার রত্ন পতি,
সহায় সম্পদ ধন একমাত্র গতি।
নিদাঘ শোকেতে যদি দহে প্রাণ মন,
শত পুত্রশোকে হয় অস্থির জীবন,
সে সময় যদি পতি সম্মুখীন হয়,
হৃদয়ের শোক তাপ কোথায় পলায়।
সুধাংশু কিরণে যথা শরীর শীতল,
মন্দ মন্দ সমীরণে জলের হিল্লোল,
নিদাঘ সরোজ পতি তাপেতে তাপিত,
জলধর যেমন নির্ব্বাণ করে চিত,
তদ্রূপ নির্ব্বাণ এই ধন দরশনে,
কোন দুঃখ নাহি থাকে ইহার মিলনে।
সুশোভিত সুসজ্জিত অট্টালিকোপরে,
কত ধনী হাহা রবে কাঁদে উচ্চস্বরে,

"কোথায় রয়েছ ওহে হৃদয়ের মণি,
তোমা বিনে অনাথিনী মরে একাকিনী।"
বক্ষস্থলে করাঘাত করে ঘনে ঘন,
যেমন অদৃষ্টলিপি কে করে খণ্ডন।
এই কারণেতে ক্ষিপ্তা কুরুনারীগণ,
এই হেতু পাগলিনী লঙ্কাসতীগণ,
এ কারণ প্রাণ দিল প্রমীলা সুন্দরী,
হারাইয়ে মেঘনাদ বীরেন্দ্র কেশরী।
এ ধন হারালে লোকে সর্ব্বত্যাগী হয়,
বসন ভূষণ সুখ কোথা চলি যায়,
জীয়ন্তে হইয়ে থাকে মৃত্যুর সমান,
হারাইয়ে প্রাণধন অমূল্য রতন।
এ হেন পদার্থ বিধি করেছে সৃজন,
কিন্তু অমৃতেতে বিষ না হলে মিলন,
এ ছার জীবন প্রাণপতি না রহিলে,
পতি বিনা সকলেতে অঙ্গহীনা বলে।
হকনা সে নারী কেন পরমা সুন্দরী,
হকনা সে ধনী কেন বিদ্যাবতী নারী,
হকনা সে ধনী কেন ধনাঢ্যের কন্যা,
হকনা সে ধনী গুণে ত্রিলোকের মান্যা,
হকনা সে ধনী রূপে রতির সমান,
হকনা সে ধনী কেন গুণের নিধান,
হকনা তাহার কেন কোকিলের স্বর,
তথাপি পতিরে যদি করে অনাদর,
ধিক শতধিক তার জীবন ধারণে,
ধিক শতধিক তার অমিয় বচনে,
শত শত ধিক তার রূপ আর গুণে,
যদি না তুষিতে পারে পতিরে বচনে।
যাহার জন্যেতে সুখ এ ভব ভবনে,
যাহার জন্যেতে সুখ ঐহিক কাননে,
সে যদি সন্তোষ নাহি হল মনে মনে,
ধিক্ এ কামিনীকুলে ধিক্ এ জীবনে।

বাগবাজার। শ্রীমতী নয়নতারা দে।